কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান প্রসঙ্গে মতবাদিক বিতর্ক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান প্রসঙ্গে

মতবাদিক বিতর্ক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৪

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি
২২/১ তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ই-মেইল : spb@sammobad.org

মূল্য : ৩০ টাকা

ভূমিকা

জাসদ-এর অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ১৯৮০ সালে আমাদের পার্টি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, আধুনিক সংশোধনবাদ সম্পর্কিত যথার্থ মূল্যায়ন, লেনিনীয় পার্টি ধারণার উন্নততর উপলব্ধি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে পেয়েছিলাম। আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গত ৩২ বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছিল।

বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপর্যয় আমাদেরকে ভাবতে বাধ্য করে যে, মার্কস-এঙ্গেলস কিংবা লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙ-এর লেখায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর থাকার পরও কমিউনিস্ট আন্দোলন পথভ্রষ্ট হল কেন? কেন লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙ-এর হাতে গড়া পার্টি শোধনবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমরা শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা ও অবদানের দ্বারস্থ হই। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে নতুন করে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য ও কর্মদিশা তুলে ধরেন।

গত আগস্ট ২০১২ থেকে আমাদের দলের অভ্যন্তরে দলের আদর্শিক লাইন নিয়ে একটা বিতর্ক প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল। বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল – মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান, আমাদের দল কোন চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং আগামী দিনে কোন চিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে অস্বীকার করার কারণে এ বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

এই পুস্তিকাটিতে অবিভক্ত পার্টির অভ্যন্তরে মতবাদিক বিতর্কের সময়ে উত্থাপিত দুটি বক্তব্য প্রকাশ করা হল। খালেকুজ্জামানদের সমগ্র বক্তব্য তুলে ধরতে পারলেই সবদিক থেকে ভালো হত। কিন্তু তাতে পুস্তিকার আয়তন বড় হয়ে যেত। যেহেতু তাদের মতামত পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে তাই আগ্রহী যে-কেউ পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন। এছাড়া এই পুস্তিকাটিতে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব (প্রকৃতি বিজ্ঞান ও দর্শন) বিষয়ক আলোচনা সংযুক্ত করা হল।

আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের দলের নেতা-কর্মী-শুভার্থী ছাড়াও বাংলাদেশের মাটিতে ক্রিয়াশীল মার্কসবাদে বিশ্বাসী বাম আন্দোলনের কর্মী, সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে শরিক বন্ধুগণ আমাদের এ বিশ্লেষণ যাচাই করবেন।

ধন্যবাদসহ
শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী
সদস্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

সূচি :

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ

পৃঃ - ০৫

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত (২১.০৩.২০১৩)-এর জবাব

পৃঃ - ২১

মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব (প্রকৃতি বিজ্ঞান ও দর্শন) বিষয়ক শিবদাস ঘোষের আলোচনা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে কিছু সংযোজন

পৃঃ - ৩৯

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি
ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ

সমস্ত কমিউনিস্টরাই এই বুনিয়াদি কথাটি জানেন যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে 'অথরিটি' ধারণা একটি অতি আবশ্যকীয় ধারণা। অথরিটি'র ধারণাকে অস্বীকারের অর্থ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সর্বপ্রকার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এবং অ-মার্কসীয় বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অথরিটি, অর্থাৎ সর্বহারার মহান নেতা ও শিক্ষকদের চিন্তাই বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে। তাই অথরিটির ধারণা ব্যতিরেকে যেমন সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলন সঠিক পথে চলতে পারে না, তেমনই কোনো ব্যক্তির পক্ষেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অথরিটিদের অস্বীকার করে উচ্চমানের কমিউনিস্ট তো দূরের কথা একজন সাধারণ কমিউনিস্ট হওয়াও সম্ভব নয়। ফলে আমরা যারা উচ্চমানের কমিউনিস্ট হবার জন্য সর্বস্ব দিয়ে লড়ছি, তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অথরিটিদের, অর্থাৎ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষকদের জানতে হবে এবং তাঁদের শিক্ষাকে গভীরভাবে বুঝতে হবে ও আয়ত্ত করতে হবে।

মার্কসবাদ হল জীবনদর্শন। ফলে মার্কসবাদী পথপ্রদর্শক বা অথরিটি গড়ে ওঠে ওই বিশেষ সময়ে বিপ্লবী রাজনীতির সামনে উপস্থিত প্রশ্নগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সঠিক গাইডলাইনের প্রদর্শক হিসেবে – যাঁরা বা যিনি শুধু ব্যাখ্যাকার নন, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিকভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আদর্শ কমিউনিস্ট চরিত্রের জীবন্ত সুনির্দিষ্ট রূপ হিসেবে প্রতিভাত হন। মার্কসবাদের অথরিটি তাঁরাই যাঁরা তাঁদের জীবনসংগ্রাম, বিশেষ করে তাঁদের চিন্তার দ্বারা বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনকে পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্বের সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে যখনই কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার উপর আলোকপাত করে সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনকে বেগবান করতে সাহায্য করেছেন। আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু অবদান রেখেছেন। এখানে আর একটি বিষয়ও বুঝতে হবে। মার্কসবাদের মূলনীতিগুলোর (বেসিক প্রিন্সিপলস) উপলব্ধিও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যত বুর্জোয়াদের দর্শনগত আক্রমণ ঘটছে তার সঠিক উত্তর দিয়ে মার্কসবাদী দর্শনও ততই উন্নততর হচ্ছে। বিজ্ঞানের যত নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে ততই সেই আবিষ্কারগুলোকে কো-অর্ডিনেট, কো-রিলেট ও জেনারালাইজ করে মার্কসবাদী দর্শনও ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিশেষ বিশেষ দেশের জাতীয় পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটে, নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্ন উপস্থিত হয়, নানা সাংগঠনিক সমস্যাও দেখা দেয়, নতুন নতুন সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদী আক্রমণও আসে – এগুলির যথাযথ মার্কসবাদসম্মত উত্তর দেওয়ার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ সমৃদ্ধ হয়।

দুই ধরনের অথরিটি থাকে। মার্কসবাদ যেহেতু মর্মবস্তুতে আন্তর্জাতিক তাই একজন অথরিটি শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে সাম্যবাদী আন্দোলনে পথপ্রদর্শকরূপে গণ্য হন। আর এক ধরনের অথরিটি মার্কসবাদকে নিজ দেশে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে নিজ দেশের বিপ্লব পরিচালনা করেন। শুধু বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের দ্বারাই কেউ অথরিটি পরিগণিত হন না। তাঁকে তাঁর নিজের দেশের ভাববাদী চিন্তা, অন্যান্য বুর্জোয়া চিন্তা, নানা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক বিকৃতি, নানা প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট রূপ বা প্রকাশগুলি ইত্যাদির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে যথার্থ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যায়ন উপস্থিত করে গাইডলাইন দিতে হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, মার্কস-এঙ্গেলস বা পরবর্তীকালে অথরিটিদের সব বই পড়ে, তার থেকে কোট করতে পারলেই কেউ অথরিটি হয়ে যান না। গাইডলাইনকে কতটা সৃজনশীলভাবে একজন নিজ দেশে প্রয়োগ করতে পারছেন, নিজের জীবনে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনে কতটা সক্ষম হয়েছেন তার উপরই নির্ভর করে একজন যথার্থই অথরিটি হতে পেরেছেন কি না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা বা রাশিয়ায় প্লেখানভ ও অন্যরা বা পরবর্তীকালে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, বুখারিনরা মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী লেনিন-স্ট্যালিনের থেকে কম কেউ পড়েননি, কিন্তু কেউই অথরিটি হতে পারেননি। বরং তাঁরা মার্কস-এঙ্গেলসের বুলি আউড়ে সংশোধনবাদী পথে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতিই করেছেন।

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা হিসেবে আমরা ইতিপূর্বে যাঁদের পেয়েছি সেই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ, তাঁরা কেউই কোনও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব বা স্বীকৃতির ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের নেতায় পরিণত হননি। মার্কস-এঙ্গেলস হচ্ছেন মানবমুক্তির বিজ্ঞানসম্মত দর্শন দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর উদগাতা, মানবসমাজে শোষণহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক। একমাত্র মার্কস-এঙ্গেলসের দর্শনই বস্তুজগৎ, সমাজ ও মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আলোকপাত করে সত্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম। তাই বিশ্বের শ্রমিক ও শোষিত মানুষ মার্কস-এঙ্গেলসের দর্শন বা মার্কসবাদের মধ্যে শোষণমুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে, এজন্যই তাঁরা সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণের নেতা ও সর্বোচ্চ শিক্ষক। মার্কসবাদ মানুষের অগ্রগতির আন্দোলনে চিরদিন পথ দেখাবে।

মার্কসের জীবনাবসানের পর এঙ্গেলস মার্কসবাদকে সকল প্রকার শোধনবাদী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং মার্কসকে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের নেতা, পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক হিসেবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর বিশ্ব পরিস্থিতির এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। বিশ্ব পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উপনীত হয়, যারপর তার বিকাশের আর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সাম্রাজ্যবাদের স্তরে বিশ্ব বিপ্লব নূতন নূতন প্রশ্নের

সম্মুখীন হয়। যার উত্তর খুঁজে না পেলে মুক্তি আন্দোলন আর এগোতে পারছিল না। মার্কসবাদের বিচারধারা এবং প্রদর্শিত পথে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে দেখান যে সাম্রাজ্যবাদের যুগ মরণাপন্ন পুঁজিবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। সাম্রাজ্যবাদী যুগের সমস্ত বিশিষ্টতাকে দেখিয়ে তিনি শুধু শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই নয়, উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও বিপ্লব কীভাবে সংগঠিত হবে তাও বিশিষ্ট করে দেখান। তিনি দেখান, সর্বহারা বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী তত্ত্ব একটি অনিবার্য শর্ত, সর্বহারার বিপ্লবী দলও তেমনই বিপ্লবের অপরিহার্য হাতিয়ার। তিনি মার্কসবাদের আধারে সর্বহারা বিপ্লবী দল বা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সাংগঠনিক মূলনীতি (organizational principle) এবং গঠন পদ্ধতি কেমন হবে তা নির্দেশিত করেন। লেনিন একদিকে মার্কসবাদকে বিকৃত করার প্লেখানভ, কাউটস্কিদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করে মার্কসবাদের প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করেন, অন্যদিকে অষ্ট্রিয়ার পদার্থবিদ ও ভাববাদী দার্শনিক আর্নস্ট মাখ-এর দর্শনের ক্ষেত্রে চাতুর্য্যপূর্ণভাবে ভাববাদী বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করেন। মাখ যখন বস্তুজগৎ নয়, চেতনাই মুখ্য, অর্থাৎ 'বাস্তব বর্হিজগৎ হচ্ছে মানুষের চেতনার প্রতিফলন' বা 'জটিল অনুভূতির সমষ্টি' – এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিলেন এবং তাঁর দর্শনকে বস্তুবাদ ও ভাববাদের ঊর্ধ্বে এক নূতন দর্শন হিসাবে দাবি করছিলেন, তখন লেনিন তাঁর অতি উল্লেখযোগ্য রচনা 'মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড ইমপিরিও ক্রিটিসিজম'-এ এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই দর্শনের অতি প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করে দেখান যে এ দর্শন বুর্জোয়াদের সাহায্য করে, ধর্মীয় চিন্তাকে শক্তিশালী করে এবং বিজ্ঞান ও সমাজের প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় লেনিন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেন। সংশোধনবাদী এবং মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিন রাষ্ট্র এবং সর্বহারার একনায়কত্ব সংক্রান্ত মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকৃতি এবং বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। রাশিয়ায় সফল পুঁজিবাদবিরোধী সমাজবাদী বিপ্লব সম্পন্ন করে লেনিন তাঁর বিচারের সত্যতা প্রমাণ করেন।

মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তীকালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদকে বিকৃত করেছিলেন, সংশোধনবাদের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথগামী করেছিলেন। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সাথে যুক্ত সেই সময় রাশিয়ার মার্কসবাদী বলে পরিচিত নেতারাও একই সমস্যার সৃষ্টি করছিলেন। এঁরা মার্কস-এঙ্গেলসের পরবর্তী পরিবর্তিত যুগ তথা সাম্রাজ্যবাদী যুগের চরিত্র ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই সময়েই মহান লেনিন মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংগঠন ও সংস্কৃতি অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে গাইডলাইন বা পথনির্দেশ উপস্থিত করেন। মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারা ও প্রদর্শিত পথ ধরেই লেনিন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে যথার্থ পথপ্রদর্শক বা অথরিটি হিসাবে ইমার্জ করেন – যাঁর চিন্তা ও শিক্ষা বাদ দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-পরবর্তী যুগে কোনও দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা ও সফল করা অসম্ভব।

এই যে তিনি ইমার্জ করলেন সেটা কোনও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত, ঘোষণা বা স্বীকৃতির ভিত্তিতে হয়নি। রাশিয়ার অভ্যন্তরে আরএসডিএলপি-র মধ্যেই লেনিনের সাথে অন্যান্যদের তত্ত্বগত বহু প্রশ্নে গুরুতর মতপার্থক্য হয়েছিল, এর পরিণতিতে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি গঠিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে অন্যান্য নেতাদের সাথেও লেনিনের গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এইভাবে দেশের ভিতরে ও বাইরে তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই লেনিন যেমন মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে বেশ কিছু মৌলিক অবদান রেখেছেন, তেমনই বিভিন্ন প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাকে যুগোপযোগী করার প্রক্রিয়ায় বিকশিত ও সম্প্রসারিত করেছেন। এই সংগ্রামে রাশিয়ার ভিতরে ও বাইরে যাঁরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে লেনিনীয় চিন্তাকে গ্রহণ করে সংগ্রামে নেমেছিলেন, তাঁরা তাঁদের এই কাজের দ্বারাই লেনিনকে অথরিটি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে আসার পর ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সফল করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন) গঠিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের আগেই লেনিন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটি হিসেবে প্রতিভাত হন।

ট্রটস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ – যাঁরা লেনিনের শিক্ষাগুলিকে বিকৃত করছিলেন এবং লেনিনকে অথরিটি হিসেবে মানতে চাননি, তাঁদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিনের শিক্ষাগুলির যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মহান স্ট্যালিনই সর্বপ্রথম বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে তুলে ধরেন যে, আজকের সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে লেনিনবাদই হচ্ছে মার্কসবাদ। লেনিনবাদের এই সঠিক ব্যাখ্যা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে বিপ্লব পরবর্তীকালে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে উদ্ভূত নানা সমস্যার সঠিক সমাধান উপস্থিত করা, দেশে দেশে উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের গাইডলাইন দেওয়া, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য উপস্থিত করা, জাতিগত সমস্যার প্রশ্নে বাস্তব দিকনির্দেশনা প্রদান, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের নিয়ম সম্পর্কিত বিশ্লেষণ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্য সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কমরেড স্ট্যালিন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি হিসেবে প্রতিভাত হন। তিনি অতি প্রাঞ্জলভাবে 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' লিখে শুধু দলের সাধারণ সদস্যেরই নয় – মার্কসবাদ জানতে ইচ্ছুক সকলকেই উপকৃত করেন। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট ও বিশ্ব পুঁজিবাদের অধিকতর ভাঙনের যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সত্যগুলিকে তুলে ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।

শত্রুভাবাপন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকে এবং কোনো দেশের সাহায্য তো নয়ই বরং বৈরী মনোভাবের মধ্যেও যে বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে অতি পিছিয়ে পড়া রাশিয়াকে স্ট্যালিন যেভাবে আর্থিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও এক অত্যাধুনিক দেশে পরিণত করেছেন তা তাঁর অনন্য সাধারণ ক্ষমতারই পরিচায়ক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিচালনায় স্ট্যালিনের অসাধারণ ভূমিকা তাঁর যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতারই শুধু নয়, তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতারও পরিচায়ক। একথা তাঁর শত্রুদেরও

মেনে নিতে হয়েছে যে তাঁর নেতৃত্বে লালফৌজের অভূতপূর্ব বিজয়ের ফলেই রাশিয়ার সমাজতন্ত্রই নয়, বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ফ্যাসিবাদী জার্মানি-ইতালি ও জাপানের প্রায় অপরাজেয় যৌথশক্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ফলেই সমস্ত উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার অনুকূল পরিস্থিতিরি সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কোনো উপনিবেশ বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ স্বাধীনতা অর্জনে করতে সক্ষম হয়নি। লেনিন পরবর্তী সময়ে স্ট্যালিন বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনকে অতি কৃতিত্বের সাথে পরিচালনা করে বিশ্ব পরিস্থিতিকে বিশ্বশান্তি ও সর্বহারা বিপ্লবের অনুকূল করে তোলেন।

স্ট্যালিনের জীবদ্দশাতেই মাও সে তুঙ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অথরিটি হিসেবে আবির্ভূত হন। লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে চীনের মতো অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া একটি আধা সামন্তী ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার লেনিনীয় পথনির্দেশকে সফলতার সাথে প্রয়োগ করেন তিনি। এভাবে চীনের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশেষিকৃত প্রয়োগ করার পথে তিনি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেন। মাও সে তুঙ তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'অন কনট্রাডিকশন'-এ দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করে দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে অতি গভীর এবং সূক্ষ্ম ধারণা সৃষ্টি করেন। একইভাবে, প্রাকটিস বা চর্চা থেকেই যে তত্ত্বগত জ্ঞান আসে, মার্কসবাদের এই বক্তব্যকে অতি সহজভাবে ব্যাখ্যা করে দেখান তাঁর 'অন প্রাকটিস' রচনায়। শুধু দলের নেতা ও কর্মীদেরই নয়, সমস্ত জনতাকে জড়িত করে 'সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব' পরিচালনার মধ্য দিয়ে চীনের অভ্যন্তরে সংশোধনবাদী বিপদের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা তিনি বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে যেমন এক মহৎ শিক্ষা রেখে গেছেন, তেমনই বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করেছেন।

নিজ নিজ দেশে সফল বিপ্লব সংগঠিত করেছেন বুলগেরিয়ায় কমরেড জর্জি ডিমিট্রভ, আলবেনিয়ার এনভার হোজা, ভিয়েতনামে কমরেড হো-চি-মিন, উত্তর কোরিয়ায় কমরেড কিম-ইল-সুঙ, কিউবায় কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং এঁরা বিশ্বের সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারাই বিপ্লবী নেতা হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অথরিটি হিসেবে তাঁরা বিশ্বের কমিউনিস্টদের সামনে প্রতিভাত হননি। কারণ এঁদের চিন্তা, তাঁদের দেশের বিপ্লব পরিচালনায় অতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে পরিচালনা করার অতি আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় বিশ্বজনীন শিক্ষার সন্ধান এতে পাওয়া যায় না। এঁরা সকলেই বিপ্লবী সংগ্রামের প্রেরণার উৎস হিসাবে বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

অন্যদিকে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর নিজের দেশের বিপ্লব সম্পূর্ণ করে যাবার পূর্বেই বিগত হয়েছেন এবং জীবিতাবস্থায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পাননি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর সমকালের শুধুমাত্র তাঁর দেশেরই নয়, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে যত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ করে পথ দেখান। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি যখন অতি চতুরতার সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করে, তখন শিবদাস ঘোষই প্রথম তাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে বিশ্বের কমিউনিস্টদের, বিশেষ করে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দেন। পরবর্তীকালে সোভিয়েত দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শোধনবাদ গড়ে ওঠার কারণ এবং একে পরাস্ত করার রাস্তা দেখান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আধুনিক সংশোধনবাদের হাত থেকে রক্ষা করার এই সংগ্রাম কমরেড শিবদাস ঘোষকে এক অসাধারণ মার্কসবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ আধুনিক সংশোধনবাদকে পরাস্ত না করে কোনো দেশেই বিপ্লব সফল করা তো দূরের কথা, গড়ে তোলাই সম্ভব নয় – আর এর জন্য কমরেড ঘোষের চিন্তা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।

কমরেড ঘোষের সর্বহারার বিপ্লবী দল গঠনের প্রক্রিয়ার উপর যে আলোচনা, যা তাঁর নিজস্ব দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) গঠনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, তা লেনিনীয় দল গঠনের প্রক্রিয়ার এক অতি উন্নত ও সমৃদ্ধ ধারণা – যা বিশ্বের সকল দেশেই দল গঠনের ক্ষেত্রে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম। আজ যখন বিশ্বের সর্বত্র পুরনো কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সংশোধনবাদের শিকার হয়ে গেছে, এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে পরিণত হয়ে গেছে, তখন নূতনভাবে পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে কমরেড ঘোষের সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মার্কসবাদের সৃষ্টির শুরু থেকেই একদিকে বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তার উপর হামলা চালিয়ে নানা প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে। অন্যদিকে সাম্যবাদী আন্দোলনের ভিতর থেকে একদল মার্কসবাদকে বিকৃত করে পরিবেশনের চেষ্টা করে। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস, পরে লেনিন, স্ট্যালিন – সকলেই এইসব অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে মার্কসবাদের প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করেন। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো কমরেড ঘোষ স্ট্যালিন-পরবর্তীকালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত ও বিনাশ করার সর্বপ্রকার অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করে ওইসব বিষয়ের উপর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সঠিক ধারণা বিশ্ব কমিউনিস্টদের সামনে তুলে ধরে মার্কসবাদের প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করেন।

মার্কস-এঙ্গেলস যে দর্শনের সৃষ্টি করেছেন, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, তা একদিকে দর্শন এবং সাথে সাথেই এক বিজ্ঞান – আসলে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানকেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই ক্রমাগত বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে হয়। মার্কস-এঙ্গেলস-এর পর লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ – সকলেই এই দর্শনকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। এইসব মহান মার্কসবাদী নেতাদের পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও দর্শনের সামনে যেসব নূতন প্রশ্ন, সমস্যা বা বিষয় এসেছে, সেগুলোর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদী উপলব্ধিকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। সমাজবিপ্লব, বিপ্লবী জীবন, শিল্প-সাহিত্য, বিপ্লবী নীতি-

নৈতিকতা, কমিউনিস্টদের আচরণবিধি প্রভৃতি বিপ্লবের প্রয়োজনে সমস্ত বিষয়ের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষের বিচার ও শিক্ষা সর্বহারা বিপ্লবীদের জন্য অমূল্য সম্পদ।

ফলে, যখন বলা হয় কমরেড শিবদাস ঘোষ হচ্ছেন বর্তমান যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, তখন তার দ্বারা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ও শিক্ষাগুলির বিশ্বজনীন বা ইউনিভার্সাল বৈশিষ্ট্যকেই বোঝানো হয়। যার অর্থ, আজ আমাদের দেশসহ বিশ্বের যে কোনও দেশেই সঠিক পথে সর্বহারা বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রণালী থেকে শুরু করে সংগঠন পরিচালনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-সাহিত্য-দর্শন-কমিউনিস্ট সংস্কৃতি ও সংশোধনবাদী বিচ্যুতির প্রকৃত কারণ ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিক রাস্তা প্রভৃতি বিষয়ে আজকের কমিউনিস্টদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে আধুনিক ও যুগোপযোগী উপলব্ধি থাকা আবশ্যিক, তা অর্জন করতে হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও শিক্ষাকে জানতে ও বুঝতে হবে। বিশ্বের কমিউনিস্টদের চিন্তা ও শিক্ষার এই বিশ্বজনীন কার্যকারিতার জন্যই কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতায় পরিণত হয়েছেন।

আমাদের দলের জীবনেও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার অনুশীলন ও চর্চার প্রশ্নটি মূলত তিনটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

(এক) একথা ঐতিহাসকিভাবেই সত্য যে জাসদ-অভ্যন্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই মতবাদিক বিতর্ক শুরু হয়। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মাধ্যমে জাসদ নেতৃত্ব কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার সাথে পরিচিত হন এবং তাঁর চিন্তা থেকেই একটি যথার্থ বিপ্লবী দল গঠনের নীতিগত ও পদ্ধতিগত সংগ্রামের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন। জাসদের পত্রিকা 'লাল ইশতেহার' ও 'সাম্যবাদ'-এ কমরেড ঘোষের আলোচনা 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই একমাত্র সাম্যবাদী দল'-এর মূল অংশ ছাপা হয়। ওই চিন্তাকে বাস্তবে প্রয়োগ ও অনুশীলনের প্রশ্নে জাসদ নেতৃত্বের যে ঘাটতি, বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি – তাকে কেন্দ্র করেই জাসদের মধ্যে মতবাদিক সংগ্রাম চলে।

বলা দরকার যে, জাসদ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন গ্রহণ করে তা-ও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার উপর দাঁড়িয়েই। কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন, 'তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর সবার বিপ্লবের স্তর হলো জনগণতান্ত্রিক – চীনের পার্টির এই ঢালাও গাইডলাইন সঠিক নয়।' ওই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই ২৪ এপ্রিল এক আলোচনায় দেখান যে বাংলাদেশের চলমান সংগ্রাম একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। কমরেড শিবদাস ঘোষের ওই শিক্ষা – বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ, এখানে বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে এবং এখানকার বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক –কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী জাসদ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জাসদ অভ্যন্তরে তুলে ধরেন। ১৯৭৪ সালে গৃহিত জাসদের প্রথম থিসিস, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন, রণনীতি-রণকৌশল, তা কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে জাসদের তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খানের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে রচিত।

(দুই) জাসদ থেকে বাসদ গঠিত হওয়ার পর ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় আমরা দল গঠনের নীতিগত ও পদ্ধতিগত সংগ্রাম ঘোষণা করি। এর সার কথা হল শোধনবাদ-ব্যক্তিবাদ-বুর্জোয়া মানবতাবাদকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে যৌথতা গড়ে তোলার সংগ্রাম, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদের চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পত্তি ও ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে 'দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন' – এই চেতনার ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলা, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে যৌথজীবন নির্মাণ, যৌথ নেতৃত্ব ও যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার যথার্থ উপলব্ধি – এগুলো কমরেড শিবদাস ঘোষেরই শিক্ষা।

(তিন) আমাদের দলের চিন্তার ঐক্য এবং সংগ্রামের ভিত্তি হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। আজকে এই সত্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই দলের মধ্যে সংকট তৈরি হয়েছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার অতি সংক্ষিপ্ত হলেও এক সর্বাঙ্গীণ ধারণার জন্য যেগুলি অত্যন্ত জরুরি, তাও অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে রাখা হল।

দল গঠনের প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা
লেনিনীয় দল গঠনের পদ্ধতিরই বিকশিত ও সমৃদ্ধ ধারণা

১। সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী দল গঠনের লেনিনীয় ধারণাকে বিস্তৃত করে কমরেড ঘোষ দেখান যে **গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের** নীতিই হল কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের আসল প্রাণসত্ত্বা। এই গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার সংগ্রাম যেমন সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম, আবার একে চোখের মণির মত রক্ষা করার সংগ্রামও তেমনই পার্টিকে সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের হাত থেকে রক্ষা করার সংগ্রাম।

লেনিন বলেছেন, শুধু প্রতিনিধিদের একটি সভায় প্রস্তাব পাস করে বা একটা ডিক্রি জারি করে কমিউনিস্ট বিপ্লবী দল গড়া যায় না। এর জন্য আইডিয়ার ক্ষেত্রে ইউনিটি আনতে আদর্শগত সংগ্রাম অপরিহার্য। লেনিন আরও বলেছিলেন, দলের অর্গানিক ইউনিটি গড়ে উঠবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এটা হচ্ছে সর্বহারা গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মিশ্রণ। কমরেড ঘোষ দেখান যে, আদর্শগত কেন্দ্রিকতার উপর সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠলেই একমাত্র

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা দলের মধ্যে কাজ করতে পারে। এই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা, যেটা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রাণসত্তা তা গড়ে তোলার সংগ্রামটিকে সুনির্দিষ্ট করে কমরেড ঘোষ দেখান : "এই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা পার্টির অভ্যন্তরে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে কেবল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে 'ওয়ান প্রসেস অফ থিংকিং, ইউনিফর্মিটি অফ থিংকিং, ওয়াননেস ইন এপ্রোচ এবং সিঙ্গলনেস অফ পারপাস (সম-চিন্তা পদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা, সম-উদ্দেশ্যমুখিনতা) গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এ জিনিস গড়ে তুলতে পারলেই পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রোলেটারিয়ান গণতান্ত্রিক নীতি চালু হয়েছে বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই গণতন্ত্রের ধারণা ও দু'ধরণের। একটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যা ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার এবং বুর্জোয়া জীবনযাত্রা, অর্থাৎ ব্যক্তিবাদকে প্রতিফলিত করছে। আর একটা হচ্ছে সর্বহারা গণতন্ত্র যা যৌথ মালিকানা, উৎপাদন এবং বন্টনের উপর যৌথ কর্তৃত্ব এবং সর্বহারা জীবনযাত্রা অর্থাৎ যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করছে।" "এই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা যা দলের মধ্যে কার্যকরীভাবে সর্বহারা গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করে। তার ভিত্তিতে দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে উঠলেই তবে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের কাঠামোটি গড়ে উঠতে পারে।" সর্বহারা গণতন্ত্র ও সর্বহারা সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তা লেনিন বিস্তৃতভাবে দেখিয়ে যাননি। কমরেড ঘোষ লেনিনের চিন্তাকে বিস্তৃত ও উন্নত করে দেখিয়েছেন, সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন ছাড়া দলে সর্বহারা গণতন্ত্র যথার্থভাবে কাজ করতে পারে না।

২। লেনিনের শিক্ষা থেকে কমরেড ঘোষ দেখান : "বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আসলে গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এই গণতন্ত্রের চরিত্র হয়ে পড়ে 'ফর্মাল' (আনুষ্ঠানিক)। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে উৎপাদনের উপর যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রে নেতৃত্বের ধারণা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা।" কিন্তু এ **যৌথ নেতৃত্ব** বলতে কি বোঝায়? লেনিন বলেছেন, দলের সকল সদস্যের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। লেনিনের এই শিক্ষাকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে কমরেড ঘোষ দেখান : "পার্টির নেতা, কর্মী, সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের ও শ্রমিকশ্রেণী এবং জনসাধারণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্ম নিচ্ছে, সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক যুক্ত প্রত্যেকের মধ্যেই সেই চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ব্যক্তিকরণ ঘটছে। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি, এই বস্তুজগতে কোনো দুটো বিষয় (phenomenon) একেবারে হুবহু এক হতে পারে না, সেই একই কারণে পার্টির সমস্ত সভ্য ও নেতাদের সম্মিলিত সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপলব্ধি সকলের মধ্যে এক হতে পারে না। যার মধ্য দিয়ে এই যৌথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটে, তিনিই **যৌথ নেতৃত্বের বিশেষিকৃত রূপ** হিসাবে দেখা দেন। রাশিয়ান বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লেনিন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও-সেতুঙ-এর অভ্যুত্থান সেই সমস্ত পার্টিগুলিতে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষিকৃত প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।" এবং "দলের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোনো একজন নেতার মধ্য দিয়ে যখন এইভাবে সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ হয়, নেতৃত্ব বিকাশের একমাত্র সেই স্তরেই দলের অভ্যন্তরে 'গ্রুপইজম' এবং নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্বের ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে খতম করা সম্ভব এবং দলের অভ্যন্তরে এই অবস্থার উদ্ভব হলেই একমাত্র বলা চলে যে, দলটি প্রলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করতে এবং যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে।" ফলে, "এই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রামটিই হল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কাঠামোটি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে তোলার মূল সংগ্রাম।"

৩। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের বাস্তব প্রক্রিয়াকে অতি সুনির্দিষ্ট করে কমরেড ঘোষ দেখান যে দলটির সাংগঠনিক কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ দেবার পূর্বে কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু সংগ্রাম পরিচালনা করে যে **তিনটি প্রাথমিক শর্ত** পূরণ করা দরকার, তা হল : "প্রথমত, যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে জড়িত করে, একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-এর ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপনা করতে হবে।" "দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বাস্তব ও বিশেষিকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ সম-চিন্তা পদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের এই বাস্তবীকৃত ও বিশেষিকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয়, এবং যতদিন পর্যন্ত যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন সেই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষিকৃত ধারণার জন্ম না হয়, মনে রাখতে হবে, ততদিন পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেবার সময় আসেনি। কারণ, এরূপ অবস্থায় দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দিতে গেলে দলটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টির বদলে যান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয় এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে দলটি আনুষ্ঠানিক এবং ব্যুরোক্রেটিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।" তৃতীয়ত, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একদল "প্রফেশনাল রেভ্যুলিউশনারীর জন্ম দিতে হয়" – "যাঁরা হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ যারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে

নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তারা সব সময়েই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও, আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় 'সাবমিট' করতে সক্ষম। "একমাত্র এই প্রফেশনাল রেভিলিউশনারীদের মধ্য থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে, তাহলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।"

৪। কমরেড ঘোষ আরও গভীর বিচার করে দেখান, একটি কমিউনিস্ট পার্টি উপরোক্ত দল গঠনের অপরিহার্য শর্তগুলি পালন করে গড়ে উঠলেও **নেতা ও কর্মীদের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মানকে ক্রমাগত উন্নত করা**র এই বুনিয়াদি সংগ্রামকে জীবন্ত না রাখলে, যে বুর্জোয়া পরিবেশে পার্টি কাজ করে তার থেকে ব্যক্তিবাদের ঝোঁক নেতা ও কর্মীদের উপর পড়বেই। তাছাড়া দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকতার নীতি তখনই চালু থাকতে পারে যখন "পার্টি কর্মীদের মান এমন একটা ন্যূনতম উচ্চস্তরে পৌঁছেছে, যে স্তরে পৌঁছুলে সমস্ত কর্মীই, অন্তত বেশিরভাগ কর্মী তাদের চিন্তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। তত্ত্বগত বিচারের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম ক্ষমতা অর্জনের প্রধান শর্ত হচ্ছে, বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্মীদের উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্জন করা। এটা সম্ভব হলেই একমাত্র নেতাদের সাথে পার্টি কর্মীদের তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রাম যথার্থই বাস্তবে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের রূপ নিতে পারে।"

৫। লেনিন দেখিয়েছেন, একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না এবং এই জন্যই একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দলও গড়ে উঠতে পারে না। লেনিনের এই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে কমরেড ঘোষ দেখান যে : "লেনিন বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে 'একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং পলিসি বোঝাতে চাননি; তিনি **বিপ্লবী তত্ত্ব** বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেট করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমণ্ডলকেই (epistomological category) বুঝিয়েছেন। আর এ ধরনের একটি বিপ্লবী তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আধারে আদর্শগত কেন্দ্রিকতাকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জীবনের সমস্ত দিককে কেন্দ্র করে যে সংগ্রাম – তার অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে ওঠে; এবং আদর্শগত কেন্দ্রিকতা ও তার উপর সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠলেই দলটি সত্যিকারের, লেনিনের ভাষায়, 'মনোলিথিক' চরিত্র অর্জন করে অতি শক্তিশালী পার্টিতে পরিণত হতে পারে।" যারা থিয়োরি বলতে শুধু পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক থিয়োরি মনে করত, তাদের বিভ্রান্তি দেখিয়ে শিবদাস ঘোষ বললেন, মার্কসবাদকে জীবনসংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ না করলে যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করা যাবে না।

৬। শিবদাস ঘোষের ভাষায়, নেতৃত্বের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির সমস্যা মোকাবেলা করতে "... প্রয়োজন হচ্ছে, constant common association, constant common discussion and constant common activity মধ্যে নেতারা পার্টি কমরেডদের সাথে নিজেদের জীবনকে এমন করে যুক্ত করবেন, যাতে তার মধ্য দিয়ে কমরেডরা তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি সমস্যার উত্তর পায়, এবং কমিউনিস্ট রুচি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার সংগ্রামটা শক্তিশালী হয়।" [চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম ও দশম কংগ্রেস]

৭। **কমিউনিস্টদের আচরণবিধি**র ওপর পূর্বেকার মার্কসবাদী চিন্তানায়করা আলোচনা করেছেন। তার ভিত্তিতেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এ সংক্রান্ত ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের ভিত্তি হিসেবে তিনি যে ব্যক্তিসম্পত্তিবোধ মুক্ত মানসিকতার কথা বলেছেন, তার ওপর দাঁড়িয়েই কমিউনিস্ট কোড অব কনডাক্ট সংক্রান্ত তাঁর চিন্তা ও ব্যাখ্যা মার্কসবাদের ভাণ্ডারে নতুন অবদান, যার ভিত্তিতে তিনি বলেছেন, সমালোচনাকেও খুশি মনে মানতে হবে, গরিষ্ঠের মতামতকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

৮। ইতিপূর্বে উন্নত **কমিউনিস্ট চরিত্র** বলতে বোঝানো হত, বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তিস্বার্থ গৌণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, এটা বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট চরিত্রের ধারণা, এটা বিপ্লব পরবর্তী সমাজে কাজ করবে না। চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের এই সময়ে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বেও কমিউনিস্ট চরিত্রের এই মান দিয়ে হবে না। এই অবস্থায় তিনি দেখালেন, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে আজকের যুগে কমিউনিস্ট চরিত্রের উন্নত মান অর্জনের জন্য এবং বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগ করাই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেণী, দল ও বিপ্লবের সাথে একাত্ম হতে হবে।

৯। কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট আন্দোলনে **উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিক মান** অর্জনের প্রশ্নে বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন : ".. যেকোন যুগে যেকোন বিপ্লবী তত্ত্ব ও মতাদর্শের আসল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্তা নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে। সেইরূপ বুর্জোয়া বিপ্লব ও পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের সর্বোচ্চ স্তরের মানবতাবাদী সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণার চেয়েও উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিক মান অর্জন করার মধ্যেই যে নিহিত রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের মূল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্ত্বা, ...।" "... মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও – সমস্ত নেতারই বক্তব্য অনুধাবন করলে জানা যায় যে, উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করতে না পারলে সঠিকভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাই অর্জন করা যায় না।"

তিনি বিষয়টি নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন বলেন : "...একদল নেতা আছেন যাঁরা, কর্মীদের চেতনার মান যেহেতু খুব উঁচু স্তরে, খুব সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা অর্জনের স্তরে উঠতে সময় লাগে, সেহেতু তাঁদের চেতনার নিম্নমানের সুযোগে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ-এর দোহাই পেড়ে এবং মোটামুটিভাবে বিপ্লবের তত্ত্ব এবং গরম গরম বুলি আউড়ে এবং সময়ে সময়ে কিছু মারমুখী লড়াই পরিচালনা করে কর্মী ও জনসাধারণকে বোঝাতে চান, পার্টির রণনীতিটা এবং বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে বিশ্লেষণটা ঠিক হলেই নাকি পার্টিটা ঠিক হয়ে যাবে। তারপর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নেতাদের আচরণ যাই হোক্ না কেন; শিল্প, সাহিত্য, রুচি, নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক না কেন এবং প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রে যত নিম্নতম সাংস্কৃতিক ও রুচিগত মানই তাঁরা প্রতিফলিত করুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না! তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কে অর্থাৎ রাজনীতি সম্পর্কে ধারণাটা শুধুমাত্র মার্কসবাদসম্মত হলেই চলবে আর ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্ষেত্রে যদি নেতা ও কর্মীরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির দাসই থেকে যান, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ... একদল নেতা এই বিপ্লবী তত্ত্বটা ঠিক হলেই, বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ ঠিক হলেই পার্টিটা ঠিক হয়ে গেল এবং তার দ্বারাই বিপ্লব হয়ে যাবে – এই কথা বলে কর্মী ও নেতাদের সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা সব বিপ্লবের আগে সেই বিশেষ বিপ্লবের পরিপূরক অর্থে প্রথমে করা প্রয়োজন, সেই গুরুদায়িত্বকে এড়িয়ে যান এবং নিজেরাও সেই অনুযায়ী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাস, আচরণ ও সংস্কৃতিগত দিকটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন না। অথচ লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, cultural revolution precedes technical revolution, অর্থাৎ সংস্কৃতিগত বিপ্লব শুরু হবার পরই রাষ্ট্র দখলের বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। তাই যে কোন সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই জানেন যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মসূচির 'ইন্টিগ্রেশন' (সংযোজন) ছাড়া কোন দেশের বিপ্লব সফল করা সম্ভব নয়।" [কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল]

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন
ও আধুনিক সংশোধনবাদ প্রসঙ্গে

১০। কমিউনিস্ট লীগ অফ যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোকে কমিনফরম থেকে বহিষ্কারের পটভূমিতে **'সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা'** নামক আলোচনায় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের যান্ত্রিক চিন্তা ও সংগঠন পদ্ধতির প্রতি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৪৮ সালেই (অর্থাৎ স্ট্যালিনের জীবিতাবস্থাতেই) বলেন : "... মতাদর্শগত ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অমার্কসীয় যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যা রয়েছে, তা যদি সময় মত ঠিকভাবে সমাধান না করা হয়, তাহলে বিশ্ব ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না, যখন মানুষ দেখবে যে, বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও কমিউনিস্টরা, নিজেদের মধ্যে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বসাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে যাবার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি দ্বন্দ্ব-কলহে এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহেও লিপ্ত হয়ে পড়েছে।" এই হুঁশিয়ারী ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়।

১১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির **বিংশতি কংগ্রেসের রিপোর্ট** (১৯৫৬)-কে যখন চীনসহ বিশ্বের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি 'পথ আলোকিত করবে' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিল তখন একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ রিপোর্টটিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে পঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছিলেন, "রিপোর্টের ত্রুটিগুলি যদি সময় থাকতে দূর না করা হয়, তবে এটি শোধনবাদের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দেবে।" কমরেড ঘোষের এ বিশ্লেষণ ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই সত্য বলে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়। এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও তার পুরনো বিচার সংশোধন করে।

১২। বর্তমান যুগের চরিত্র সম্বন্ধে লেনিনীয় বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে তিনি দেখিয়েছেন, এ-যুগ হল সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। কিন্তু স্ট্যালিন পরবর্তীকালে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির নূতন ব্যাখ্যা করে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এ যুগকে 'সাম্রাজ্যবাদের ভাঙনের যুগ', সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আরও অগ্রগতি ও বিকাশের যুগ বলে বর্ণনা করে এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই নূতন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্য্যতা সম্পর্কিত লেনিনের সিদ্ধান্ত অকার্য্যকরী হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশ কিছু দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া সম্ভব; এমনকি পার্লামেন্টকে জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব। সোভিয়েত নেতৃত্বের এই বিশ্লেষণের দ্বারা বিশ্বের, বিশেষ করে ইউরোপের বহু কমিউনিস্ট পার্টিই প্রভাবিত হয় এবং শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের অন্ধ মোহে পার্লামেন্টারি রাজনীতির শিকার হয়ে পড়ে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ **যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির লেনিনীয় বিশ্লেষণ** করে দেখান যে, যুদ্ধোত্তর কালে রাশিয়া এবং চীনের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিসহ ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, কিউবা প্রভৃতির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবির গড়ে ওঠা ও তার দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ক্রমবর্ধমান বাজার সংকটে দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলেও গুণগত পরিবর্তন হয়নি। এই পরিবর্তনের বিশেষত্ব এই যে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী কালে

যখন সাম্রাজ্যবাদীরাই যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্নে একমাত্র নিয়ামক শক্তি ছিল, এখন আর সে অবস্থা নেই; এখন সাম্যবাদী শান্তিশিবির সাম্রাজ্যবাদীদের উপর শান্তি চাপিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু এ-কথার অর্থ এই নয় যে, এই পরিস্থিতিতে লেনিন নির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদী যুগের যুদ্ধের অনিবার্য্যতার নিয়ম কার্য্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদ যতক্ষণ টিকে থাকছে সে তার মূল চরিত্র নিয়েই টিকে থাকবে। ফলে যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, যুদ্ধের সম্ভাবনাও ততদিন থাকবে। যুদ্ধ হবে কি হবে না তা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। তিনি বলেছেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বাধাবার সম্ভাবনাও যেমন বাস্তব, তেমনই তাদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেবার সম্ভাবনাও ততখানি বাস্তব।" তিনি আরও দেখান – যুদ্ধোত্তর কালে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সংকট তীব্রতর হওয়ায়, বাজার সংকটের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশই বাজারে কৃত্রিম তেজীভাব সৃষ্টি করার জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যতই অর্থনীতির সামরিকীকরণ হচ্ছে ততই যুদ্ধ-পরিস্থিতি গড়ে উঠছে। এই অবস্থায় যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই বলে প্রচার করলে যুদ্ধ পরিস্থিতি বাস্তব হয়ে দেখা দেবে।

তিনি আরও দেখিয়েছেন, সোভিয়েত নেতৃত্বের এই শোধনবাদী, অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণের ফলে তারা 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর নীতি – যার বিপ্লবী তাৎপর্য হল যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরীভাবে রোখা, তার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের (peaceful capitulation) নীতি অনুসরণ করছে, যে পথ যুদ্ধের সম্ভাবনাকেই ত্বরান্বিত করে।

১৩। কমরেড ঘোষ আরও দেখান যে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে – এ অবস্থায় তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা যুদ্ধ বাধাতে পারে না – এ কথার অর্থ এই নয় যে তাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম শুরু করলে তাকে রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র শক্তি দিয়ে দমনের চেষ্টা না করে, শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দেবে। তাদের এত দুর্বল মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে। তিনি দেখান, পূর্বের থেকে দুর্বল হলেও সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক শক্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনাই বর্তমানে নেই। যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, কোনো দেশের বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হবে, তাহলেও বুর্জোয়া শাসনের অন্যতম অঙ্গ পার্লামেন্টকে শোষিতশ্রেণীর 'ইচ্ছার যন্ত্রে' পরিণত করে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা ঐতিহাসিকভাবেই সম্ভব নয়। তিনি দেখান, ক্রুশ্চেভের এই ধরনের শোধনবাদী তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে আদর্শগত ক্ষেত্রে নিরস্ত্র করে প্রতিবিপ্লবের জমি তৈরি করবে।

১৪। ৫০-এর দশকে এশিয়া-আফ্রিকায় **নয়াস্বাধীনতাপ্রাপ্ত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলির অভ্যুত্থান**কে তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত করেন এবং লেনিন বর্ণিত বর্তমান যুগের মূল ৪টি দ্বন্দ্বের সাথে এইসব নয়াস্বাধীনতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দেশগুলির একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্ব এবং অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ঘটনাকে পঞ্চম দ্বন্দ্ব হিসেবে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেন। একইসাথে তিনি দেখান নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলি যখন শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার কথা বলে, সেটা তারা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের আশু প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই বলে। এই অবস্থানকে কাজে লাগানোর সাথে সাথে এদের শান্তিনীতির সাথে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শান্তিনীতির পার্থক্য এবং এসব দেশের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ঝোঁককে আদর্শগতভাবে উন্মোচন করতে হবে কমিউনিস্টদের।

১৫। সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার পর বহু প্রকারের সংশোধনবাদী নীতি ও কার্যক্রমের দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। লেনিনীয় শিক্ষার আধারেই স্ট্যালিন সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সাথে স্ট্যালিনের নাম এমনভাবে জড়িত হয়ে আছে যে স্ট্যালিনের নামকে মসীলিপ্ত না করে সমাজবাদ থেকে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই উদ্দেশ্যেই ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব বিংশতিতম কংগ্রেসে স্ট্যালিনের সমালোচনার নামে স্ট্যালিন-বিরোধী অপপ্রচার শুরু করে। দ্বাবিংশ কংগ্রেসে তা আরও তীব্র করা হয়। তাঁর রচনাবলী নিষিদ্ধ করা হয়, তাঁর স্মৃতিবিজড়িত শহর, পার্ক, রাস্তা, যৌথখামার এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠান, যেখানেই তাঁর নাম ছিল, সেগুলির নাম বদলে দেওয়া হয়। তাঁর প্রতিকৃতি এবং মূর্তিগুলি সরিয়ে ফেলা হয় এবং লেনিন-স্ট্যালিন মুসোলিয়াম থেকে তাঁর মরদেহটি অপসারিত করা হয়। এইসব নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন পার্টির মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দেয় – এমনকি সোভিয়েত নেতৃত্বের এই স্ট্যালিন-বিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে আলবেনীয়ার সাথে মতভেদ এতদূর পর্যন্ত যায় যে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্কই ছিন্ন হয়।

এই পরিস্থিতিতে কমরেড ঘোষ ক্রুশ্চেভকে এক খোলা চিঠি লেখেন। তাতে তিনি কতকগুলি প্রশ্ন তোলেন যাতে কোনো অথরিটিকে বিচার করার পদ্ধতি এবং তার মূল্যায়নের আধার কি কি হবে, শুধু তাই তুলে ধরেন নি, অথরিটি সম্পর্কিত ধারণা-সহ ব্যক্তিপূজার মূল কারণ কি ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন এবং এসকল বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা কি তাও উপস্থিত করেন।

প্রথমত তিনি দেখান, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিনের যে বিশেষ মূল্যায়ন করছে এবং স্ট্যালিন সম্পর্কে যে-সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, সে ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বাস্তবে যে মতপার্থক্য রয়েছে তাকে অস্বীকার করলে নিশ্চিতভাবে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনেরই ক্ষতি করা হবে : "... আমরা মনে করি বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশ্নগুলিকে বিশদভাবে খুঁটিয়ে বিচার করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ব্যাপক জনগণকে জড়িত করে প্রকাশ্য মতাদর্শগত আলাপ-

আলোচনার মাধ্যমেই তা হওয়া দরকার। কারণ এধরনের প্রকাশ্য মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যে মতবিরোধ তা দূর হতে পারে। ... শ্রমিকশ্রেণী এবং ব্যাপক জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার এই হল লেনিন নির্দেশিত পথ। ... আবার শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পথও এটাই।"

এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কমরেড ঘোষ বিশ্বের কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : "তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তথ্যকে সঠিক ভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছুনো আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একই রকম তথ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা এবং কমিউনিস্টরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়, কারণ যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তারা একই তথ্য বিচার করেন – সেই দৃষ্টিভঙ্গীই ভিন্ন।"

তিনি ওই চিঠিতে বলেন : "দুঃখের সঙ্গে হলেও এ কথা আমরা বলতে বাধ্য যে দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ যে সব তথ্য পেশ করেছেন, তা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তা ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক। ... যদি একই তথ্য সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মধ্যে সিদ্ধান্তটা ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে তথ্যগুলি যাচাই করা এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সেই তথ্যগুলিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামে পেশ করাটা তো আরও বেশি প্রয়োজন।"

তিনি অতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন : "তাছাড়া, তিনি (স্ট্যালিন) ছিলেন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা ও শিক্ষক। সুতরাং স্ট্যালিনের মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নই কেবল মাত্র সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির একার বিষয় হতে পারে না। সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছেই এর গুরুত্ব সমধিক।"

কমরেড ঘোষ দেখান, ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে ক্রুশ্চেভ কার্যত ব্যক্তি স্ট্যালিনকে মসীলিপ্ত করারই চেষ্টা করছে। এর প্রমাণ হল যে, যে বাস্তব পরিস্থিতির থেকে ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠে সেগুলি দূর করার জন্য কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সোভিয়েত পার্টি নেতৃত্ব স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছে।

ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার কারণগুলি সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে কমরেড ঘোষ দেখান : "যদি অথরিটি সম্পর্কে অন্ধ ধারণা থাকে, যদি পার্টি বডিগুলির বাকি সভ্যদের সঙ্গে নেতৃত্বের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক না থাকে, যদি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রীকতার চর্চা চলতে থাকে, যদি ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ দলের অভ্যন্তরে থেকেই যায়, তাহলে যতই 'গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে পার্টিবডিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ' করা হোক না কেন ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার এই অনুকূল পরিবেশ থাকছে বলেই ব্যক্তিপূজাও জঘন্যরূপে টিকে থাকবে।"

তিনি আরও বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখান : "... ব্যক্তিপূজার সমস্যা নিছক কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটা সমস্যা নয়। গুরুবাদ (অথরিটারিয়ানিজম) গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ যদি থাকে তবে একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, একটি কমিটিকে কেন্দ্র করেও আরও অনেক সূক্ষ্মভাবে ব্যক্তিপূজার চর্চা চলতে পারে। সুতরাং যদি ব্যক্তিপূজাকে নির্মূল করতে হয় এর বিষময় প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হয়, তাহলে তার একমাত্র পথ হল, অথরিটি সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণাকে চিরতরে দূর করা এবং তার পরিবর্তে অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি গড়ে তোলা। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে যে কেন্দ্রীকতা তার চর্চা পরিত্যাগ করে যথার্থই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এবং এর জন্য কমরেডদের আদর্শগত চেতনার মানকে এমন স্তরে উন্নীত করা যাতে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আলোচনা করতে তারা সক্ষম হয়।"

"দুঃখের বিষয়, যে পরিবেশ ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার ও তা বাড়তে দেওয়ার অনুকূলে কাজ করছে সেই পরিবেশটিকে দূর করার বদলে ক্রুশ্চেভ নিজে এবং সিপিএসইউ-র অন্যান্য নেতারা ব্যক্তি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।"

এই প্রসঙ্গে কমরেড ঘোষ মার্কসবাদের দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন। প্রথমটি হল অথরিটি সম্পর্কিত মার্কসবাদী ধারণা। তিনি দেখান : "মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অথরিটির ধারণা কাজ করে – এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত এই অথরিটির ধারণার সাথে গুরুবাদের বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই; গুরুবাদের ভিত্তি হল নেতৃত্বের সাথে সংগ্রাম বিবর্জিত, অন্ধ আনুগত্য; গুরুবাদ মনে করে, অথরিটি কখনো ভুল করতে পারে না; অথরিটি সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ অথরিটিকে শেষপর্যন্ত একেবারে দেবতা বানিয়ে ফেলে। অথরিটি সম্পর্কে এই যে যুক্তিহীন অন্ধ ধারণা এর সঙ্গে অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণাকে কোনোমতেই এক করে দেখা চলে না। অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ধারণা নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াকে বাদ তো দেয়ই না, বরং এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়াকে আবশ্যিক পূর্ব-শর্ত বলে মনে করে। এই দ্বন্দ্ব বিরোধাত্মক চরিত্রের নয়, অথরিটির সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য হল, অথরিটির সাথে ঐক্যকে সুদৃঢ় করা এবং অথরিটিকেই আরও সুদৃঢ় করা।"

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তিনি স্ট্যালিনের মূল্যায়নের প্রশ্নে তুলে ধরেছেন তাহল, স্ট্যালিনের মতো মহান মার্কসবাদী নেতার বা যে-কোনো কমিউনিস্টের মূল্যায়ন হবে কোন মানদণ্ডে।

কমরেড ঘোষ দেখান : "... চরিত্রে এবং বৈশিষ্ট্যে, উভয় দিক থেকেই কমিউনিস্ট মূল্যবোধ মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। মানব সমাজের ইতিহাসে মানবতাবাদই শেষ কথা নয়। শোষণমূলক বুর্জোয়া ব্যবস্থা যতদূর উন্নত চিন্তাধারা জন্ম দিতে পারে মানবতাবাদই নিঃসন্দেহে তার মধ্যে প্রাণবন্ত। কিন্তু সমাজের অগ্রগতি এখানে এসেই থেমে যায়নি, আর সেই কারণেই মূল্যবোধের দিক থেকে মানবতাবাদ মানবসমাজের সর্বোচ্চ মানকে প্রতিফলিত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে,

মানবতাবাদের যেখানে শেষ সেখান থেকেই কমিউনিজমের শুরু। মানবতাবাদী মূল্যবোধের সমস্ত নির্যাস নিঙড়ে নিয়ে, মানবতাবাদের অবলুপ্তির পথেই কমিউনিস্ট মূল্যবোধের জন্ম এবং বিকাশ। স্ট্যালিনের চরিত্রের বহুদিক যেগুলো মানবতাবাদী মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করলে নেতিবাচক দিক বলে মনে হবে, একমাত্র কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সঠিক উপলব্ধির আধারেই সেইসব দিকগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব।"

এই চিঠিতে তিনি অতি গুরুত্ব দিয়ে দেখান যে : "একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর পূর্বসূরী মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতো, স্ট্যালিনও মার্কসবাদের একজন অথরিটি। তাই স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার অনিবার্য্য পরিণাম হল তাঁর অথরিটিকে অস্বীকার করা; যার অর্থ লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি – যেটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আজকের দিনের সঠিক উপলব্ধি – তাকেই অস্বীকার করা। স্ট্যালিনের অথরিটিকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করতে ট্রটস্কিবাদী এবং বুখারিনপন্থীদের বিরুদ্ধে যে নিরলস সংগ্রাম স্ট্যালিন পরিচালনা করেছিলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সেই অধ্যায় মসীলিপ্ত, তমসাচ্ছন্ন থেকে যাবে, তার ফলে সুদৃঢ় আদর্শগত প্রত্যয় গড়ে তোলার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে। এর দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানীর রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক কথায়, এর দ্বারা মহান লেনিন তথা লেনিনবাদের মর্যাদাকেই কার্য্যত ভূলুণ্ঠিত করা হবে।"

কমরেড ঘোষ সুনির্দিষ্টভাবে দেখান : "... আমাদের পার্টি দেখিয়েছে, ত্রুটি যতটুকু হয়েছে তা তাঁর সামগ্রিক সাফল্যের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। ফলে স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার কোনো সুযোগ নেই। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী অনুসরণীয় কমিউনিস্ট চরিত্র হিসাবে তিনি এখনও অবস্থান করছেন। তিনি এখনও আমাদের শিক্ষক এবং নেতা।" [চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট মিলিটারি হস্তক্ষেপ : রাশিয়ায় সংশোধনবাদের বিকাশ ও পুঁজিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে]

১৬। শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ চক্র পার্টি ও রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার পর থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার একদল অর্থনীতিবিদ স্ট্যালিন তাঁর বিখ্যাত **'ইকনমিক প্রবলেম্‌স অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর'**-এ যে বিশ্লেষণাত্মক সূত্রগুলি রেখে যান সেগুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেন। তাঁদের মতে, সেগুলি ছিল 'সম্পূর্ণ ভ্রান্ত'। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্ভূত কয়েকটি অর্থনৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে' সংক্রান্ত লেখাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্ট্যালিনের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে শোধনবাদী বিকৃতির রূপটি ধরিয়ে দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন স্ট্যালিনের অথরিটিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই এইসব লেখক কলম ধরেছেন।

১৭। আধুনিক সংশোধনবাদ, যা শেষ পর্যন্ত এতবড় সর্বনাশ করলো যে অজস্র মানুষের আত্মদানের মধ্য দিয়ে রাশিয়া থেকে শুরু করে চীন সহ যে-সকল দেশে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (উত্তর কোরিয়া এবং কিউবা বাদে) তার সবই প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল, সেই সংশোধনবাদ আজ সবদেশের সর্বহারা বিপ্লবের সামনে প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। একে পরাস্ত না করে আজ কোনো দেশেই সর্বহারা বিপ্লব সফল করা তো দূরের কথা, গড়ে তোলাই সম্ভব নয়। তাই আধুনিক সংশোধনবাদকে পরাস্ত করতে – এর গড়ে ওঠার কারণ থেকে একে পরাস্ত করার উপায়টি জানতে হবে। আর কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার মধ্য দিয়েই কেবল এর যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

সংশোধনবাদী বিচ্যুতির কারণ হিসাবে কমরেড ঘোষ ব্যক্তিবাদ ও চেতনার নিচু মানকে দায়ী করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, লেনিন পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার, বুর্জোয়াদের নতুন আদর্শগত আক্রমণ এবং ক্ষয়িষ্ণু মানবতাবাদের ও ব্যক্তিবাদের সংকটজনিত প্রশ্নগুলি নিয়ে মার্কসবাদী আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত অগ্রগতি না হওয়ায় সাম্যবাদী আন্দোলনে চেতনা ও সংস্কৃতির মান অনুন্নত থেকে যায় যা যান্ত্রিকতা তৈরি করেছে এবং সংশোধনবাদী বিচ্যুতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন যে মুখ্যত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের বৃদ্ধির ফলেই উদারবাদের (liberalism) পথ বেয়ে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে আধুনিক সংশোধনবাদের জন্ম। কিন্তু সমাজতন্ত্রে, যেখানে ব্যক্তিবাদের ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবার কথা, সেখানে ব্যক্তিবাদ এমন বিকট রূপে গড়ে উঠলো কি করে সেটা ব্যাখ্যা করে কমরেড ঘোষ দেখান যে, "সমাজের মানসিকতায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েটে পুঁজিবাদের বীজ ছিল। কিন্তু অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের উপাদান থাকার জন্যই ওখানে শোধনবাদ এসে গেছে বিষয়টা এরকম নয়।"

তিনি দেখান যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের দ্রুত বিকাশের ফলে জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে। কিন্তু তার সাথে সঙ্গতি রেখে চেতনার মানের অগ্রগতির সংগ্রামটা তার পরিপূরকভাবে না হলে তা ধীরে ধীরে নামতে থাকে। আর চেতনার মান যত নামতে থাকে, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের যে বীজগুলি আছে এবং তারই উপরিকাঠামো হিসাবে সমাজজীবনে, এমনকি কমিউনিস্টদের মধ্যেও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে মানসিক কাঠামোতে যে বীজ লুক্কায়িত হয়ে আছে তা বাড়তে থাকে।"

তিনি আরও সহজ করে দেখান : "এই যে ব্যক্তিতন্ত্রের প্রভাব, ব্যক্তিবাদের মনোভাব সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে বাড়ে, সেটা ঠিক বুর্জোয়া সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা না হলেও তা ব্যক্তিবাদ নিশ্চয়ই।" সাম্যবাদী বুকনির আড়ালে এই ব্যক্তিবাদকে কমরেড ঘোষ **সোস্যালিস্ট ইনডিভিজুয়ালিজম** নামে আখ্যা দিয়েছেন।

স্ট্যালিনের আমলেও এই ব্যক্তিবাদী চিন্তা সমাজজীবনে ছিল। কিন্তু তা প্রধান হয়ে সামনে আসতে পারে নি, কারণ তখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদী আদর্শের প্রভাব এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনের পরিবেশের মধ্যে এটা স্তিমিত হয়েছিল। কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এসে ব্যক্তিপূজা নির্মূল করার নামে স্ট্যালিনের অথরিটির ধারণাকেই নস্যাৎ করে দেওয়ায় ব্যক্তিবাদের বেড়ে ওঠার দরজা খুলে যায়। সাথে সাথে উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির অতি আগ্রহে শ্রমিকদের উৎপাদন বাড়াতে প্রণোদিত করার জন্য অর্থ বা সুবিধা (material incentive) দেওয়ার নীতি প্রবর্তন করে। এর ফলে শুধু ব্যক্তিবাদই নয়, শ্রমিকদের মধ্যে সুবিধাবাদী মানসিকতাও সৃষ্টি হতে থাকে। একই সাথে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সমস্ত জনসাধারণের রাষ্ট্র, (ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেতারিয়েত) সর্বহারার একনায়কত্বের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়েছে ইত্যাদি শোধনবাদী তত্ত্বের প্রচারের দ্বারা শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তাকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্য দিয়ে এক অতি উদার পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে পরিবেশে ব্যক্তিবাদের অবাধ বিকাশের দরজা খুলে যায়।

কমরেড ঘোষ দেখান : "আজ পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সংকটের যুগে ব্যক্তিমালিকানা উৎপাদনের এবং উৎপাদনের শক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে, সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণাগুলি চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং আত্মসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছে, ব্যক্তিকে ক্রমাগত সমাজ সম্পর্কে উদাসীন করে তুলছে। আজ ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে একমাত্র সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সমাজের উৎপাদন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব।"

"এই অবস্থায় ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণা এবং ব্যক্তি স্বার্থ বোধ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের সাথে নিজেকে একাত্ম করে দেওয়ার সংগ্রামই যে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তির মুক্তি অর্জনের যথার্থ সংগ্রাম এটাই মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি।"

মার্কসবাদের এই অত্যন্ত জরুরি অথচ জটিল বিষয়টিকে আরও প্রাঞ্জলভাবে তিনি দেখান : "আজকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রামটা শুধু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য সামাজিক দমন পীড়নের যে অবশিষ্টটুকু আছে, তার সমাধানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাকে সমাধান করে দিতে হবে। এটা সমাধান করতে হলে সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তি স্বার্থের বিরোধাত্মক চরিত্রটিকে মিলনাত্মক চরিত্রে পরিবর্তিত করে দিতে হবে। তার মানে, সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তি স্বার্থকে বিলীন করে দেওয়ার সংগ্রামটা শুরু করতে হবে। সেই সংগ্রামের মধ্যেই সামাজিক বিরোধ এবং দমন-পীড়ন থেকে ব্যক্তির মুক্তি নিহিত রয়েছে। মানুষের উপর মানুষের চাপানো যে দমন-পীড়ন, যা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সমাজ পরিবর্তনের নিয়মের পরিণতিতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পথেই সেই দমন-পীড়নের হাত থেকে মুক্তির উপায় নিহিত রয়েছে।" [চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট মিলিটারি হস্তক্ষেপ : রাশিয়ায় সংশোধনবাদের বিকাশ ও পুঁজিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে]

১৮। কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন : **ব্যক্তিবাদ** আজ শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশেরই নয়, বিশ্বের সর্বত্রই সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। আজ মরণাপন্ন পুঁজিবাদের যুগে ব্যক্তিবাদ যখন কলুষিত, তখন ব্যক্তিবাদকে বিলুপ্ত না করে ব্যক্তির বিকাশ যেমন সম্ভব নয়, তেমনই ব্যক্তিবাদকে পরাস্ত না করে সত্যিকার কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করাও সম্ভব নয়, দলের সংহতি রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাই পার্টি এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের জন্য ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনা করা অপরিহার্য্য। তিনি দেখান এই আন্দোলন একটি অতি জটিল সংগ্রাম। অনেকেই মনে করেন যে ব্যক্তি সম্পত্তি থেকে যেহেতু ব্যক্তিবাদের জন্ম, তখন ব্যক্তি সম্পত্তি ত্যাগ করেই ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি সম্পত্তি ত্যাগ করা কমিউনিস্টদের জন্য একটি প্রাথমিক সংগ্রাম, কিন্তু ব্যক্তি সম্পত্তি ত্যাগ করেই ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যক্তিসম্পত্তি থেকে যে ব্যক্তিসম্পত্তি বোধ (private property mental complex)-এর সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তিসম্পত্তি বোধ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামই ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রকৃত সংগ্রাম। আর এটা সম্ভব হলেই ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের মিলন সম্ভব। আর এই সংগ্রামই সংশোধনবাদের বিরুদ্ধেও প্রকৃত সংগ্রাম।

১৯। চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে পূর্ণ সমর্থন এবং অভিনন্দন জানিয়েও কমরেড ঘোষ বলেছিলেন, এই বিপ্লব সাময়িক সাফল্য অর্জন করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনবাদী বিচ্যুতির মূল কারণ তত্ত্বগতভাবে তাঁরা ধরতে না পারছে, মানবতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যুগোপযোগী উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির কনসেপ্ট ধরতে না পারছে, এবং তার ভিত্তিতে দলের কর্মী ও জনগণকে শিক্ষিত না করে তুলছে, যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণা কাটাতে না পারছে এবং মাও সে তুং-এর বৈপ্লবিক চিন্তাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরও বিকাশ ঘটাতে না পারছে ততক্ষণ বারবার সংশোধনবাদ ও পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ আসবে।

২০। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াও উপস্থাপিত রিপোর্ট ও সংবিধানে বহু তত্ত্বগত অসঙ্গতি দেখা যায়। যৎসামান্য তথ্য যা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলিকে সম্ভাব্যতার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করে কমরেড ঘোষ যে পর্যালোচনা করেন, পরবর্তী কালে ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সেই মূল্যায়নকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে। দশম কংগ্রেসে চৌ এন লাই-এর রিপোর্টের ওপর আলোচনা করে তিনি দেখান এই রিপোর্ট নবম কংগ্রেসের অনেক ত্রুটি, তত্ত্বগত বিভ্রান্তি, স্ববিরোধিতা কাটাতে সাহায্য করেছে এবং

বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরেছে। কিন্তু একইসাথে তিনি বলেন, সংশোধনবাদের বিপদকে প্রতিহত করতে হলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি সম্পর্কে সঠিক তত্ত্বগত উপলব্ধি দরকার, তা এখনো তারা ধরতে পারেননি। নবম-দশম কংগ্রেসের আলোচনাতেই – দলের অভ্যন্তরে দুই লাইনের সংগ্রাম, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি প্রশ্নে চীনের পার্টির বিশ্লেষণে যে সমস্ত তত্ত্বগত ভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে কমরেড ঘোষ মূল্যবান বিশ্লেষণ রাখেন।

২১। তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর সবার **বিপ্লবের স্তর হলো জনগণতান্ত্রিক – চীনের পার্টির এই ঢালাও গাইডলাইন** সঠিক নয় কমরেড ঘোষ তা দেখালেন। তিনি বলেছিলেন, এর ফলে চীনের পার্টির বক্তব্যে বহু তত্ত্বগত অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন - তারা ভারতের শাসকদের পঞ্চশীল নীতি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার প্রশংসা করছেন, অথচ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার।

২২। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার নামে বিংশতি কংগ্রেসের পর **১২ পার্টির ও ৮১ পার্টির দলিলে** যেভাবে চীনের পার্টি সংশোধনবাদী লাইনের সাথে সমঝোতা করেছিল, তারও তিনি সমালোচনা করেছিলেন।

মার্কসীয় দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের স্রষ্টা মার্কস এবং এঙ্গেলস। এরপর যেমন লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও সেতুঙ এই দর্শনকে তাঁদের বিচার দিয়ে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনই কমরেড শিবদাস ঘোষও লেনিন পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের কিছু নূতন আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়তার তত্ত্ব' নিয়ে 'কার্যকারণ সম্পর্ক', 'নির্ধারণবাদ' (Determinism), 'প্লুরালিটি অফ কজেস' – ইত্যাদি প্রশ্নে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বাস্তবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কেই সংশয় সৃষ্টি করছিল, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিচারধারায় এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেন। লেনিন পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও দর্শনে যেসব নতুন প্রশ্ন, সমস্যা বা বিষয় এসেছে, তার স্বরূপ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদের উপলব্ধিকে উন্নত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

২৩। মাইক্রো বডির গতির ক্ষেত্রে অবস্থান এবং গতিবেগ একই সময়ে নির্ধারণ করা যায় না, দুটোকেই আলাদাভাবে নির্ধারণ করা যায় – হাইজেনবার্গের এই আবিষ্কারকে **'অনিশ্চয়তা তত্ত্ব'** নাম দিয়ে একটা ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, বস্তুজগতে যেন কোনও ল' বা নিয়ম কাজ করছে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব ব্যাপারটা এমন নয় যে, সব নিয়মের বাইরে এটা পুরোপুরি নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে অবস্থান ও গতিবেগ একই সময়ে নির্ধারণ করতে না পারলেও আলাদাভাবে দুটোকেই নির্ধারণ করা যাচ্ছে। সুতরাং ওই দুটি অবস্থার মধ্যে ল' কাজ করছে। ফলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মাইক্রো বস্তুর ক্ষেত্রে কোনও ল কাজ করে না। [জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে]

২৪। 'সম্ভাব্যতার তত্ত্ব' বা 'ল অব প্রোব্যাবিলিটি' আবিষ্কারের পর একদল বিজ্ঞানী ও দার্শনিক 'নির্ধারণবাদ' বা 'ডিটারমিনিজম' সংক্রান্ত ধারণাকে ভুল বলে আক্রমণ করে বলেন, 'নির্ধারণবাদ', 'কার্যকারণ সম্পর্ক' (ল অব কজালিটি) প্রভৃতি সবই ভুল। এদের জবাব দিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, এই 'ল অব প্রোব্যাবিলিটি' নির্ধারণবাদকে পূর্ব-নির্ধারণবাদের নিয়তিবাদী ধারণা থেকে মুক্ত করেছে। বড় বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার নিয়ম প্রয়োগ করে তার গন্তব্য নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে গন্তব্যের সম্ভাব্যতা বা প্রোব্যাবিলিটির ক্ষেত্রে এক্সটারনাল ফ্যাক্টরস বেশি কাজ করে বলে তার গন্তব্য নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা না ও যেতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে সেটা তৎক্ষণাৎ অনির্ধারণযোগ্য বা ইনডিটারমিনিজম হয়ে গেল। সেখানেও ল' কাজ করে, ফলে ডিটারমিনিজমও কাজ করে। [ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য; জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে]

২৫। প্লুরালিটি অব কজেস – বিশ্বজগৎ একটি বস্তু নয়। অসংখ্য বস্তু মিলিয়েই বস্তুজগৎ বা বিশ্বজগৎ। প্রতিটি বিশেষ বস্তুর পরিবর্তনের পিছনে বিশেষ কারণ কাজ করে। যেহেতু অসংখ্য বস্তু নিয়ে বিশ্বজগৎ, তাই বিশ্বজগতের পেছনে একটা কারণ খুঁজতে যওয়া অবৈজ্ঞানিক। কোনও ঘটনা ঘটার পেছনে 'কারণ' কথাটিকে নানা ফ্যাক্টর বা কণ্ডিশনের সমাহার হিসেবে বুঝতে হবে। ফ্যাক্টর বা কণ্ডিশন 'কারণ' নয়, তার সমাহার মিলেই 'কারণ' তৈরি হয়। এর সাথে 'কারণের বহুত্ব' বা 'বহু কারণ' কথাটার কোনও সম্পর্ক নেই।

২৬। 'এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স' ধারণার বিষয়ে কমরেড ঘোষ আপত্তি তুলে বলেন, এটা মানলে বিশ্বেরও শুরু আছে বলতে হয়, যেটা ভুল। একটি বিশেষ বস্তুর শুরু ও শেষ আছে, বস্তুজগতের শুরু ও শেষ বলে কিছু নেই। "এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স বললে স্বাভাবিকভাবে যেটা চলে আসবে, তা হচ্ছে, বিশ্ব এখন যা আছে, আগে তার চেয়ে ছোট ছিল, তার আগে আরও ছোট ছিল, এভাবে যেতে যেতে গোটা বিশ্বের গোড়ার প্রশ্নটি এসে যেতে বাধ্য, যে ধারণা অবৈজ্ঞানিক এবং সেই অর্থে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী।" [জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে]

২৭। ইনফিনিটির ধারণা আপেক্ষিক, কারণ তা সতত বিকাশশীল। ইনফিনিটি কথাটির অর্থ শেষ নাই। তার মানে বস্তুজগৎ অজ্ঞেয়, ব্যাপারটা এরকম নয়। যেটা আমার আজ অজানা সেটা আবার জানি, তখনও আবার সামনে অজানা জগৎ থেকে যায়। অজ্ঞেয় বলে তখন যা থাকে সেটাও আবার জানার মধ্যে দিয়ে জ্ঞেয় হয়ে যায়।

২৮। শাশ্বত সত্য নিয়ে বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন : শাশ্বত বলে কিছু নেই, এর মূল কারণ বস্তু হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তু; অর্থাৎ যত ক্ষুদ্র বস্তুই হোক না কেন, তার মধ্যেও দুটো বিরোধী শক্তি রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এটা তার অন্তর্দ্বন্দ্ব। আবার সমস্ত বিশেষ বস্তুই অসংখ্য বস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে – তাই এর বহির্জগতের সাথেও তার প্রতিমুহূর্তেই দ্বন্দ্ব হচ্ছে – এটা তার বর্হিদ্বন্দ্ব। এই দুই দ্বন্দ্বই বস্তুর গতির কারণ। আর দুই দ্বন্দ্বের জন্যই বস্তু নিয়ত গতিশীল। গতি বস্তুর অবস্থানের ধরন (mode of existence)। তাই বস্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে – শুধু তার রূপেরই নয়, গুণেরও পরিবর্তন ঘটছে। বস্তুর এই গতির কোনো শেষ নেই। তাই বস্তুর কোনো অবস্থানই স্থায়ী নয়, চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। তাই সত্য বলে আজ যা জানছি, তার পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে। যে মানুষ জানছে সেও পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে যা দিয়ে জানছি সেই যন্ত্রেরও উন্নতি ঘটছে, পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি বলেছেন – "আসলে শাশ্বত না বলে আমাদের বলা উচিত, বস্তু হচ্ছে ইউনিভার্সাল।" "জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবর্তনের নিয়ামক যে তিনটি মূল নীতি তার উপলব্ধিরও পরিবর্তন হচ্ছে – সেটা আরও পরিষ্কার, প্রাঞ্জল, গভীর এবং পেনিট্রেটিং (তীক্ষ্ণ) হচ্ছে। সেই অর্থে তিনটি মূল নীতি কোনও শ্বাশ্বত রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।" [জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে] "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিজ্ঞানের বিশেষ সত্য ধারণাগুলোকে সাধারণীকরণের মারফত যে সাধারণ সত্য ধারণাগুলো গড়ে উঠে তাও যে এক একটি বিশেষ অবস্থায় (Given Condition) সাধারণ সত্যগুলির উপলব্ধির এক একটি বিশেষ পরিমণ্ডল মাত্র – বহু মার্কসবাদী এবং কমিউনিষ্টরা আজও তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছেন না। ফলে তাদের অনেকেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই সাধারণ সত্যগুলোকে এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কনসেপশনগুলোকে শ্বাশত সত্য বলে মনে করেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাধারণ সত্য ধারণা যেমন 'থিং ইন দেমসেলভস্' 'ম্যাটার ইজ এ ফিলোজফিক ক্যাটাগরী' 'একজিসটেনস অব অবজেকটিভ রিয়েলিটি ইনডিপেনডেন্ট অব হিউম্যান কনসাসনেস' 'কনট্রাডিকশন উইথইন কনট্রাডিকশন' প্রভৃতি অথবা বিজ্ঞানের যে কোন সাধারণ সত্য ধারণা যেমন 'ইনফিনিটি' 'কনজারভেশন অব মাস এন্ড এনার্জি' 'ডিটারমিনিজম' 'ল অব কজালিটি' প্রভৃতি সাধারণ সত্য ধারণা গুলিকে এরা শ্বাশত সত্য বলে মনে করেন। বিজ্ঞানের পরিভাষার উপর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সম্প্রতি যে অভিধানটি প্রকাশিত হয়েছে তাতেও ঠিক অনুরূপ বিভ্রান্তিই দেখা যাচ্ছে। তাতে সত্যকে এবসলিউট এবং রিলেটিভ দুভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এই সব সাধারণ সত্যের উপলব্ধিও যে এক জায়গায় দাড়িয়ে থাকতে পারে না, হয় নিয়ত উন্নত ও বিকশিত হচ্ছে আর না হয় অবস্থার পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে উন্নত বা বিকশিত করতে না পারার ফলে ইনএডিকোয়েট বা অপর্যাপ্ত অর্থাৎ অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। সমস্ত সাধারণ সত্যের উপলব্ধি এজন্যই একটা বিদ্যমান বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ সত্যের উপলব্ধির একটা বিশেষ ক্যাটাগরি মাত্র। তাই সাধারণ সত্য সম্বন্ধে কোনও একটি বিশেষ ধারণা বা উপলব্ধির ক্যাটাগরিই শ্বাশত বা সর্বকালের জন্য নয়।" [ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য]

২৯। "অ্যান্টাগনিজম এন্ড কন্ট্রাডিকশন আর নট অ্যাট অল ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম। আন্ডার সোশ্যালিজম দ্য ফার্স্ট উইল ডিসঅ্যাপিয়ার, দ্য সেকেণ্ড উইল রিমেইন" – লেনিনের এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করে 'অন কনট্রাডিকশন' বইতে মাও সেতুঙ বলেছেন, "অ্যান্টাগনিজম ইজ ওয়ান ফর্ম, বাট নট দি ওনলি ফর্ম অব দ্য স্ট্রাগল অব অপোজিট্স; দ্য ফর্মূলা অব অ্যান্টাগনিজম ক্যান নট বি আরবিট্রারিলি অ্যাপ্লায়েড এভরিহোয়্যার।" শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন – শ্রেণীহীন সমাজ পত্তনের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ও বন্টনকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব তার অবসান ঘটে, ফলে এভাবে বলার মধ্যে ভুল নেই। কিন্তু লেনিন বা মাও-এর এই বক্তব্যকে সর্বজনীন করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে না, এ কথা ঠিক, কিন্তু উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে। উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব সবসময় বিরোধাত্মক। বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব ছাড়া আমূল পরিবর্তন হয় না। প্রকৃতির অভ্যন্তরেও বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব থাকবে, আবার মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্যেও বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব থাকবে। সুতরাং সাধারণ অর্থে এ কথা বলা ভুল হবে যে, অ্যান্টাগনিজম ইজ টেম্পোরারি, কন্ট্রাডিকশন ইজ পার্মানেন্ট। [জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে]

৩০। কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন – মার্কসবাদী দর্শনকে হাতিয়ার করে শ্রমিকশ্রেণি এ যুগে পুঁজিবাদ থেকে সভ্যতাকে মুক্ত করবে, সেই অর্থে মার্কসবাদ আজকের যুগে শ্রমিকশ্রেণির দর্শন, এ কথা বলা চলে। এজন্য মার্কসবাদকে বলা হত 'শ্রমিকশ্রেণির বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি'। এর থেকে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে যে, শ্রমিকশ্রেণি যেখানে থাকবে না, তখন মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও থাকবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, মার্কসবাদ হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন, সত্যানুসন্ধানের দর্শন। সাম্যবাদী সমাজে যখন শ্রমিকশ্রেণি থাকবে না, তখনও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানসম্মত দর্শন থাকবে। সেজন্যই একে বলা উচিত '**বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি**'।

৩১। ভাববাদ ও বস্তুবাদের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন – "ভাববাদী চিন্তা ইতিহাসে বেশিরভাগ সময় শোষকশ্রেণীর হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করেছে একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে ধর্মীয় চিন্তা বা ভাববাদী চিন্তাধারা সমাজের

অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন সময় কোন ভূমিকা পালন করেনি, একথা আমি কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। খ্রীষ্টধর্ম দাসপ্রভুদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং সেই অর্থেই একসময় সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এ ধরণের নজির পাওয়া যায়। ... সমাজবিকাশের একটা স্তরে এসে ধর্মই মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার ধারণা, মূল্যবোধ, সেবার মনোবৃত্তি, অপরকে হেয় না করা, ন্যায়-অন্যায়বোধের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এরই ফলে সমাজে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠেছে এবং তা সমাজকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে এবং সেইদিক থেকেও ধর্ম সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে। " [মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক প্রসঙ্গে]

৩২। বস্তুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি মূলনীতি আলোচনায় মার্কস-এঙ্গেলস 'ফ্রম কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ টু কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অ্যাণ্ড ভাইসি ভারসা' বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যদের আলোচনায় 'ভাইসি ভারসা' কথাটা উচ্চারিত হয়নি বা গুরুত্ব পায়নি। শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন – পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন-এর সাথে **ভাইসি-ভার্সা** না বললে ধারণাটা সম্পূর্ণ হয় না। তিনি একে অত্যন্ত জরুরি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩৩। ফর্মাল ও ডায়ালেকটিক্যাল লজিকের পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যুক্তিশাস্ত্রের **অবরোহ ও আরোহ** প্রক্রিয়ার মধ্যে আরোহ হচ্ছে প্রায়র, তার বিকাশের ধারায় এসেছে অবরোহ। অর্থাৎ, সভ্যতার শুরুতে মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াতে লজিকের যে বিচারপদ্ধতি কাজ করেছে সেটা প্রধানত আরোহ। এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিপন্ন করার দ্বারা তিনি ভাববাদকে খণ্ডন করেছেন।

৩৪। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান, "বুর্জোয়া মানবতাবাদের পুরনো মূল্যবোধগুলি আজ আর কাজ করতে পারছে না বলে, মানববতাবাদী ভাবজগতে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর এই চূড়ান্ত শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে পড়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মননশীলতা যে দুটো চূড়ান্ত বিপরীত মেরুতে অবস্থানের পরিণতি ঘটছে, তারই একটির থেকে ফ্যাসিবাদ ও অপরটির থেকে সার্ত্রের একজিসটেনশিয়ালিজম-এর জন্ম, যদিও একথা শুনতে আপনাদের অবাক লাগতে পারে। ... মানবতাবাদী মানসিকতাই আজ বিপ্লবভীতির দরুন সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী জাতীয় অভ্যুত্থান সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানের কারিগরি দিক এবং আধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ভিত রচনা করেছে। ... ঠিক এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে রয়েছে জাঁ পল সার্ত্রের একজিসটেনশিয়ালিজম বা অস্তিত্ববাদ। খ্রিস্টধর্মীয় মূল্যবোধ বা অন্যান্য ধর্মীয় মূল্যবোধগুলির মতোই পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলি আজ সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ার দরুন বুর্জোয়া মানবতাবাদের এই ধারাটি কোনও অবস্থাতেই ধর্ম ও ঐতিহ্যবাদের সাথে আপস করতে রাজি নয়, পুরনো মানসিকতার জের টেনে এই ধারাটি আজও সমস্ত রকমের 'প্রায়রি ভ্যালু'র ধারণার বিরোধী। অথচ এই ধারাটি বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে না পারার ফলে সমাজে শ্রেণিগুলির উপস্থিতি, বিকাশলাভ ও অবলুপ্তির নিয়ম এবং ভাবজগত ও আদর্শবাদের ক্রমবিকাশের নিয়মকে অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। তাই এর পক্ষে মানবতাবাদী চিন্তাধারা থেকে সাম্যবাদী চিন্তাধারায় উন্নীত হওয়াও সম্ভব হল না। এই ধারারই পরিণতিতে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের জন্ম। [ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য; জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে]

সাঁত্রের অস্তিত্ববাদ পাশ্চাত্যে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের খুবই বিপজ্জনক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছিল। রাসেল, সাঁত্রে প্রমুখের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডমকে অ্যাবসলিউট মনে করার চিন্তা কাজ করছিল। স্বাধীনতার এই অ্যাবসলিউট ধারণা কেন এদের মধ্যে দেখা দিল, তা ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান – কী প্রক্রিয়ায় মানুষের মস্তিষ্কের সাথে পরিবেশের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চিন্তার জন্ম হয় এবং মেটেরিয়াল কণ্ডিশনের পরিবর্তনের সাথে চিন্তার উপাদান ও চিন্তাও যে পরিবর্তিত হয়, তা যে অ্যাবসলিউট থাকে না, মার্কসবাদের এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বুঝতে ব্যর্থতার জন্যই ওঁদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি ঘটেছে। এঁরা চিন্তা সম্পূর্ণ বস্তু বহির্ভূত, এটাও ভাবেন না, আবার সম্পূর্ণ বস্তুভিত্তিক এটাও মানতে পারেন না। আসলে এরা প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারার ফলে বুর্জোয়া রাইট টু প্রপার্টিকে যেমন অ্যাবসলিউট মনে করেন, তেমনি ব্যক্তির চিন্তা ও স্বাধীনতাকেও অ্যাবসলিউট মনে করেন। এই দুই প্রতিভাবান দার্শনিকের ভূমিকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল, যার উত্তর দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

৩৫। পার্টি প্রকাশিত 'সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন' পুস্তিকার (পৃষ্ঠা ২৯) বলা হয়েছে : **"ফ্যাসিবাদ** হল বিজ্ঞানের কারিগরি দিক ও আধ্যাত্মবাদী তমসাচ্ছন্ন চিন্তার বিচিত্র সংমিশ্রণ, ফ্যাসিবাদ হল সর্বহারা বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে সামগ্রিক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান – মার্ক্সবাদী বিচারপদ্ধতি, লেনিন-স্ট্যালিন-মাওসেতুঙের শিক্ষার ধারাবাহিকতায় এ সত্য তুলে ধরেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও দেখান – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের সামরিক শক্তির পরাজয় ঘটলেও ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক পরাজয় ঘটেনি বরং যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় বিশ্ব পুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বিনষ্ট হওয়া এবং দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পটভূমিতে অগ্রসর-অনগ্রসর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ আজ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। তিনি আরও দেখান – কেবল সামরিক স্বৈরতন্ত্রই নয়, বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠাঁটবাট বজায় রেখে, দ্বি-দলীয় এমনকি বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার আড়ালে ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া দুনিয়ার সমস্ত দেশের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।"

তিনি দেখান, ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য – অর্থনীতির চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ। রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য – প্রশাসনের হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। ফ্যাসিবাদের সংস্কৃতিগত ও আদর্শগত ভিত্তি – অধ্যাত্মবাদের সাথে বিজ্ঞানের কারিগরী দিকের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

৩৬। যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির তত্ত্বকে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন কমরেড মাও সে তুঙ। কমরেড শিবদাস ঘোষ **যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালন**ার প্রশ্নে পেটিবুর্জোয়া সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোর সাথে একটি প্রকৃত মার্কসবাদী দলের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত করে আলোচনা করেছেন যা একটি মূল্যবান শিক্ষা। তাঁর ভাষায় – "যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা বিশেষ স্তরে যুক্তফ্রন্টকে অপরিহার্য হাতিয়ার মনে করে। অন্যদিকে পেটিবুর্জোয়া সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোর কাছে যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে একটা প্রিভিলেজ, নিজেদের সংকীর্ণ পার্লামেন্টারি স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার একটা উপায় মাত্র। ... জনসাধারণের যে অংশ আজও নানা পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল সম্পর্কে মোহগ্রস্ত এবং তাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে যুক্তফ্রন্ট তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মধ্যে সামিল ও সংগঠিত করার ফলে একদিকে যেমন আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং তার দ্বারা আন্দোলন শক্তিশালী হয়, সাথে সাথে যে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে এসে জড়ো হয় তারা বিপ্লবী রাজনীতি ও আদর্শ সম্পর্কে আরও বেশি করে পরিচিত হওয়ার ও তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। ... একদিকে সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি ও আচরণবিধির ভিত্তিতে সাধারণ ও মূল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, অন্যদিকে এই ঐক্যের মধ্যেই আদর্শগত প্রশ্নে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে – যা আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার মধ্যেও প্রতিদিন প্রতিফলিত হচ্ছে, তাকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত পরস্পর আপসহীন আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা এবং এই প্রক্রিয়ায় যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে ক্রমাগত সুদৃঢ় করে চলা – একেই 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যে'র নীতি বলা হয়। এটাই যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির মূল বিপ্লবী নীতি।" পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বামপন্থী সরকার পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন – "যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজ হবে জনগণের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উৎসাহ দেওয়া। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার একদিকে দেখবে যাতে জনগণের ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ না করে। ... এই সংগ্রামের পটভূমিতেই আমাদের সাহসের সাথে জনস্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরনো আইনগুলিকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি সাহস, প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে জনস্বার্থে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব সংস্কারগুলি করতে পারে, দুর্নীতি দূর করতে পারে, আমলাতন্ত্রকে কন্ট্রোল করতে পারে এবং ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তবেই জনস্বার্থে সত্যিকারের কাজ করা হবে।" [যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক] একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কোনও একটি অঙ্গরাজ্যে কমিউনিস্টরা নির্বাচনে গরিষ্ঠতা অর্জন করলে তারা সরকারে যাবে কি না, গেলে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার পরিচালনা করবে, কমরেড শিবদাস ঘোষ এ সম্পর্কে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

৩৭। গণআন্দোলনে সংগ্রাম কমিটি গঠন : জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে রাশিয়ায় যে 'সোভিয়েত'গুলো গড়ে উঠেছিল, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে শিবদাস ঘোষ এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন : ".. যে মানুষগুলো আন্দোলনে আসতে চাইছে বিভিন্ন গণকমিটিতে তাদের যুক্ত করে এসব গণকমিটিগুলিকে নেতৃত্বকারী কমিটিতে রূপান্তরিত করা এবং তাদের মাধ্যমেই আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করা, অন্যদিকে আন্দোলন চালাতে চালাতেই বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো। এই মতাদর্শগত সংঘর্ষ ছাড়া জনগণের রাজনৈতিক চেতনা পরিষ্কার হতে পারে না। ... বিপ্লবী দল চায়, এই যে এজিটেশনাল মুভমেন্ট, এর মধ্য দিয়ে যেন অন্তত জনগণের খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা, খানিকটা জনগণের বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং জনগণের ক্ষমতা গড়ে তোলার হাতিয়ার গণকমিটিগুলো রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই গণকমিটিগুলো স্থায়ী কমিটি হবে না। এগুলি প্রতিটি আন্দোলনে খানিকটা চেতনা নিয়ে গড়ে উঠবে, আবার আন্দোলনের পর ভেঙ্গে যাবে। এইরকম প্রত্যেকটা আন্দোলনে যদি এই গণকমিটিগুলো খনিকটা রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে তাহলে জনগণ নিজেরাই আন্দোলন পরিচালনা করতে শিখবে এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শিখবে।" [যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক]

৩৮। 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে' শীর্ষক আলোচনায় কমরেড ঘোষ ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বিচার করার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, এই সমস্যার কারণসমূহ ও তা নিরসন করার সার্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন – ভারতবর্ষে জাতি গঠনের ধারা শুরু হয় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন পুঁজিবাদ বিশ্ব সামাজিক শক্তি হিসেবে তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমী ধনতন্ত্রের মত স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করার পরিবর্তে ভারতীয় ধনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল বিদেশী লগ্নীপুঁজির কর্তৃত্বাধীনে এবং সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী বা আপসমুখী ভূমিকার কারণে ভারতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পূর্ণ করা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ধর্মকে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এই হিন্দুত্ব পুনরুজ্জীবনবাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কারণে মুসলিম সম্প্রদায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল ধারার সাথে একাত্ম হতে পারেনি। একে কাজে লাগিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি কার্যকর করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও শাসকশ্রেণী ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বাস্তবে সমস্ত ধর্মের বিকাশে সমান উৎসাহ দানের নীতিতে পর্যবসিত করেছে যা বাস্তবে ধর্মীয় বিভাজনকে বাড়াচ্ছে। এই আলোচনায় তিনি আরও বলেন – পাশ্চাত্যে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেখানে তৎকালীন প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক বিভেদমূলক আচার-রীতিনীতি এবং রাষ্ট্র ও সামাজিক আচার-রীতিনীতির উপর চার্চের প্রভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে বুর্জোয়া অর্থে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে, সেখানেও ধর্মীয় উন্মাদনা-বর্ণবিদ্বেষ বাড়ছে। এর কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী আজ আর সমাজ গণতন্ত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে না। সব পুঁজিবাদী দেশেই যেখানে একাধিক জাতি বিদ্যমান সেখানে অধিকতর প্রভাবশালী জাতি অন্য জাতিগুলোকে দমন করে। পুঁজিবাদের সংকট যত তীব্র হচ্ছে পুঁজিবাদ তত ফ্যাসিবাদী রূপ ধারণ করছে এবং জনতাকে বিভক্ত করে রাখা ও গণআন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য ধর্ম ও বর্ণগত মনোভাবকে উস্কে দিচ্ছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে যুক্ত করে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম শক্তিশালী করা ও তাতে সকল সম্প্রদায়ের মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবকে সংকুচিত করা যেতে পারে।

৩৯। 'শিক্ষা-সংস্কৃতি সমস্যা সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান – একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যে শ্রেণী সমাজের ভাবগত ও বস্তুগত উৎপাদন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শ্রেণীর স্বার্থেই অর্থনৈতিক ভিত্-এর উপরিকাঠামো হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বর্তমান অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অধ্যাত্মবাদ ও কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে পাঠক্রম এমনভাবে নির্ধারিত হচ্ছে যাতে ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও সুশৃঙ্খল যুক্তিধারা গড়ে উঠতে না পারে। ছাত্রদের মধ্যে উন্নত ন্যায়নীতি বোধ এবং সামাজিক কর্তব্যবোধের কোন ধারণাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে না। সার্বজনীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা – যা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচি – তাকে বাস্তবায়ন করতে বর্তমান যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পূর্ণ অক্ষম। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের ওপর শোষণ থাকবে না, সেখানেই এগুলো বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে তার আগে শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ও শাসকশ্রেণীর শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে সে বিষয়ে তিনি পথনির্দেশ করেন।

৪০। শিবদাস ঘোষ-এর বিশ্লেষণ থেকে আমরা শিখেছি – "জাতীয় বাজার ও জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার যুগে বিশ্বজোড়া যে পুঁজিবাদ একদিন **জাতীয় সার্বভৌমত্বের** জন্য লড়াই করত, আজ সাম্রাজ্যবাদের যুগে এসে পুঁজিবাদের সেই বৈশিষ্ট্যটা আর নেই। আজকের পুজিবাদের কাছে রাষ্ট্রের দখলটাই বড় কথা, সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদি ধারণা তার কাছে অনেকখানি মূল্যহীন। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকেও সে মূলত বিশ্ব পুঁজিবাদি বাজারের অংশ হিসাবে দেখে – জাতীয় বাজার হিসাবে ততটা নয়। ফলে তার সাথে জাতীয় বাজার ভোগ বা রক্ষা করার চেয়ে বড় কথা হলো – স্বদেশের বাজারে যে বা যারাই ভোগ-দখল করুক, সে নিজে বিশ্ব পুঁজিবাদি বাজারের কোন না কোন ক্ষেত্র থেকে ব্যবসাবাণিজ্য-লেনদেন ইত্যাদি মারফত সাধ্য অনুযায়ী পর্যাপ্ত মুনাফা লুটতে পারছে কিনা। বৃটেন আমেরিকার মত বড় বড় দেশই আজ সার্বভৌমত্বের তোয়াক্কা করছে না।" [বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। একটি মতবাদিক বিতর্ক, পৃষ্ঠা-১১]

৪১। দলের প্রকাশিত 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র' পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা ৮৪) **অর্থনীতির সামরিকীকরণ** প্রসঙ্গে শিবদাস ঘোষের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে : "লেনিন দেখিয়েছিলেন, বাজার দখলের জন্য বা পুনর্বণ্টনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যুদ্ধের পথে পা বাড়ায়। আর যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থনীতিতে বেসামরিক উৎপাদন কমিয়ে সামরিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এইভাবে শুরু হয় অর্থনীতির সামরিকীকরণ। শিবদাস ঘোষ দেখালেন, এখন একটা নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। 'যুদ্ধের জন্য অর্থনীতি' থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলো আর একটা রাস্তা নিয়েছে – 'অর্থনীতির জন্য যুদ্ধ'। বাজার দখলের সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় এখন কৃত্রিম বাজার তৈরির জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটায়। জনগণের রক্ত নিংড়ানো ট্যাক্সের টাকায় সঞ্চিত সরকারি অর্থ দিয়ে বুর্জোয় রাষ্ট্রগুলি বড় বড় একচেটিয়া মালিকদের কল-কারখানা চালু রাখা ও তাদের মুনাফার স্বার্থে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধসম্বন্ধীয় উপকরণের অর্ডার দেয় ও কেনে। এর ফলে উৎপাদনে একটা কৃত্রিম তেজীভাব আসে। মুনাফাও হয় প্রচুর।" [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা]

৪২। বড় মার্কসবাদী চিন্তানায়কদেরও কেন সাহিত্যিকদের কাছে যেতে হয়, সাহিত্য পাঠ করতে হয় সে বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও ব্যাখ্যাকে মূল্যবান শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, বড় চিন্তার জন্য দার্শনিকদের সাহিত্যিকদের কাছে যেতে হয় না। উন্নত **সাহিত্যের** মধ্য দিয়ে সমাজসত্যের রসরূপে যে সংবেদনশীল, সৃজনশীল ও শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে তা আস্বাদন করার জন্যই যেতে হয়।

এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদকে যে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করেছেন, জ্ঞানভাণ্ডারে অবদান রেখেছেন তার ফলেই তিনি মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙের সুযোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে একজন অথরিটি হিসেবে ইমার্জ করেছেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত (২১.০৩.২০১৩)-এর জবাব

পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ৪০টি পয়েন্ট তুলে ধরে কমরেড ঘোষের শিক্ষা ও অবদানগুলিকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের দলের বহু পাঠচক্র, শিক্ষাশিবির কমরেড ঘোষের পুস্তিকাগুলি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করেছি। ফলে উল্লিখিত ৪০টি পয়েন্ট সম্পর্কে আমাদের দলের নেতা-কর্মীরা ওয়াকেবহাল, বিশেষত নেতৃবৃন্দ বিষয়গুলি জানেন-বোঝেন – এমনটা ধরে নিয়েই বিষয়গুলি পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, মৌখিক আলোচনায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। এর জবাবে 'কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত' শিরোনামে ২১ মার্চ '১৩ একটি লেখা দলের কমরেডদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও অবদানকে তুলে ধরে উত্থাপিত পয়েন্টগুলোর ব্যাখ্যাসম্বলিত একটি লেখা পরের দিন ২২ মার্চ জমা দেয়া হয় যা দলের অভ্যন্তরে প্রচার করা হয়েছে (প্রচার করার কথা থাকলেও *বাস্তবে লেখাটি প্রচার করা হয়নি*)। 'কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত' লেখাটি প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য বর্তমান নিবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

'সংকটের সূত্রপাত' প্রসঙ্গে

'৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত' লেখাটির প্রথমেই 'সংকটের সূত্রপাত কোথা থেকে কি ভাবে?' উপ-শিরোনামে বলা হয়েছে যে গত আগস্ট ২০১২-তে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষাশিবির থেকেই সংকটের সূচনা – "শুরুতেই কিছু কমরেডের প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে বক্তব্য দেয়াকে কেন্দ্র করে একটা পক্ষ-বিপক্ষের আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়। রাতের গ্রুপ বৈঠকসমূহেও তার ছাপ পড়ে। পরে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্যে দুটি বিষয়ের উপস্থাপনাকে ঘিরে বিতর্কটি ছড়িয়ে পড়ে।' বিতর্কের বিষয় দুটি হল : (এক) কমরেড শিবদাস ঘোষকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি হিসাবে মেনে নেয়া এবং ঘোষণা দেয়া উচিত; (দুই) পার্টি সাধারণ সম্পাদক নেতাদের নেতা হলেও দলের অথরিটি হয়ে উঠেননি।" এরপর বলা হয়েছে : "ইতোপূর্বে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কখনও বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি।"

সর্বপ্রথমেই যে বিষয়টি বলা দরকার তাহল, ওই শিক্ষাশিবিরের *'মূল উদ্দেশ্য ছিল, দল কর্তৃক প্রকাশিত (খসড়া) পুস্তিকাকে ধরে আমাদের ৩২ বছরের বিশেষায়িত সংগ্রামী অভিজ্ঞতার সার সংকলন করে দলের যৌথ চিন্তা ও তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক মানের উন্নয়ন ঘটানো।'* দলের অভিজ্ঞতার সার-সংকলনের যথার্থ প্রক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত ছিল? একটি বিপ্লবী দলে যে-কোনো চিন্তা বা ধারণাকে যৌথজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার পদ্ধতি কি? উচিত ছিল, প্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ-নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আমাদের সাফল্য-ব্যর্থতার কোন কোন দিক লেখায় নিয়ে আসব, কোনো একটি বিষয়কে কীভাবে খণ্ডিত অভিজ্ঞতার স্তর থেকে সাধারণ অভিজ্ঞতায় এবং অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বে রূপান্তরিত করা হবে – তা নির্ধারণ করা। তা না করে শুরু থেকেই দলের সাধারণ সম্পাদক লেখাটি উন্মুক্ত করে দেন এবং এক পর্যায়ে সারাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ, এ খসড়া রচনার পূর্বে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ বিষয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি, এমনকি রচিত খসড়া নিয়েও দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনো আলোচনা হয়নি। সার্বক্ষণিক কর্মীদের মধ্যে আলোচনা তো দূরের কথা।

দ্বিতীয়ত, "শুরুতেই ... প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে বক্তব্য দেয়াকে কেন্দ্র করে একটা পক্ষ-বিপক্ষের আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়" বলে একটা সাধারণ মন্তব্য করে প্রচ্ছন্নভাবে অভিযোগের তীর কমরেডদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন কোন আলোচনা 'প্রসঙ্গের বাইরে' গিয়েছে – এ বিষয়ে সমগ্র লেখাটিতে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। যখন আমরা বলছি যে এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য, 'জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে জড়িয়ে সংগ্রাম করতে গিয়ে' 'আমাদের ৩২ বছরের বিশেষায়িত সংগ্রামী অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে দলের যৌথ চিন্তা ও তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক মানের উন্নয়ন ঘটানো' – তখন কমরেডরা যৌথজীবন, পার্টি হাউজ, পার্টি মেস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করায় কেমন করে তা প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হয়? কেমন করে সেটা শুরুতেই পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি করে?

পুস্তিকাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের বেশ কিছু উদ্বৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা অতীতে বিভিন্ন লেখায় শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন বক্তব্যের মূল্যায়ন উল্লেখ করেছি। ফলে তা পুস্তিকাতে যথাযথভাবে আসা দরকার – এ প্রসঙ্গ থেকেই কমরেডরা আলোচনা করেছেন। একইভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে 'অথরিটি' প্রশ্নটির গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা করা বাহুল্য। আমাদের খসড়া পুস্তিকাতেও কি এসব বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি? 'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে' খসড়ার পৃষ্ঠা ৭৪-এ 'বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব যৌথ নেতৃত্ব' এবং পৃ; ৭৭-এ 'অথরিটি ছাড়া দল হয় না' উপ-শিরেনামে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ১৩ থেকে ৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরে যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে সেখানে কি অথরিটি-সংক্রান্ত বিষয় আসেনি?

প্রতিষ্ঠার পর পরই ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে দল গঠনের নীতিগত ও পদ্ধতিগত সংগ্রাম ব্যাখ্যা করে আমরা যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছি তা যে কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই একমাত্র সাম্যবাদী দল' পুস্তিকারই সারাংশ, এটা যে-কেউ পুস্তিকা দুটি মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন। এছাড়া কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা কীভাবে আমাদের দল গঠনের

সংগ্রামে পথ দেখিয়েছে, সে-ইতিহাস কমরেড সাধারণ সম্পাদক এবং আমি বহুবার দলের বিভিন্ন শিক্ষাশিবিরে, ঘরোয়া আলোচনায় বলেছি। এছাড়া এ বিষয়ে কমরেড সাধারণ সম্পাদকের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য, যা পুস্তিকা আকারে, ভ্যানগার্ডে এবং এসইউসি'র পত্রিকা 'গণদাবী'-তে প্রকাশিত হয়েছে তাও সকলের জানা। সুতরাং, একটি ঐতিহাসিক সত্য, দলে স্বীকৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা কোনোভাবেই কি বিতর্কিত হতে পারে? একই সাথে এ প্রশ্নও থাকে যে, বিষয়টি যদি 'একটা নতুন তত্ত্বগত বিষয়' বা 'অজানা কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়' হয় তাহলে এ-নিয়ে পুস্তিকায় আলোচনাই হল কেমন করে এবং তার উপর কমরেডদের মতামতই বা চাওয়া হল কেন?

আমি আমার আলোচনায় "শিবদাস ঘোষকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি হিসাবে মেনে নেওয়া ও ঘোষণা দেওয়া উচিত" – এ ভাষায় কোনো দাবি করিনি। হঠাৎ করে বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করিনি। কমরেডদের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষাশিবিরের পঞ্চম দিনে আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম, "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংগ্রাম করে করে পার্টি গড়ে উঠেছে।" "আমাদের পার্টিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।" কয়েকজন কমরেড আমাদের দল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার বিশেষ ভূমিকা নেই, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনেও তাঁর বিশেষ অবদান নেই – ইত্যাদি বিষয় হাউজে ও বাইরে ইনফরমাল আলোচনায় বলায় আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদানের কয়েকটি বিষয়, প্রধানত চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম, সোভিয়েত পার্টির বিংশতি কংগ্রেস, চীনের পার্টির নবম-দশম কংগ্রেস, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন – এসব দিক সংক্ষেপে তুলে ধরি এবং আমার মত প্রকাশ করে বলেছি, 'শিবদাস ঘোষ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ অথরিটি'। আরো বলেছিলাম, "দুনিয়ার কেউ না মানলেও অন্তত আমি মানি, আমি নিজের কথা বলছি ..."। বক্তব্যের শেষের দিকে এ প্রসঙ্গে আরো বলেছি, "... আর ওটা মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির আরেকটা question, সেই question আমি বললেই দাঁড়িয়ে যাবে তা নয়, এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে ...।"

এখন অভিযোগ করা হচ্ছে – কেন্দ্রীয় কমিটিতে আগে আলোচনা না করে এবং সাধারণ সম্পাদকের নিষেধ অমান্য করে খোলা হাউজে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে আমি শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছি। এখানে বিবেচনা করা দরকার – কমিউনিস্টদের কাছে নীতি আগে, নাকি শৃঙ্খলা আগে? আমার বিবেচনায় এটি মৌলিক নীতিগত প্রশ্ন। বিশেষত আমাদের দলের জ্ঞানের পরিমণ্ডল ও চিন্তার ঐক্য গড়ে উঠেছে প্রধানত শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে। খোলা হাউজে কেউ যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ এর অথরিটি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন বিভ্রান্তি নিরসনে যেমন দলের বক্তব্য তুলে ধরা দরকার – তেমনি শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে আমরা এতদিন যেভাবে মূল্যায়ন করে এসেছি তার বিপরীত কথা হাউজে আসলে তা মোকাবেলা করা দলের দায়িত্ব। কিন্তু আমার অনুরোধের পরও পার্টি সাধারণ সম্পাদক এ নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং আমাকেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে নিষেধ করেন। এমতাবস্থায় মৌলিক বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি মোকাবেলা করার দায়িত্ববোধ থেকেই আমি যা সঠিক মনে করি তা ব্যক্তিগত মত হিসেবে তুলে ধরেছি।

আমি আরো বলেছিলাম, কমরেড খালেকুজ্জামান 'আমাদের সকল নেতার নেতা', "কিন্তু তিনি আমাদের পার্টিতে সমস্ত কিছুর অথরিটি হয়ে উঠেছেন তা আমি ঠিক মনে করি না। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা বা যতটুকু জ্ঞান আছে, কারণ আরো বহু জিনিস আমাদেরকে এদেশের মাটিতে গড়ে তুলতে হবে। এবং সেগুলো আর্টিকুলেট করা এবং সেটা হয়েও থাকে এবং ওনার থটকে কেন্দ্র করে চিন্তার যে ঐক্য গড়ে উঠবে এবং তাকে কেন্দ্র করে যে ডায়লেকটিক্যাল ইন্টারেকশন তৈরি হবে এবং সেই ইন্টারেকশন-এর ফলে যে ঐক্য গড়ে উঠবে অর্থাৎ uniformity of thinking, oneness in approach, signalness in purpose গড়ে উঠবে, সবটাই যে ওনার চিন্তাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠছে, এখনও পুরোপুরি গড়ে উঠেছে – তা হয়নি, হয়তো কমিউনিস্ট আন্দোলনের experience থেকে আমরা সেরকম একটা কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।" এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম, "ডেমোক্রেটিক্যালি সেন্ট্রালাইজড একটা পার্টি-র ক্যারাকটার নিতে' দলের অভ্যন্তরে 'সবকিছু নিয়ে ডায়ালগ ইন ডিসকাশনস করার মতো, সমস্ত কিছু নিয়ে, দেশের সমস্ত সমস্যা নিয়ে, কমরেডদের যে চেতনার মান সেটা এই স্তরে এখনও ওঠেনি। ওনার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে, নেতাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে তারা নেতাদের মধ্যে এতটুকু চিন্তার মধ্যে ইনএডেকুয়েসি থাকলে তাকে ধরিয়ে দিতে পারে এবং কমরেডরা এমন স্তরে উঠেছে, নেতাদের শলাপরামর্শ দিতে পারে, পার্টির সমস্ত চিন্তাকে ডেভেলপ করে এনরিচ করতে পারে – ওইসব প্রশ্নকে বেইস ধরলে আমরা বেশ ডিসটেন্সে আছি। এখন কিন্তু এই বইটিকে কেন্দ্র করে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেই সম্ভাবনাকে আমি প্রাণ দিয়ে ওয়েলকাম করি, আমাদের নেতাও আছে এবং গড়েও তুলব।" অর্থাৎ আমার আলোচনার বিষয় ছিল, দলের মধ্যে অথরিটি ইমার্জ করার প্রক্রিয়া-পদ্ধতির ঘাটতি আছে।

৪০ পয়েন্ট-এর সাথে 'ভিন্নমত' প্রসঙ্গে

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে মার্কসবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের Confusion (বিভ্রম) থেকে মুক্ত করে দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনকে পথ দেখিয়েছে এবং যার ফলে তিনি একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী অথরিটি হয়েছেন। তাঁর কিছু গুর ত্বপূর্ণ দিক দেখিয়ে যে নোটটি (৪০ পয়েন্ট) দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি উলেণ্টখযোগ্য পয়েন্ট হল-

লেনিন পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও দর্শনে যেসব নতুন প্রশ্ন-সমস্যা বা বিষয় এসেছে তার স্বরূপ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদের উপলব্ধিকে উন্নত করেছেন শিবদাস ঘোষ।

'ভিন্নমত'-এ ১নং পয়েন্টের উত্তরে বলা হয়েছে, "এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারকে তিনি ১৯৬৭ সালে কর্মী-নেতাদের সামনে আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা কিভাবে মার্কসবাদী জ্ঞানভা"ারকে উন্নত করলেন তা কিন্তু বোধগম্য হল না। একদল বিজ্ঞানী mysticism-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন কখন কারা এবং তার আলোচনার কালে তারা কিভাবে তা থেকে মুক্ত হলেন এর কোনো যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টান্ত কি আছে?''

একইভাবে ২ নং পয়েন্ট (Law of Probability নির্ধারণবাদকে পূর্বনির্ধারণবাদের নিয়তিবাদী ধারণা থেকে মুক্ত করেছে) এর উত্তরে 'Probability Theory গড়ে উঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দেখিয়ে পরিশেষে বলা হয়েছে ''ফলে স্বতঃসিদ্ধ এই বিষয়টি নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ কোনো নতুন বিষয় আলোচনা করেননি। এসইউসিআই পার্টির কমরেডদের Probability law সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন মাত্র।"

আবার একইভাবে ৩ নং পয়েন্টের (Plurality of Causes) উত্তরে এঙ্গেলস থেকে V.Afanasyev এবং মাও সে তুং এর On Contradiction থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষে বলা হয়েছে, ''এইভাবে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থাকার পরও কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্যাখ্যাতে নতুন সংযোজন পাওয়া ভার।''

বিজ্ঞান এবং দর্শন-এর ক্ষেত্রে কমরেড ঘোষের সমস্ত নতুন ধারণাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই বলে অতি চতুরতার সাথে এতে 'মার্কসবাদের নতুন সংযোজন কি হল' অথবা 'তিনি এসইউসিআই নেতা-কর্মীদের এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত করার জন্য আলোচনা করেছেন' ইত্যাদি বলে সমস্ত আলোচনার গুর"ত্বকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে ওই বক্তব্যে। সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদেরই এ কথা জানা আছে যে, অস্ট্রিয়ার পদার্থবিদ ও ভাববাদী দার্শনিক আর্নস্ট মাখ যখন দর্শনের ক্ষেত্রে অতি চাতুর্যপূর্ণভাবে ভাববাদী বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং রাশিয়ার কিছু তথাকথিত মার্কসবাদী মাখ-এর সুরে সুর মিলিয়ে মার্কসবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে বহু সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন তখন শুধু মার্কসবাদের প্রাণসত্তাকে রক্ষা করাই নয়, তার Supremacy-কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লেনিন তাঁর অতি উলেণ্ঢখনীয় Materialism and Emperio-criticism' রচনাটি লেখেন। যাঁরাই এই অনন্যসাধারণ দার্শনিক বিচার সম্বলিত রচনাটি পড়বেন তাঁরাই দেখতে পাবেন যে, লেনিন যে বিষয়গুলি এই রচনায় চর্চা করেছেন তার অধিকাংশই বহু আলোচিত, তার মধ্যে প"িত ঢঙ-এ দেখলে নতুন কিছুই নেই। যেমন-

- Did nature exist prior to man?
- Does man think with the help of the brain?
- Does objective truth exist?
- What is matter?
- Space and time
- Freedom and necessity

মার্কসবাদের ছাত্রদের মধ্যে নতুন যাঁরা, তাঁরাও এ সকল বিষয়ে এঙ্গেলস-এর অতি সুন্দর আলোচনা আছে, তা জানেন। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন – মার্কসবাদের জ্ঞানভা"ারে লেনিন নতুন কি অবদান রাখলেন? এসবই তো জানা কথা। তাহলে তার উত্তরে তাঁদের এই প্রাথমিক কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, মার্কসবাদী দর্শন অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের basic tenets কোনো নতুন আবিষ্কারের দ্বারাই ভুল প্রমাণিত হবে না। বরং প্রতি নতুন আবিষ্কারই এসবের বৈধতাই প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কারের আধারে তাকে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ ধারণা নিয়ে বুঝতে হবে। ফলে তাকে নতুন আবিষ্কারের আধারে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যারা এই ধরনের প্রশ্ন করবেন তাদের বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস থেকে এই সত্যও স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, মার্কসবাদের সৃষ্টির শুর" থেকেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এর উপর আক্রমণ চালিয়ে আসছে। এর বুনিয়াদী ধারণাকে বিকৃত করে মার্কসবাদ সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের অপব্যাখ্যা করে মার্কসবাদ সম্পর্কেই অবিশ্বাস সৃষ্টি করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপণ্ঢবী আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে এবং আজও তারা চেষ্টা করে চলছে। এ দুটি বিষয়কে যথার্থ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বুঝতে পারলেই Materialism and Emperio-criticism লেনিন যে মাখ আর তাঁর রাশিয়ান শিষ্যদের দার্শনিক বিতর্কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে এবং মার্কসবাদ-এর Invincibility এবং Supremacy কে প্রতিষ্ঠা করে রাশিয়াতেই শুধু নয়, বিশ্বের সর্বহারা আন্দোলনকে অপরাজেয় বৈপণ্ঢবিক হাতিয়ার প্রদান করেছেন– তার বৈপণ্ঢবিক তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।

লেনিন পরবর্তী কালে বিজ্ঞানের নতুন কিছু আবিষ্কারের পর যেমন কোয়ান্টাম মেকানিক্স, থিওরি অব রিলেটিভিটি এবং বিশেষ করে আনসারটেনটি প্রিন্সিপাল প্রভৃতিকে নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কমরেড খালেকুজ্জামানের প্রতিবেদনে প্রশ্ন

করা হয়েছে, "একদল বিজ্ঞানী mysticism এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। কখন কারা এবং আলোচনার কালে তারা কিভাবে তা থেকে মুক্ত হলেন, এর কোনো দৃষ্টান্ত কি আছে?"

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে যাঁরা সাধারণভাবে পরিচিত, তাঁরাও জানেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স, থিউরি অব রিলেটিভিটি এবং আনসারটেইনটি প্রিন্সিপাল আবিষ্কৃত হওয়ার পর পজিটিভিস্টরা বিশেষ করে নীলস্ বোর, হাইজেনবার্গ-এর নেতৃত্বে Copenhagen School শুধুমাত্র বিজ্ঞান এবং দর্শনের যেসব জটিল প্রশ্ন যেমন- কার্যকারণ সম্পর্ক (Law of Causality), নিশ্চয়তাবাদ (Determinism), Pobability ইত্যাদি কেবল নয়, এমনকি বস্তু এবং বস্তুজগতের বাস্তবিকতা (Objectivity) নিয়েও সংশয় সৃষ্টি করেছেন। নীলস বোর-এর মতো প্রখ্যাত এবং ক্ষমতাবান বৈজ্ঞানিকের বিচার যা মূলত Positivist Confusions – অনেক বৈজ্ঞানিকদেরই প্রভাবান্বিত করেছিল। এদের বক্তব্যের মূলকথা ছিল, 'যাকে আমরা বস্তু বলে ধারণা করি তা কেবল চেতনার মধ্যে অবস্থান করে। বস্তু হল তাই যা আমরা বস্তু বলে অনুভব করি (Matter is what we perceive as matter)।

আরও কিছু উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে যে গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত আবিষ্কারগুলির ফলে শুধু বিজ্ঞানীরাই নয়, চিন্তাশীল মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। Jhon Gibbin এবং Paul Davies 'Matter Myth' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন যাতে বলা হয় – 'It is fitting that physics the science that gave rise to materialism should also signal the demise of materialism,'। সেই সময় বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল মহলে কি ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তা বোঝা যায় এই থেকে যে নীলস্ বোর-এর Positivist Idealistic views-এর বির"দ্ধে আইনস্টাইন ও পণ্যাংককে বস্তু এবং বস্তুজগতের বাস্তবিকতা প্রমাণ করতে তত্ত্বগত সংগ্রাম চালাতে হয়। দুই পক্ষেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

দর্শনের ক্ষেত্রেও এ সংগ্রাম ব্যাপ্ত হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে যারা 'বিজ্ঞান জগতের সংকট'-এর উত্তর করতে চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হলেন Cristopher Caudwell এর 'Crisis in Pysics-1939; T.A Jackson এর Dialectics- The Logic of Marxism and its Critics-1936, Maurice Conforth এর Science versus Idealism-1958 এছাড়াও বেশি কজন Academician (জেডি বার্নাল সহ) এর নাম দেয়া যেত। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ উপরোক্ত উদাহরণ থেকেই প্রমাণিত হয় যে উপরোক্ত আবিষ্কাগুলির ফলে চিন্তাজগতে – বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়ক্ষেত্রেই Causality, Determinism, Probability ইত্যাদি নিয়ে যে বিভ্রান্তিগুলির সৃষ্টি হয় তার সঠিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারণা না দিতে পারলে শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হতে বাধ্য।

এই অবস্থায় মার্কসবাদী দর্শন যা আজ শোষণমুক্তির হাতিয়ার তার প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করা এবং তার উপর শ্রমিক শ্রেণী ও শোষিত মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপনার জন্য এ সকল বিষয় সম্পর্কে সমস্ত ভ্রম দূর করে সঠিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারণা সৃষ্টি করা একটি অতি জর"রি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে মহান দায়িত্বটি কমরেড শিবদাস ঘোষ পালন করে সর্বহারার মহান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রশ্ন করা হয়েছে ''তারা (বিভ্রান্তরা) কিভাবে তা থেকে মুক্ত হলেন?'' এ প্রশ্নের উত্তর শুধু এটুকুই বলা চলে যে, এ অতি সহজ কথা যে এ ধরনের দার্শনিক আলোচনা বিপণ্ঢবীদের বৈচারিক ক্ষেত্রে দক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য করা হয়। বিভ্রান্তরা বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেলে সেটা অতিরিক্ত লাভ।

পয়েন্ট ১ :

uncertainty principle তৎকালীন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের চিন্তাজগতে নাড়া দিয়েছিল। এমনকি আইনস্টাইন এ তত্ত্বের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ ব্যাপারে তার একটা বিখ্যাত মন্তব্য উলেণ্ঢখযোগ্য, "ঈশ্বর (মহাবিশ্বকে নিয়ে) পাশা খেলতে পারেন না"। তিনি যখন এ তত্ত্বের metaphysical interpretation এর বির"দ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন তখন তার বিজ্ঞানী সহকার্মীদের অনেকেই তার বির"দ্ধে গিয়েছিলেন। কথিত আছে তিনি তার শেষ জীবনে বেশ নিঃসঙ্গ আর কষ্টকর জীবন কাটিয়েছিলেন এ কারণে। এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান ও দর্শনজগতে খুব সামান্য একটা বিষয় ছিল না। কোয়ান্টাম মেকানিকস-কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে কি পরিমাণ বিভ্রান্তি ও নানান ধরনের interpretation ছিল তা নিচের লিংকটিতে গেলে বিস্তারিতভাবে বোঝা যাবে।

(http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics)

কমরেড শিবদাস ঘোষকে তখন দার্শনিক প্রেক্ষাপট থেকে এ বিষয় নিয়ে যে deal করতে হয়েছে তা কেন প্রাসঙ্গিক ছিল তাও এ থেকে বোঝা যায়। অথচ ৪০ পয়েন্টকে খণ্ডন করে প্রদত্ত লেখায় uncertainty principle সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে মনে হচ্ছিল যেন এ বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন ধরনের দার্শনিক বিভ্রান্তি ছিল না, তাই কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং পুরো লেখায় এমন একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছিল যে, বিভিন্ন টেক্সট থেকে সহজলভ্য নানান বৈজ্ঞানিক terminology হাজির করে যেনতেন প্রক্রিয়ায় কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্যাখ্যাকে অযথার্থ প্রমাণ করতে হবে।

আনসারটেনটি প্রিন্সিপল সংক্রান্ত আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন : "আনসারটেনটি প্রিন্সিপালের মূল বক্তব্যটা কি? বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, মুভিং ইলেক্ট্রন বা মাইক্রো-পার্টিকেল এর অবস্থান এবং ভরবেগ, অর্থাৎ ভরxগতিবেগ – এ দুটোকে একসঙ্গে with exact precision জানা যায় না। এর যেকোন একটিকে যত অ্যাকিউরেটলি জানবার চেষ্টা করা হবে, অপরটি সম্বন্ধে আকিউরেটলি জানা তত বেশি অসম্ভব হয়ে পড়বে। ... ঘটনাটা এমন নয় যে, মুভিং ইলেক্ট্রনের অবস্থান বা ভরবেগ কোন অবস্থাতেই আমরা জানতে পারি না, বা অ্যাকিউরেটলি জানতে পারি না। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, একই সঙ্গে অবস্থান এবং ভরবেগ অ্যাকিউরেটলি জানতে পারি না। এটাকে ভিত্তি করে অনেকে বলতে শুর" করলেন বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, some factors are indeterminate এবং এইভাবে আনসারটেইনটি প্রিন্সিপলকে ভিত্তি করে একটা অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার যে যে ফিল্ড নিয়ে আলোচনা করছি সেটা অত্যন্ত 'সেনসিটিভ'। কারণ, বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা নিয়ে এসবের কারবার। ফলে যে পরিস্থিতিতে, এমনকী যে যন্ত্রের সাহায্যে, এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলে এসব ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। এমনকী তা জানবার বিষয়কে প্রভাবিত করে। ফলে, এই ধরনের সেনসিটিভ ফিল্ডে এরকম ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, আমরা কোন কিছুই জানতে পারছি না তা নয়, অবস্থান ও ভরবেগ এই দুটোকে একই সঙ্গে অ্যাকিউরেটলি জানতে পারা যাচ্ছে না। ... কোন নিয়মই যদি কাজ না করে, তাহলে সেই প্রিন্সিপলকে ম্যাথেমেটিক্যাল রিলেশনের সাহায্যে প্রকাশ করা কীভাবে সম্ভব? ফলে, এখানে indeterminate factor-এর অর্থে আনসার্টেনটির কোন ব্যাপার নেই। শুধু বিষয়টা এইভাবে দেখতে হবে যে, বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি ঘটবে, বিশেষ করে এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণাকে জানবার মত উপযুক্ত যত সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার হবে, তত এইসব বিষয় সম্পর্কে মানুষ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ ধারণা আয়ত্ত করবে। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।" [মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক]

'জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপণ্ঢবী জীবন প্রসঙ্গে' পুস্তিকাটিতে আরো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কথাগুলো এসেছে :

"সবচেয়ে প্রথমে হাইজেনবার্গ-এর আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল(অনিশ্চয়তা তত্ত্বের) উলেণ্ঢখ করা প্রয়োজন। তিনি তাঁর অনিশ্চয়তা তত্ত্বে দেখালেন, একটি মাত্র ইলেক্ট্রন বা যেকোন সূক্ষ্ম কণার অবস্থান এবং ভরবেগ একইসাথে নিখুঁতভাবে আমরা জানতে পারি না। সহজভাবে অনেকসময় এটাকে বলা হয় অনিশ্চয়তা তত্ত্ব বা প্রিন্সিপল অফ ইনডিটারমিনেসি (অনির্ধারণীয়তার তত্ত্ব)। এটাই এর মূল কথা। সেখানে অবস্থান যত নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা হবে, ভরবেগ নির্ণয় ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে ভরবেগ যত নিখুঁতভাবে মাপা হবে, অবস্থান নির্ণয় ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী, যেকোন বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ একইসাথে নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব। ফলে বস্তুর ভবিষ্যত অবস্থান বা ভবিষ্যত গতিপথ আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, যার প্রয়োগ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার জগতে, এই ভবিষ্যতবাণী সুনির্দিষ্টভাবে করা সম্ভব নয়। আর যেহেতু এই পরিমণ্ডলে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে সেই কারণে এই অনিশ্চয়তা কথাটা নিয়ে হৈ চৈ শুর" হয়ে গেল। সে সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি আজও বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের মধ্যে রয়ে গেছে এবং সুযোগ পেলেই বস্তুবাদ অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্ক্সবাদের বির"দ্ধে একে ভিত্তি করে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। আমি হাইজেনবার্গের এই আবিষ্কারের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাইনি যাতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বির"দ্ধে এই আক্রমণ করার সুযোগ থাকে। প্রথমত, সমস্ত বৈজ্ঞানিক জানেন, আমরা এখন যে ক্ষেত্রের কথা আলোচনা করছি সেটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সেখানে প্রতিমুহূর্তে সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ইন্টারএকশন হচ্ছে। আর বিষয়টা এমনও নয় যে, আমরা অবস্থান বা ভরবেগ কোন কিছুই জানতে পারি না। না, বিষয়টা সেরকম নয়। আমরা দুটোই জানতে পারি, কিন্তু একইসঙ্গে দুটোই নির্ভুল রূপে জানতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে পরিমন্ডলের কথা বলা হচ্ছে সেখানে এটাই স্বাভাবিক। কারণ এই পরিমন্ডলে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করছে। প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের পেছনে যে কারণ কাজ করে সে কারণও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। হাইজেনবার্গ সুক্ষ্ম কণার এই গতি প্রকৃতিকে একটা ম্যাথেমেটিকাল রিলেশনের (গাণিতিক বর্ণনার) দ্বারা প্রকাশ করেছেন। সেটা equation নয়, †সটাকে inequation বলা হয়। মাইক্রো পরিমন্ডলের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব প্রযোজ্য। কিন্তু ম্যাক্রো পরিমন্ডলে এই তত্ত্ব কাজ করে না। সেখানে ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার তত্ত্ব কাজ করে। অনিশ্চয়তা তত্ত্ব ব্যাপারটা এমন নয় যে, সব নিয়মের বাইরে এটা একটা পুরোপুরি নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা। বিষয়টা মোটেই সেরকম নয়। আমি এ কথাই বলতে চাইছি যে হাইজেনবাগের্র অনিশ্চয়তা তত্ত্ব থেকে এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে মাইক্রো পরিমন্ডলে কার্যকারণ সম্পর্ক অচল। এরকম ধারণা ভ্রান্ত এবং নিঃসন্দেহে সেটা বিজ্ঞানবিরোধী। বরং এই পরিমন্ডলেও কার্যকারণ সম্পর্ক এবং determinism কাজ করছে এবং তার ধারণাটা এখানে আরো বিকশিত হল।"

লক্ষণীয়, এসব আলোচনা থেকে বাস্তবে 'কিছু খণ্ডিত অংশ' তুলে ধরে প্রশ্ন করা হয়েছে, "এর দ্বারা (শিবদাস ঘোষ) কিভাবে মার্ক্সবাদী জ্ঞানভাণ্ডারকে উন্নত করলেন তা কিন্তু বোধগম্য হলো না। একদল বিজ্ঞানী mysticism-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন কখন কারা এবং তার আলোচনার ফলে তারা কিভাবে তা থেকে মুক্ত হলেন এর কোন যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টান্ত কি আছে?"

অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মূল ধারণাটিকে misinterpret করে দার্শনিক জগতে যে কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া বা নিয়মের বাইরেও অনেক কিছু ঘটতে পারে এ ধরনের ভাববাদী ধ্যান-ধারণা পুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করছিল এবং মার্ক্সবাদের উপর যে আক্রমণ আসছিল সেগুলো প্রতিহত করার লক্ষ্যেই এই প্রসঙ্গে এভাবে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা কেন 'অযথার্থ' মনে হল তা বোঝা গেল না।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার ক্ষেত্রে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব বিজ্ঞানের এক বিরাট আবিষ্কার। কমরেড শিবদাস ঘোষ কোথাও এই আবিষ্কারের বিরোধিতা করে কিছু বলেননি, তা বলার প্রশ্নও ওঠে না। তিনি মার্কসবাদী দার্শনিক হিসেবে ওই আবিষ্কারের দর্শনগত তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে ঐ তত্ত্বের মূল কথাগুলো সহজ ভাষায় বলেছেন। এটা ঘটনা যে, অনিশ্চয়তা তত্ত্বকে কেন্দ্র করে স্বয়ং হাইজেনবার্গ, নীলস বোর, জেমস জিনস প্রমুখ জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানীরাসহ বিজ্ঞানীদের একটি মহলে নির্ধারণবাদ নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। আলোচ্য বিষয় যেহেতু বস্তুজগৎ, বস্তুর গতিপ্রকৃতি ও তার বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত – তাই মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও এ নিয়ে স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। সেরকম প্রশ্নের ভিত্তিতেই কমরেড ঘোষ শিক্ষাশিবিরে ঐ আবিষ্কারের দর্শনগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

আলোচনার এক জায়গায় "এখানে শিবদাস ঘোষ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির বিষয়টি যেভাবে এনেছেন তা প্রাসঙ্গিক নয়"- বলে মন্তব্য করা হয়েছে। 'measurement tools' বা 'method'-এর development এখানে 'uncertainty'-র মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। এমনকি হাইজেনবার্গের এই প্রাথমিক mathematical formulation-টিও সীমাবদ্ধতার উর্ধে নয়। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহীরা এই ওয়েবসাইট লিংকটি দেখতে পারেন –

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/345081/description/Uncertainty_not_so_certain_after_all এর কিছু অংশ এরকম- **".....In 2003, Japanese physicist Masanao Ozawa showed mathematically that Heisenberg's first version couldn't be right(২০০৩ সালে জাপানী পদার্থবিদ মাসানাও ওজাওয়া গাণিতিকভাবে দেখান হাইজেনবার্গের প্রথম গাণিতিক প্রকাশ সঠিক হতে পারে না). Earlier this year, he and a research team at the University of Vienna reported lab experiments confirming this. ...the Toronto physicists have weighed in with what they call a more direct measurement(আরো সরাসরি পরিমাপ পদ্ধতি). ... By combining the weak and strong measurements, Rozema's team showed that the measured oscillations did not fit the mathematics of Heisenberg's first formulation of the uncertainty idea(পরিমাপকৃত তথ্যগুলো হাইজেনবার্গের প্রথম সমীকরণের সঙ্গে খাপ খায় না।). In other words, shrinking the inaccuracy of a particle measurement (making it more precise) (পরিমাপের ভুল হবার সম্ভাবনাকে আরো সংকুচিত করেছে- আরো precise করেছে) doesn't disturb the particle quite as much as scientists had thought. ... "The new relation will open up new science and technology in the field of quantum information," says Ozawa, now of Nagoya University. "It also presents a profound philosophical problem."(এটা একটা গুরুত্ববহ দার্শনিক সমস্যার বিষয়েও দিকনির্দেশ করছে) "**

এখান থেকে কি আমরা সিদ্ধান্ত টানতে পারি না যে, "বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি ঘটবে, বিশেষ করে এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণাকে জানবার মত উপযুক্ত যত সুক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার হবে, তত এইসব বিষয় সম্পর্কে মানুষ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ ধারণা আয়ত্ত করবে। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

এখানে শিবদাস ঘোষ কোথায় অযথার্থ বললেন? বরং এমন দূরদর্শী, সুস্পষ্ট ও সাবলীলভাবে তার সমসাময়িক আর কোন মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ এ বিষয় নিয়ে philosophical aspect থেকে deal করেছেন বলে জানা যায় না।

পয়েন্ট ২ :

Law of Probability নিয়ে শিবদাস ঘোষের মূল আলোচনা "জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপণ্ঢবী জীবন প্রসঙ্গে"- পুস্তিকাটিতে যেভাবে আছে :

"প্রোবাবিলিটির ধারণা নির্ধারণবাদকে পূর্বনির্ধারণবাদের ধারণা থেকে মুক্ত করেছে

অনিশ্চয়তা তত্ত্বের এই দিকটি ছাড়াও আরও একটি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে সংশয় রয়ে গেছে, তাহলো, ইলেক্ট্রনের গতি-প্রকৃতি ল অব প্রোবাবিলিটির দ্বারা যে পরিচালিত তার ব্যাখ্যা নিয়ে। এখন ল অব প্রোবাবিলিটি যেহেতু একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম তাই বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুললেন, এতোদিন ধরে প্রকৃতিজগতে নানা পরিবর্তনকে যেভাবে deterministic (নির্ধারণবাদী) বলে বলা হয়েছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই অনিশ্চয়তা তত্ত্বের ফলে সেই determinism (নির্ধারণবাদ) যেন অচল হয়ে পড়লো। অর্থাৎ একটা যেন আরেকটার বিরোধী, দুটো যেন একসঙ্গে খাপ খায় না। আর নির্ধারণবাদ যদি মার খায় তার মানে দাঁড়াবে, কার্যকারণ

সম্পর্ক আর থাকে না। এ বিষয় নিয়ে যে সংশয় সেদিন দেখা দিয়েছে, আমার মনে হয়েছে, বিজ্ঞানী মহলে বোধ করি সে সমস্যার আজও সমাধান হয় নি। বিজ্ঞানীদের মধ্যেই এসব প্রশ্নে অনেক মতভেদ এবং জটিলতা রয়ে গেছে। আমার নিজের ধারনা অবশ্য অন্যরকম। ক্ল্যাসিকাল মেকানিক্স-এ নির্ধারণবাদকে যেভাবে ভাবা হয়েছিল সে ধারনার মধ্যে যান্ত্রিকতা রয়েছে। ম্যাক্রো পরিমন্ডলে কোন একটা গতিশীল বস্তুর প্রারম্ভিক অবস্থান ও গতিবেগ জানা থাকলে অংক কষে বলা যায়, বস্তুটি নির্দিষ্ট সময় পরে কোথায় পৌঁছাবে বা কতক্ষণ বাদে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাবে। অর্থাৎ বস্তুর আগের অবস্থা পরের অবস্থাকে নির্ধারণ করছে। আগের অবস্থা তারও আগের অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত। বিষয়টাকে এভাবেই দেখা হয়েছে। এই ধারণা গ্যালিলিয়-নিউটনের সময় থেকে এভাবেই চলে এসেছে। অংক কষে বলা হচ্ছে, আর আমরা ফলটা সেই মত পেয়ে যাচ্ছি। এর থেকে ফর্মাল যুক্তি করলে দাঁড়ায়, কোন একটি ধারণা পুর্ব থেকেই নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনা পূর্বনির্ধারিত। দেখাই যাচ্ছে নির্ধারণবাদ সম্পর্কে এই ধরনের চিন্ড্র-ভাবনার মধ্যে পূর্বনির্ধারণবাদের ঝোঁক কাজ করছে।

আমি যেভাবে বুঝেছি, সেটা হল, ল অব প্রোবাবিলিটির সাহায্যে যখন ইলেক্ট্রনের অবস্থানকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে তখন তার একটা সম্ভাব্য অবস্থানকেই বোঝানো হয়েছে। আগের মত নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থানের পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট রিজিয়নের (সীমার) মধ্যে তার সম্ভাব্য অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। তার জন্য প্রোবাবিলিটি ল প্রয়োগ করে আমরা যে সিদ্ধান্তেপৌঁছাচ্ছি সেটা কোন সিদ্ধান্তনয়, বিষয়টা কিন্তু তেমন নয়। সিদ্ধান্তটা কতটা approximation-এ (সম্ভাবনার প্রায় কাছাকাছি) ধরতে হচ্ছে, বা ডেফিনিট প্রোবাবিলিটি-র (সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনার) ভিত্তিতে ভিউ করা (ধরে নেওয়া) হচ্ছে। সম্ভাবনার প্রায় কাছাকাছি প্রোবাবিলিটিভিত্তিক সিদ্ধান্তও এই অর্থে যুক্তি দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্তও একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত। একইভাবে সম্ভাব্যতা-ভিত্তিক সত্যও সত্য। সেটা কোন সত্য নয়, এরকম নয়। এটা হল একটা দিক।

এর আগে আমরা দেখেছি, এতদিন ধরে নির্ধারণবাদ সম্পর্কে যে ধারনা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিকতা ছিল। নির্ধারণবাদের এই ধারনা আসলে পূর্বনির্ধারণবাদের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ কারণেই অনেকে নির্ধারণবাদকে ফ্যাটালিজম (নিয়তিবাদ) বলে মনে করতেন। সুতরাং আমি মনে করি, আধুনিক বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব এবং মাইক্রো-পরিমন্ডলের নানা বিষয়কে ভিত্তি করে প্রোবাবিলিটির এই ধারনা আসার পর সেটা নির্ধারণবাদকেই উড়িয়ে দিল বা কার্যকারণ সম্পর্কের মূলে আঘাত করল, বিষয়টা মোটেই সেরকম নয়। এই বিষয়টাকে আমাদের এভাবে বোঝা দরকার যে, প্রোবাবিলিটির নিয়ম আসলে নির্ধারণবাদকে পূর্বনির্ধারনবাদের হাত থেকে মুক্ত করে তাকে আরও শক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড় করাল। বস্তুজগতের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেখানে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়, একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে যেখানে আর একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে যাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব বলা হয়, মাল্টিপি- সিটি অব কনফ্লিক্ট-এর (দ্বন্দ্বের বহুত্বের) মধ্যেই যার অবস্থান - এরকম পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকেই বিষয়গুলোকে বিচার-বিশেণ্ডষন করতে হবে। কেননা কোন বস্তু বা সত্তার মধ্যে যখন বহু শক্তির সমাবেশ ঘটে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই যেখানে পরিবর্তন চলতে থাকে, এরকম অবস্থায় সে পরিবর্তনের ফলে কোথায় কি অবস্থায় তার পরিণতি ঘটবে সেটা আগে থাকতে বলা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই যে পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলো কিন্তু নিয়ম মেনেই ঘটছে। তাই কার্যকারণ সম্পর্ক না মানা বা নির্ধারণবাদকে অস্বীকার করা কোন প্রশ্নই বিজ্ঞানসম্মত নয়। শুধু এটুকু বুঝতে হবে, নির্ধারণবাদের এই নতুন ধারণা যান্ত্রিক নয়, বরং পূর্বনির্ধারণবাদ বা নিয়তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত।"

'ভিন্নমত' লেখাটিতে এ প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণার শুর"তেই কমরেড শিবদাস ঘোষের উক্তিটি উলেণ্ডখ করে তার পর পরই শেণ্ডষাত্মক ভাষায় স্থূলভাবে একটি ভুল interpretation দাঁড় করালেন। যেখানে শিবদাস ঘোষ বলেছেনঃ "ল অব প্রোবাবিলিটি নির্ধারণবাদকে পূর্বনির্ধারণবাদের নিয়তিবাদী ধারনা থেকে মুক্ত করেছে।"এ প্রসঙ্গে উনারা তাঁর অর্থ দাঁড় করালেনঃ "অর্থাৎ ল অব প্রোবাবিলিটি শিবদাস ঘোষের আলোচনার পূর্বে যেন নিয়তিবাদী ধারণা নিয়েই বিদ্যমান ছিল।" উপরের উক্তিটি দিয়ে কি এই স্থূল অর্থ দাঁড় করানো কোনভাবে সম্ভব?

বিজ্ঞানের জগতে কোন তত্ত্ব যদি ভুল উপলব্ধির কারণে দার্শনিক জগতে ভাববাদ বা নিয়তিবাদকে উস্কে দেয় তবে স্বাভাবিকভাবে তাকে ঐ মুহূর্তে পরাস্ত না করে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থেকে যায়। ক্লাসিক্যাল প্রোবাবিলিটি তত্ত্বের ধারনা অনেক আগে আসলেও বাস্তবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর জগতে তার প্রয়োগ একটি ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। একই ঘটনার বহু কারণ থাকতে পারে বা একই সমস্যার বহু রকম সমাধানের সম্ভাবনা থাকতে পারে – এমন কিছু চিন্তা determinist law বা law of causality-কে পাশ কাটিয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জগতে উদিত হয়। এ কথা বলার মধ্য দিয়ে বাস্তবে ইতিহাস নির্ধারিত পথে পুঁজিবাদের পর সমাজতন্ত্র অনিবার্য কথাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা এবং বিপণ্ডবী জীবনে এর প্রয়োগ সংক্রানমশ আলোচনাটুকু তুলে ধরা হলঃ

"বিপ- বী জীবনে দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও সম্ভাব্যতার প্রয়োগ

এ বিষয়টিকে আমি আরেক দিক থেকে ভাবতে বলছি। সেটা প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত নয়, বা আগে যেটা আলোচনা করলাম বিষয়টা সেরকমও নয়। তবুও কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে এবং বিষয়টাকে গভীরভাবে বোঝার জন্য বলছি। পার্টির নেতা ও কর্মীদের বিকাশের বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমি কথাটা বলছি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, যেসব কর্মী পার্টির সাথে

যুক্ত হয়ে একসঙ্গে কাজ করা শুর" করল তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কর্মী ক্রমাগত বেশি বেশি দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের ভাল কর্মী অর্থাৎ যোগ্য কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হল। কিন্তু বাকিরা গোড়ায় ভালভাবে শুর" করলেও শেষপর্যন্ত জীবনসংগ্রামে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আপস করে অনেক পিছিয়ে গেল। এ ধরনের পার্থক্য কেন ঘটে, এ প্রশ্নের জবাবে আমরা সাধারণভাবে যে কথাটা বলি, সেটা হল, এই দুই দল কর্মীর সংগ্রাম পদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যের ফলেই এতখানি পার্থক্য ঘটে গেল। বিষয়টা এভাবে বোঝার মধ্যে মৌলিক কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু বিষয়টা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, একজন কমরেড প্রতি মুহূর্তে যেমন লড়ছে তেমনি একই সাথে সে আপসও করে চলেছে। অর্থাৎ, সংগ্রাম ও আপস একইসাথে সুক্ষ্মভাবে মনের গভীরে কাজ করে। এটা কাজ করে অত্যন্তজটিল প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ নানা কারণে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বৈচিত্র্যময় এ জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটে যা আগে থেকে কেউ বলে দিতে পারে না। ফলে একজন কর্মী যার সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা যে, সে কর্মী হিসেবে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছে, তা সত্ত্বেও ভবিষ্যত জীবনে তার পরিণতি কি হবে সেটা কি আমরা আগে থাকতে বলতে পারি? পারি, আবার পারি না। আমরা যখন বলি, একজন কমিউনিস্টকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে হবে, এ কথা কেন বলা হয়? বলা হয় এই কারণেই যে, কোন পরীক্ষাই আমাদের জীবনে চূড়ান্ত নয়। আজ একটা পরীক্ষায় যে সফলভাবে উত্তীর্ণ হল ভবিষ্যতে আরেকটা পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ নাও হতে পারে। এরকম ঘটনা বলে কি আমরা বলতে পারি এসব পরিবর্তনের পেছনে কোন নিয়ম কাজ করে না? নিশ্চয় সেটা ঠিক না। আবার নিয়ম কাজ করছে বলে একজন কমরেডের জীবনের পরিণতি কি হবে সেটা কি আগে থাকতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়? না, বলা যায় না। সুতরাং নির্ধারণবাদ কাজ করে এ কথা যেমন ঠিক, কিন্তু সেই নির্ধারণবাদ পূর্বনির্ধারণবাদ নয়, নিয়তিবাদ নয়। বরঞ্চ কমরেডদের জীবনের পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে আমরা সম্ভাব্য পরিণতি বলতে পারি। অর্থাৎ বলতে পারি সেটাই যেটা সম্ভাব্য। কিন্তু সম্ভাব্য মানে এ নয় যে সেই পরিণতিটাই তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট, অনড় এবং নিশ্চিত পরিণতি। তা নয়। তাই মার্ক্সবাদের নির্ধারণবাদকে যারা ফ্যালাসীর (নানা তথাকথিত ভ্রান্তযুক্তির) অভিযোগে অভিযুক্ত করে শুধু নির্ধারণবাদকেই নয়, এমনকি মার্ক্সবাদকেও নানা ছেঁদো কথা বলে বাতিল করে দিতে চাইছেন, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের আলোকে নির্ধারণবাদকে তাদের নতুনভাবে বুঝতে হবে"।

এই determinism প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর মন্তব্য : "Quantum physics might seem to undermine the idea that nature is governed by laws, but that is not the case. Instead it leads us to accept **a new form of determinism**: Given the state of a system at some time, the laws of nature determine the probabilities of various futures and pasts rather than determining the future and past with certainty."-(The Grand Design - 2010, page-72)

এখন বিজ্ঞানজগতে কোন এমন দার্শনিক সমস্যা সৃষ্টি হল যে এসময়ে এসেও স্টিফেন হকিং-কে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে হল? এ থেকে কি বোঝা কঠিন যে সেই '৬৭ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এ সম্পর্কে একটি অসাধারণ বিশেণ্ঢষণ দাঁড় করাতে পেরেছিলেন যা আজও প্রাসঙ্গিক?

'৪০ পয়েন্ট-এর সাথে ভিন্নমত'-এ মন্তব্য করা হয়েছে- "এই আলোচনা থেকে বুঝার কোন উপায় আছে কি যে ল অব প্রোবাবিলিটি-কে কেন্দ্র করে এমন কোন অসম্পূর্ণতা ছিল যা শিবদাস ঘোষ নতুন বৈজ্ঞানিক বিশেণ্ঢষণের মাধ্যমে দূর করেছেন?"

ল অব প্রোবাবিলিটিকে কেন্দ্র করে শিবদাস ঘোষ 'নতুন বৈজ্ঞানিক বিশেণ্ঢষণ' দিয়েছেন যা তার 'অসম্পূর্ণতাকে' দূর করেছে - এমন অদ্ভুত দাবি কোথায় করা হয়েছিল? বরং দার্শনিক জগতে এ তত্ত্বকে misinterpret করে যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছিল যা নির্ধারণবাদকে খারিজ করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদকেই আক্রমণ করে, মার্ক্সবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একে তিনি সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

পয়েন্ট ৩ :

পণ্ঢুরালিটি অব কজ প্রসঙ্গে : এই বিষয়টি উত্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি শুর"তেই বলেছেন (জ্ঞানতত্ত্ব পৃঃ ১০৭), মার্ক্সবাদের বির"দ্ধে ভাববাদীদের আক্রমণের প্রসঙ্গেই তার এই আলোচনা। লক্ষ্য করার বিষয় আলোচ্য লেখায় এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস ও একটি দর্শন সংক্রান্ত পুস্তক থেকে যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তাতে cause and effect সংক্রান্ত মার্ক্সবাদী ধারণার যে ব্যাখ্যা আছে, তার সঙ্গে পণ্ঢুরালিটি অব কজ সংক্রান্ত বক্তব্যের সম্পর্ক নেই। এমনকি মাও সে তুং-এর উক্তিটিও দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রসঙ্গে যা এখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। এর সঙ্গে পণ্ঢুরালিটি অব কজেস এর কোন সম্পর্ক নেই।

এই আলোচনার গুরুত্ব বুঝতে 'জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল : " ... একটি বিশেষ ঘটনা ঘটার পেছনে বহু কারণ আছে ... সাধারণভাবে বলা এক কথা, আর কথাটির দার্শনিক তাৎপর্য কী সেটা সঠিকভাবে বোঝা একেবারে ভিন্ন কথা। আমরা যখন সাধারণভাবে বলি যে, ঘটনাটি ঘটার পেছনে বহু কারণ কাজ করেছে, এখানে কারণ কথাটাকে factor বা condition হিসেবে বুঝতে হবে। তার সাথে plurality of cause-এর কোন সম্পর্ক নেই। ... পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলের হাত থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজতে গিয়ে আমরা যদি plurality of cause-এর ভ্রান্ত ধারণাকে সামনে রেখে মনে করি যে শ্রেণী সমন্বয় এবং শ্রেণীসংগ্রাম এই দুইয়ের যেকোন একটা পথেই আমরা মুক্তি পেতে পারি, তাহলে

একথা বলতেই হবে যে, জেনে হোক, না জেনে হোক এটা লোক ঠকাবার মস্ত বড় কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। আবার, আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এসব সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদ – এ কথাটিকে যাঁরা মার্কসবাদীদের একটি dogma বলে উড়িয়ে দিতে চান এবং যুক্তি করেন যে, হাজার একটা কারণ বর্তমান সমস্যার পেছনে আছে, তাঁরা এই হাজার একটা factor-এর পেছনে যে পুঁজিবাদই কাজ করছে এবং capitalism is the immediate antecedent of all these problems today, এ সত্যটা অস্বীকার করছেন।"

পয়েন্ট ৪ :

অন কনট্রাডিকশন লেখায় মাও সে তুঙ "Lenin said" বলে কোটেশন চিহ্নের মধ্যেই লিখেছেন, যেখানে বলা হয়েছে – সমাজতন্ত্রে অ্যান্টাগনিজম ডিসঅ্যাপিয়ার করে। এটা যে ঠিক নয়, পরবর্তীকালের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। আবার মাও সে তুঙ বলেছিলেন – অ্যান্টাগনিজম ইজ ওয়ান ফর্ম, বাট নট দি ওনলি ফর্ম। কথাটার মানে দাঁড়ায় – কোনও ক্ষেত্রে অ্যান্টাগনিজম থাকতে পারে, কোথাও নয়। এভাবে বললেও ঠিক হয় না। সমস্ত ফিল্‌ডেই অ্যান্টাগনিজম থাকে, নন-অ্যান্টাগনিজমও থাকে, দুটো মিলেই কনট্রাডিকশন। লেনিন এবং মাও-এর কথা থেকে যাতে কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই কমরেড ঘোষ এই আলোচনা করেন।

পয়েন্ট ৫ :

ইনফিনিটির ধারণা আপেক্ষিক : কমরেড শিবদাস ঘোষ যে প্রেক্ষাপটে ইনফিনিটির এ আপেক্ষিকতার ধারণার অবতারণা করেছেন তা গণিতের জগতে যে ইনফিনিটির কথা আমরা জানি তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে করেননি, বরং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুজগত বা জ্ঞানজগতের অসীমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে করেছেন। ইনফিনিটি কথাটির অর্থ অসীম বা যার কোন শেষ নেই। বস্তুজগত অসীম তার মানে বস্তুজগৎ অজ্ঞেয় ব্যাপারটা এরকম নয়। যেটা আমার আজ অজানা সেটা আবার পরে কোন একদিন জানতে পারি। তখনো আবার সামনে অজানা জগত থেকে যায়। অজ্ঞেয় বলে তখন যা থাকে সেটা আবারো জানার মধ্য দিয়ে জ্ঞেয় হয়। শিবদাস ঘোষের কথাগুলো ছিল এরকমঃ

"যে বিশ্বজগতকে আমরা জানছি সে নিজেই তো ইনফিনিট (অনন্ত)। আবার এই অনন্তের ধারণাও এক থাকতে পারে না। সেটাও পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তনশীল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ইনফিনিট বা অনন্তের পুরনো ধারণা সীমায়িত হয়ে যায়। তার ফলেই দেখা যায়, এই সীমায়িত অনন্ত ও সীমাহীন অনন্তের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ক্রমাগত কাজ করছে। তাই আবার বলছি জানার শেষ নেই। আজকে যেসব বিষয় আমাদের জানা নেই, যখনই সেগুলো জানা হয়ে গেল তখন দেখা গেল, আরও অনেক কিছু অজানা জিনিস আমাদের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই জ্ঞানও শাশ্বত হতে পারে না, সত্যও শাশ্বত বা absolute হতে পারে না।"

আলোচ্য লেখায় ইনফিনিটি সম্পর্কে এঙ্গেলসের যে ব্যাখ্যাগুলো আগে থেকেই ছিল বলে হাজির করা হয়েছে তা বাস্তবে গণিতের জগতে কিভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব কাজ করে তার বিশদ উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি যে ইনফিনিটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন তার কিছু অংশ। কমরেড শিবদাস ঘোষের- 'জ্ঞানজগতের অসীমতার ধারণা যে আপেক্ষিক' এই আলোচনার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

পয়েন্ট ৬ :

এটা সত্য কমরেড শিবদাস ঘোষ বিগ ব্যাং তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি শুধু দেখিয়েছিলেন যে, এক্সপ্যাণ্ডিং ইউনিভার্স-এর ধারণা থেকে পুরো মহাবিশ্বের গোড়ার প্রশ্নটি চলে আসতে পারে এবং পুরো মহাবিশ্বের একটাই গোড়া বা শুরু আছে এই ধারণাটা অবৈজ্ঞানিক। বিগ ব্যাং বা এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স-এর তৎকালীন conception এই চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়ে বস্তুজগতেরও একটা সৃষ্টি আছে বলে perception তৈরি করে। তাই সে সময়কার প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টিকে দার্শনিক দিক থেকে সঠিক ও প্রাসঙ্গিকভাবেই address করেছিলেন তিনি।

তবে স্ফীতি তত্ত্ব বিগ ব্যাং তত্ত্বের সঙ্গেই গভীরভাবে সংশিণ্টষ্ট। তিনি যে সময় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন সে সময় এই তত্ত্বগুলো পরিপূর্ণ আকারে আসেনি। স্ফীতি তত্ত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ধারণা আসে ১৯৮০ সালের দিকে। আবার লক্ষণীয় বিষয় হল বিগ ব্যাং তত্ত্বের ধারণা প্রথম আসে ১৯২৭ সালে Lamaitre নামক একজন পাদ্রীর কাছ থেকে এবং প্রথমদিকে সেটা স্বভাবতই ছিল ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা প্রভাবিত। সূচনালগ্নের পরম শূন্যের ধারণা এখন নেই, কিন্তু এ ধারণা Lamaitre-দের প্রচারিত বিগ ব্যাং এর প্রাথমিক concept-এ ছিল বা সেটাই indicate করছিল। তাই সে সময়ের প্রেক্ষাপটে বস্তুজগতের শূন্য থেকে সূচনা ও বিস্তার লাভের এমন অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিবদাস ঘোষ স্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে শিবদাস ঘোষের কিছু কথা উলেণ্টখ করা যেতে পারেঃ

"আসল কথা, স্পেস এবং টাইম বস্তুর বিয়িং-এর (অস্তিত্বের) সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তু আছে মানেই তা স্পেস এবং টাইম-এ আছে। স্পেস এবং টাইম বাদ দিয়ে বস্তুর অবস্থান বা অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না, আবার বস্তুকে বাদ দিয়ে স্পেস এবং টাইম-এর চিন্তা অলীক| absolute vaccum (একেবারে শূণ্যস্থান) বলে কিছু নেই। মহাজাগতিক শূন্য বলে যাকে বলা হয় সেখানেও বস্তু বিকিরণ রূপে এবং সামান্য গ্যাস বা ধূলিকণা রূপে আছে।"

পরবর্তীতে পরম শূন্যের ধারণার পরিবর্তে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তির সমাহার অর্থে শূন্যের ধারণা আসে। তাই তৎকালীন conception-এর প্রেক্ষিতেও এ শূন্য থেকে মহাজগতের সৃষ্টির ধারণার সীমাবদ্ধতা শিবদাস ঘোষ ঠিকই ধরেছিলেন।

এরপরও উলেণ্ঢখ্য যে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত এ দুটি তত্ত্ব বাস্তবে সর্বজনীনভাবে প্রমাণিত বলে নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এগুলো এখনো পর্যন্ত মহাজাগতিক phenomenon-গুলোর অধিকাংশকে ব্যাখ্যা করতে পারে বলে এখনো সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে বিবেচিত, সর্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে নয়। বিগ ব্যাং তত্ত্ববিদরা যেমন তাদের সপক্ষে পর্যবেক্ষনলব্ধ তথ্য হাজির করেছেন, বিপরীতে steady universe তত্ত্বের প্রবক্তারা তাদের তথ্যও হাজির করেছেন। কোন পক্ষই এখনো পর্যন্ত এ তথ্যের ভিত্তিতে নির্ভুল প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। বিগ ব্যাং তত্ত্বের সপক্ষে মহাজাগতিক সম্প্রসারণের ফলাফল হিসেবে doppler effect-এর কারণে যে red shift †দখতে পাওয়া যায় বা cosmological radiation সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদিকে যথেষ্ট প্রমাণ বলা যাচ্ছে না এখনো, এগুলোর বিকল্প ব্যাখ্যাও যথেষ্ট আছে এবং এগুলো সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীতও নয়। তাছাড়া বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এ তত্ত্বটির মধ্যে এখনো resolved না, যেমনঃ সূচনালগ্নের প্রকৃত তাপমাত্রিক অবস্থা, সময়ের সূচনা, Horizon problems, Flatness problem, magnetic monopoles ইত্যাদি।

হয়তো ভবিষ্যতে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে অথবা এর বিকল্প নানা তত্ত্ব আসতে পারে যেগুলো সর্বাধিক phenomenon-কে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখে, তখন এ তত্ত্বগুলো obsolete হয়ে যেতে পারে। তাই এ তত্ত্বগুলো এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এভাবে approach রাখাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। হাজার হাজার parallel universe-এর সাম্প্রতিক বিজ্ঞানমহলে আলোচিত ধারণাটিও নিতান্তই hypothesis পর্যায়ের অনেকগুলো ধারণার একটি। আলোচ্য লেখায় এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স তত্ত্বের সপক্ষে কিছু ছবি বা মডেল দেয়া হয়েছে যেগুলো সবই নানা বিজ্ঞানীদের hypothesis বা কল্পিত প্রকল্পমাত্র, প্রমাণ নয়।

এ বিষয়ে কমরেড ঘোষের বক্তব্যকে খারিজ করার অত্যুৎসাহে যেভাবে শক্তির অবিনাশী তত্ত্বের আমদানী করা হয়েছে তা অপ্রাসঙ্গিক।

পয়েন্ট ৭ :

বক্তব্যটি খ"ন করা হয়েছে এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি দিয়ে। বলা হয়েছে, 'এঙ্গেলস বর্ণিত পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাইসি-ভারসার ধারণার তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।' বাস্তবে শিবদাস ঘোষ এর কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর কথা উলেণ্ঢখ করেননি। তিনি বলেছেন, মার্কস-এঙ্গেলস পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং বিপরীতক্রমে (ভাইসি-ভারসা) উলেণ্ঢখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যদের আলোচনায় 'ভাইসি-ভারসা' কথাটি উচ্চারিত হয়নি বা গুর"ত্ব পায়নি।

বেশিরভাগ মার্ক্সবাদী ক্ল্যাসিকস-এ ভাইসি-ভারসা ধারণাটা যেভাবে দেখানো হয় তা হল – পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন হয়ে প্রক্রিয়াটা থেমে যায় না, গুণগত পরিবর্তনের পর আবার পরিমাণগত পরিবর্তনের নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই ধারণাটা ভুল তা কমরেড ঘোষ বলেননি, কিন্তু তিনি এর একটা নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ম্যাক্রোস্কোপিক স্কেল-এ যখন পরিমাণগত পরিবর্তন-এর প্রক্রিয়া চলছে, তার মধ্যেও মাইক্রোস্কোপিক স্কেল-এ গুণগত পরিবর্তন হতে থাকে। এরই পথ বেয়ে একসময় পুরো ম্যাক্রোস্কোপিক বস্তুটিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। আমরা যতদূর জানি, ভাইসি-ভারসা অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তন থেকে পরিমাণগত পরিবর্তন-এর এই দিকটি অন্য কোন দার্শনিক আলোচনা করেননি।

শিবদাস ঘোষ তার আলোচনার দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 'ভাইসি-ভারসা'-র তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন ও তার দ্বারা এ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি পেতে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই যে পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বিকাশের পথে শেষপর্যন্ত গুণগত পরিবর্তনটা ঘটছে, এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বহু পরিমাণগত-গুণগত'র ইন্টার ডায়ালেকটিক্যাল কনফ্লিক্ট (আন্তর্দ্বন্দ্বমূলক সংঘাত) হচ্ছে। অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে হলেও তার মধ্যে কিছুটা গুণগত পরিবর্তনও ঘটছে এবং যতটুকু গুণগত পরিবর্তন ঘটছে সেটা আবার তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পরিমাণগত পরিবর্তনকে কিছুটা ত্বরান্বিত করছে।" দলের ক্ষেত্রে 'ভাইসি-ভারসা' নীতি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "... দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ছে, অর্থাৎ দলের পরিমাণগত দিক বেড়ে চলেছে। কিন্তু দলের এই পরিমাণগত দিক বাড়াকে ভিত্তি করে যদি আমরা মনে করি, এই পথেই আপন নিয়মে অটোমেটিক্যালি দলের নেতা-কর্মীদের গুণগত দিকটাও বৃদ্ধি পাবে, তাহলে সেই বোঝাটা ভুল হবে। ... পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে যে কিছুটা হলেও গুণগত পরিবর্তন ঘটে বা ঘটাতে হয় যেটা পরিমাণগত পরিবর্তনকে দ্র"ত করে, প্রভাবিত করে এবং এই পরিবর্তন যে আপন-নিয়মে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় হয় না, এসবই একই সাথে যাঁরা ধরতে পারেন তাঁরাই পার্টির অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের গুণগত মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করার গুর"ত্ব সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন।"

পয়েন্ট ৮ :

চিন্তা বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ এই বিষয়টি উপস্থাপন করেন। শিবদাস ঘোষের এই আলোচনাকে খ"ন করতে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের উক্তি ব্যবহার করে উপসংহার টানা হয়েছে এই বলে, 'কমরেড শিবদাস ঘোষ যদিও আরোহকে একমাত্র পদ্ধতি বলতে চাননি কিন্তু আরোহ পদ্ধতিকে প্রায়র বলেছেন। এতে আরোহ-অবরোহের আন্তঃসম্পর্ক, পারস্পরিক

সংশিণ্টষ্টতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হতে পারে।' এঙ্গেলসের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে এখানে অবরোহ-আরোহ সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে 'দুটি একত্র-গ্রথিত, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক' হিসেবে। এ কথাটির সাথে শিবদাস ঘোষের কোনো বিরোধ তৈরি করে না। তিনিও বলেছেন 'আরোহের মধ্যে অবরোহ আছে এবং অবরোহের মধ্যে আরোহ আছে।'

কমরেড ঘোষ যেভাবে সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে আরোহ ও অবরোহ সমন্বিত পদ্ধতির মধ্যেই আরোহকে প্রায়র বলে দেখিয়েছেন, সেটা যথার্থই অনন্য। আরোহী যুক্তি মানে বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে যাওয়া, আর অবরোহী যুক্তি মানে সাধারণ থেকে বিশেষ সত্যে যাওয়া। আরোহী যুক্তির প্রয়োজন শুধু মানবজাতির যাত্রার শুরুতেই ছিল তা নয়, আজও যেকোন সাধারণ সত্যে পৌঁছুতে গেলে বিশেষ সত্য থেকে শুরু করে আরোহী যুক্তি বেয়েই এগোতে হয়। শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, আরোহী যুক্তির পথ বেয়ে সাধারণ সত্যে পৌঁছে না থাকলে অবরোহী যুক্তি দিয়ে কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব-ই নয়। তাই এই দুই জাতের যুক্তির মধ্যে আরোহী যুক্তি-ই প্রায়র। এঙ্গেলস-এর উদ্ধৃতির দ্বারা এই মূল্যায়ন অপ্রমাণিত হয়ে যায় না।

তিনি বিশেষভাবে যে কথাটি বলেছেন "মানুষ আসার পর চিন্তাপ্রক্রিয়া শুর" হওয়ার একেবারে প্রথম অবস্থায় তার সামনে কোনও কিছুই জানা ছিল না। এবং স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা প্রক্রিয়া শুর" হওয়ার সেই প্রথম অবস্থায় মানুষের সামনে এমন কোনও সাধারণ সত্য ধারণা গড়ে ওঠেনি যার সাহায্যে বা আলোকে সে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বিচার করতে পারে। ফলে সভ্যতার শুর"তে, আমার মতে, মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াতে লজিকের যে বিচারপদ্ধতি প্রথম কাজ করেছে সেটা প্রধানত আরোহ। ... তার বিকাশের ধারায় এসেছে অবরোহ।" মানুষের চিন্তা শক্তি উন্মেষের কালে যদি অবরোহ বিচারপদ্ধতি প্রধান হত তাহলে 'কোন বিশেষ শক্তির কল্যাণে মানুষ কিছু সাধারণ সত্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে' এই প্রকল্পটি সত্য বলে বিবেচিত হত।

উপসংহারে আরও বলা হয়েছে "কোন বিশেষ বিষয়ের শুর" দিয়ে তো সমগ্র শুর"কে ব্যাখ্যা করা যায় না।" কোন বিশেষ বিষয়ের শুর" থাকতে পারে কিন্তু সমগ্র শুর" বলে কিছু থাকতে পারে না। উল্লেখিত বক্তব্যে বিভ্রান্তি জন্ম নিতে পারে।

পয়েন্ট ৯ :

শ্বাশত সত্য নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল সে প্রসঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় শিবদাস ঘোষ এ প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছিলেন। তখন একটা ধারণা হয়েছিল সত্য পরিবর্তনশীল একথা ঠিক আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের যেকোন সাধারণ সত্য যেমন 'ইনফিনিটি' , 'কনজারভেশন অব মাস এনার্জি' , 'ডিটারমিনিজম ল' প্রভৃতি শ্বাশত সত্য বলে বিবেচিত হবে। এর প্রেক্ষিতে বস্তুবাদীরাও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাধারণ সত্যগুলোকে শ্বাশত সত্য বলে মনে করা শুর" করলেন। সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত অভিধানে সত্যকে Absolute এবং Relative দুভাবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। এই বিভ্রান্তি কাটাতে শিবদাস ঘোষ বলেন, সত্য পরিবর্তনশীল মানে সত্যের উপলব্ধিটাও পরিবর্তনশীল এবং একেকটা সাধারণ সত্য সেই বিশেষ অবস্থায় সাধারণ সত্যগুলোর উপলব্ধির একটা বিশেষ পরিম"ল মাত্র। ফলে যার ভিত্তিতে বস্তুবাদীরা সত্য উদঘাটন করে সেই দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল নীতিগুলোর উপলব্ধিও পরিবর্তনশীল এবং দিনে দিনে তার উপলব্ধি আরও পরিষ্কার, প্রাঞ্জল, গভীর এবং তীক্ষ্ণ হচ্ছে। তা যদি না হয় তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটি সাধারণ সত্যও অচল হয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাতে মরিস কনফোর্থ এবং শিবদাস ঘোষের আলোচনার Premise ভিন্ন। যে বিষয় শিবদাস ঘোষ বোঝাতে চেয়েছেন তার সাথে মরিস কনফোর্থের আলোচনার মিল নেই।

পয়েন্ট ১০ :

এই আলোচনা তিনি করেছেন ভারতবর্ষে সিপিআই-এর মতো তথাকথিত মার্কসবাদীদের মূল্যায়নের ভ্রান্তি দেখাতে। সিপিআই দেখায় যে ভাববাদ সর্বদাই ইতিহাসে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে এবং বস্তুবাদ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ভ্রান্ত ধারণা খ"ন করতে গিয়েই বলেন, না, ভাববাদ বা ধর্মীয় চিন্তা কখনো কখনো যেমন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি যান্ত্রিক বস্তুবাদ বা মেটাফিজিক্স অনেক সময় প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার পক্ষে কাজ করেছে। এ প্রেক্ষাপটেই তাঁর বিশেণ্টষণকে বুঝতে হবে। কোথাও বলা হয়নি যে, এটা কোনো নতুন কথা বলেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

পয়েন্ট ১১ :

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে শিবদাস ঘোষ যা বলেছেন তা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা মার্কসবাদকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একথাটির সাথে শিবদাস ঘোষ বিরোধ করেননি। বরং তিনি এ কথাটিকে আরও উন্নত করে বলেছেন যখন সমাজে শ্রেণী থাকবে না তখনও এই দর্শন ক্রিয়া করবে। শ্রেণী বিভক্ত বা শ্রেণীহীন যেকোন সমাজে যেমন বিজ্ঞান কাজ করে, একই কথা খাটে এই দর্শনের ক্ষেত্রেও। মূলত বিভ্রান্তির সুযোগ এড়াতে শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী দর্শনকে 'বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পয়েন্ট ১২ :

শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর এই চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে পড়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মননশীলতা যে দুটো চূড়ান্ত বিপরীত মের"তে অবস্থানের পরিণতি ঘটছে, তারই একটি থেকে ফ্যাসিবাদ ও অপরটি থেকে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের জন্ম।" অর্থাৎ

বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তা পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের সময়কালে দুই ধরণের পরিণতি লাভ করেছে। একটি ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর চরম অবদমন অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ আর ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতার অর্থে অস্তিত্ববাদ। সার্ত্রে বর্ণিত ব্যক্তি স্বাধীনতা যে শেষ পর্যন্ত নিকৃষ্ট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ তা শিবদাস ঘোষ দেখালেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অস্তিত্ববাদী চিন্তা সারা ইউরোপ জুড়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, যা কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই প্রেক্ষাপটে শিবদাস ঘোষ অস্তিত্ববাদী দর্শনের অসারতা দার্শনিক ব্যাখ্যায় তুলে ধরেন। তাঁর এই বক্তব্য প্রসঙ্গে যে উপসংহার এই পয়েন্টে টানা হলো তাতে কিছু বোঝা গেল না। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ নিয়ে শিবদাস ঘোষের মূল্যায়নের যথার্থতা পর্যালোচনা না করে বরং "বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে" বলে বিষয়বস্তুকে পাশ কাটানো হলো।

পয়েন্ট ১৩ :

শিবদাস ঘোষ ফ্যসিবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্দেশ করেন। তিনি দেখান ফ্যাসিবাদের নানা প্রবণতা বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে কম-বেশি মাত্রায় ফুটে উঠেছে। এশিয়া বা আফ্রিকার পিছিয়ে পড়া দেশগুলো এর বাইরে নয়। এর মাধ্যমে তিনি ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এ যাবৎকালের প্রচলিত ধারণা – একমাত্র শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদের জন্ম ও বিকাশ ঘটতে পারে – একে আরো উন্নত করেন। এর জবাবে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই সম্পর্কে নিজেদের কোনো বক্তব্যও হাজির করা হয়নি।

পয়েন্ট ১৪ :

সর্বহারা সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনায় লেনিন এবং শিবদাস ঘোষের কোটেশন ব্যবহার করা হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে দুজনের মধ্যে একটা তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। লেনিন সর্বহারা সংস্কৃতি সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে আরও সমৃদ্ধ, বিকশিত এবং সময় উপযোগী করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। কিন্তু এখানে উপস্থাপনের সময় স্থান, কাল, প্রেক্ষিত বিবেচনা না করে কেবল উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে দায়িত্ব সারা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে সর্বহারা সংস্কৃতি নিয়ে লেনিন যা বলেছেন শিবদাস ঘোষের বক্তব্য তার চেয়ে নতুন কিছু নয়।

লেনিনের বক্তব্য, " .. .. মানবজাতির সমগ্র বিকাশের দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা যথাযথ জ্ঞান এবং তার রূপান্তর সাধনই একমাত্র একটা সর্বহারা সংস্কৃতি সৃষ্টি করায় আমাদের সমর্থ করে তুলবে। .. .. পুঁজিবাদী, জমিদারী ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের জোয়ালের অধীনে মানবজাতি যে জ্ঞানভা"ার সঞ্চিত করেছে সর্বহারা সংস্কৃতিকে হতে হবে তারই যৌক্তিক বিকাশ। .. .. একমাত্র তখনই তোমরা কমিউনিস্ট হতে পারবে যখন মানবজাতি কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত জ্ঞান ভা"ার দিয়ে তোমাদের মস্তিষ্ককে তোমরা সমৃদ্ধ করবে। আমাদের মুখস্থ-বিদ্যার কোন দরকার নেই, কিন্তু মৌলিক তথ্যের জ্ঞান দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন আমাদের করতে হবে।"

আবার বলেছেন, "আমাদের নৈতিকতার উৎস হলো সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থ। .. সে কারণেই আমরা বলি মানবসমাজের বাইরে অবস্থিত নৈতিকতা বলে কোনো কিছু আমাদের নেই, তা হলো তাকে প্রতারণা। .. .. শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের কর্তব্য হলো সমস্ত স্বার্থকে সে সংগ্রামের অধীনস্ত করা। আমাদের কমিউনিস্ট নৈতিকতাও সেই কর্তব্যের অধীনস্ত।"

অন্যদিকে শিবদাস ঘোষ সর্বহারা সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলেন, "এই সর্বহারা শ্রেণী সংস্কৃতির মূল কথা কী? এর মূল কথা হচ্ছে, এই সংস্কৃতিকে যে আয়ত্ত করেছে, সমস্ত প্রকার সম্পত্তিবোধ থেকে সে মুক্ত। এই সম্পত্তিবোধ বলতে তার সংস্কৃতিগত, র"চিগত ধারণা ও প্রাত্যহিক আচরণগুলিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাব থেকে মুক্ত।

কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বহারা বিপণ্ঢবী বা কমিউনিস্ট হওয়ার মূল সংগ্রামটি হল সর্বপ্রথমে শোষিত মানুষের বিপণ্ঢবী আন্দোলনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বহারা বিপণ্ঢবী রাজনীতি আয়ত্ত করার সাথে সাথে এই সংস্কৃতিগত ও র"চিগত মান অর্জন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, বিপণ্ঢবের স্বার্থে এবং বিপণ্ঢবী দলের স্বার্থে বিপণ্ঢবী দলের কাছে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আনন্দের সাথে বিসর্জন দিতে পারার সংগ্রাম। এখানে সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগের সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থে 'দেশের জন্য গাড়ি, বাড়ি, ধনসম্পত্তি, জীবনের সবকিছু পরিত্যাগে'র একটা মূলগত পার্থক্য আছে। কারণ এই ত্যাগটা যদি বুর্জোয়া চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে তার দ্বারা অহম্ বোধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও হামবড়া ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তা কমিউনিস্ট হওয়ার পথে চূড়ান্ত বিপত্তি সৃষ্টি করে। "

সুতরাং, সর্বহারা সংস্কৃতি ও নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণার উপলব্ধি সবসময় একইরকম ছিল না। মার্কস-লেনিনের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বহারা সংস্কৃতি সম্পর্কিত ধারণাকে আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করেন।

পয়েন্ট ১৫ :

এ আলোচনায় উল্লেখিত এঙ্গেলস ও লেনিন এর উদ্ধৃতি শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের গুরুত্বকে লঘু করে না। বরং তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব ও কমিউনিস্ট চরিত্রের মান এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী মার্ক্সবাদের চর্চা সংক্রান্ত মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও এর ধারণাকে

বিকশিত ও উন্নত করেছেন। যেগুলোকে আজ আয়ত্ত করা ছাড়া উল্লেখিত এঙ্গেলস ও লেনিন এর উদ্ধৃতিগুলোর যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব নয় এবং শুধু মুখস্থ বুলি আওড়ানোর মতই অসারতায় পর্যবসিত হবে।

পয়েন্ট ১৬ :

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছেন। দলের মধ্যে সমচিন্তা পদ্ধতি, সমচিন্তা, সম-বিচার ধারা, সম-উদ্দেশ্যমুখিনতা গড়ে তোলার সংগ্রামের দ্বারা আদর্শগত কেন্দ্রিকতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যখন সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা কার্যকরী হয় – একমাত্র তখনই দলটি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলা চলে। তিনি বলেছিলেন যৌথ নেতৃত্বের ধারণা কখনও বিমূর্ত হতে পারে না। যখন দলের সর্বোচ্চ স্তরের একজন নেতার মধ্য দিয়ে যৌথ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকরণ ঘটে তখনই বলা যাবে যৌথ নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে। এই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বলতে যৌথ জ্ঞানের সর্বোন্নত প্রকাশ ঘটানোকে বোঝানো হয়েছে। যৌথ জ্ঞানের বিশেষীকৃত প্রকাশ একজন নেতার মধ্য দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে না ঘটলে অর্থাৎ যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত প্রকাশ না ঘটলে দলে সমান্তরাল নেতৃত্বের ধারণা তৈরি হয়।

শিবদাস ঘোষের এই বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত জানিয়ে বলা হয়েছে, "একে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে না বলে দলের পরিচালনা ও বিপণ্ঢবী সংগ্রাম বিকাশের প্রয়োজনে সর্ব অগ্রগণ্য অবস্থানে নেতৃত্ব দানে সক্ষম ব্যক্তিত্বকে বুঝলে সর্বগুণে, সর্বজ্ঞানে, গুণান্বিত একক ব্যক্তিকে মহিমান্বিত করার বা গুর"বাদী ঝোঁক অবচেতনভাবে হলেও আসার প্রবণতা রোধ করা যেতে পারে।" বাস্তবে, এভাবে বলার মাধ্যমে দলে যৌথ নেতৃত্ব এবং যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ গড়ে তোলার সংগ্রামের গুরুত্বকে লঘু করা হয়েছে। 'সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটিতে তিনি একক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণ বুঝাতে চাননি। 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলতে এখানে তিনি দলের সমস্ত সদস্যদের যৌথ জ্ঞানের সবচেয়ে উন্নত ও সুন্দরতম প্রকাশ ঘটেছে নেতার মধ্য দিয়ে – এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। এছাড়া এখানে লেনিনের কোটেশনটি কোন প্রাসঙ্গিকতা থেকে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে তা বোধগম্য হয়নি।

অথরিটি মানে শুধু লিডার অফ দি লিডারস নয়, মার্কসবাদী আন্দোলনে অথরিটিরা ইমার্জ করেছেন নেতা-কর্মীদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের যৌথ জ্ঞানের সর্বোত্তম প্রকাশ রূপে। ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের অথরিটিকে অস্বীকার করে তাকে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন নেতামাত্র – এভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই সংশোধনবাদী চিন্তার স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি দেখিয়েছেন – মার্কসীয় চিন্তায় অথরিটি ও গুরুবাদ এক নয়, অথরিটির সঙ্গে নেতা-কর্মীদের সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক।

পয়েন্ট ১৭ :

লেনিনের উক্তি ব্যবহার করে 'সর্বদা একত্রে কাজ ও সর্বদা একত্রে সংগ্রাম' এর মধ্য দিয়ে যৌথতা নির্মাণের বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে। লেনিনের আমলে বুর্জোয়া মানবতাবাদ ঐতিহাসিকভাবে প্রগতির চরিত্র হারালেও আজকের মত নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছায়নি। সেই সময় পার্টির স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ – এই বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ কাজ করেছে এবং 'সর্বদা একত্রে কাজ ও সর্বদা একত্রে সংগ্রাম' – এই ধারণা দিয়ে কাজ চলে গেছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তি সমাজবিমুখ, নিকৃষ্ট আত্মকেন্দ্রিকতার শিকার। সেজন্যই ব্যক্তিবাদকে মোকাবেলা করতে দলের মধ্যে সমষ্টিগত জীবনযাপন চাই, যাতে একত্রে থাকার মধ্য দিয়ে এক অপরের ব্যক্তিবাদকে চিহ্নিত করে ফাইট করতে সাহায্য করতে পারে। কমন কনস্ট্যান্ট ডিসকাশনের অর্থ নেতা-কর্মীরা একা একা চিন্তা না করে সবসময় নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করবে, যাকে ইনফরমাল ডিসকাশন বলে। এটিই কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

আজকের দিনে যৌথতা নির্মাণ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী মার্কসবাদী আদর্শের চর্চা করতে হলে একসাথে কাজ বা সংগ্রাম করার পাশাপাশি একসাথে আলোচনা (Constant Common Discussion) ও যৌথ জীবনযাত্রাও (Constant Common Association) জরুরি। একই সাথে শিবদাস ঘোষ সর্বহারা দলের প্রাণ সর্বহারা গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে দলের মধ্যে one process of thinking, uniformity of thinking, oneness in approach, singleness of purpose গড়ে তোলার কথা বলেছেন। মূলত এই প্রয়োজনে Constant Common Discussion এবং Constant Common Association খুব প্রয়োজনীয়।

কিন্তু '৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত' আলোচনায় বিষয়টিকে খুব লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুটা নতুন সংজ্ঞা আরোপেরও চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এই যৌথ সঙ্গ যদি হয় শ্রমিক শ্রেণী, শোষিত শ্রেণী, নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের সাথে তাদের সংগ্রামে নিত্য সঙ্গ এবং তারই একটা অংশ হিসেবে সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গ তাহলে তার একটা মানে দাঁড়ায়।" কমিউনিস্টরা একসাথে থাকবে কেন? নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের সংগ্রামে নিত্য সঙ্গী হবার বাইরে তাদের অন্য আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এভাবে বলার মধ্য দিয়ে দলের অভ্যন্তরে এ যাবৎকালে গড়ে উঠা যৌথ জীবন সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যেও (পার্টি মেস, পার্টি হাউজ, পার্টি সেন্টার প্রভৃতি) খানিকটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়। অথচ সর্বশেষ পার্টি প্রকাশনায় 'দল কেন্দ্রিক জীবন সংগ্রাম' অংশে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে। তাহলে হঠাৎ করে এই উপলব্ধি পরিবর্তন হলো কেন? এমনকি কেন্দ্রীয় নেতারাও ২০ বছর এ প্র্যাকটিস একসাথে থাকার মধ্য দিয়ে করেছেন। ('দলত্যাগীদের কুৎসা ও অপপ্রচারের জবাব' বইতে এই বিষয়টির উল্লেখ আছে) এ 'যৌথ সঙ্গ' গুরুত্বপূর্ণ অথচ লেনিনের উদ্ধৃতির পরে 'যৌথ সঙ্গ ছাড়া এখানে সবই আছে' বলার মধ্য দিয়ে একে যথাযথ গুরুত্বে

আনা হয়নি। 'মেস লাইফ প্র্যাকটিস'-এর অভিজ্ঞতার সার সংকলন ছাড়া এবং সম্ভাবনা না দেখিয়ে আশঙ্কার কথা বলা নেতিবাচক এ্যাপ্রোচ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এটা মেস লাইফ প্র্যাকটিসে অংশ না নেয়ার একটা অজুহাত হয়ে উঠতে পারে।

এখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশ ও শ্রমিকশ্রেণীকে এক করে দেয়া হয়েছে। লেনিনেরই শিক্ষা, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের চিন্তা বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়, আপনাআপনি জন্ম নেয় না। পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকা এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। সাধারণ শ্রমিকদের সাথে পার্টিকর্মীদের সম্পর্ক আর পার্টি নেতা-কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত চর্চা ও পারস্পরিক মানোন্নয়নের সংগ্রাম এক হতে পারে না।

পয়েন্ট ১৮ :

লেনিনের সময় অথরিটি সংক্রান্ত প্রশ্ন এভাবে আসেনি। এটা এল ক্রুশ্চেভ যখন স্ট্যালিনের অথরিটিকে খাটো করতে চাইল এবং তার দ্বারা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি করতে উদ্যত হল তখন। এই প্রযোজনকে সামনে রেখেই কমরেড ঘোষ অথরিটি সংক্রান্ত যথার্থ ধারণাটা ব্যাখ্যা করলেন। মার্কস থেকে শুরু করে যারাই সাম্যবাদী আন্দোলনে যৌথ জ্ঞানের বিশেষীকৃত অভিব্যক্তি রূপে অথরিটি হিসাবে ইমার্জ করেছেন, তারা কী প্রক্রিয়ায় তা হয়েছেন, সেটাই তিনি সুনির্দিষ্ট রূপে ব্যক্ত করেছেন। মার্কসীয় ধারণায় অথরিটি ও গুরুবাদ এক নয়, অথরিটির সাথে নেতা-কর্মীদের সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক – এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন। তিনি দেখান গুর"বাদ শুধু মাত্র ব্যক্তির মাধ্যমে নয়, দলের কোন একটি বডির মাধ্যমেও চর্চা হতে পারে। একইসাথে তিনি দেখান, শুধু পার্টির মধ্যেই নয়, জনগণের সামনেও অথরিটি সংক্রান্ত সঠিক ধারণা নিয়ে আসতে হয়, নয়তো তা বাস্তবে ব্যক্তিপূজায় পর্যবসিত হয়। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনেও বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে অন্ধ আনুগত্য বা যান্ত্রিক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কারণ হিসেবে শিবদাস ঘোষ অথরিটি সম্পর্কে গুর"বাদী ঝোঁকের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

অথরিটি ধারণার সাথে কেন গুর"বাদের মিল নেই তা বলতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ".. .. গুর"বাদের ভিত্তি হল নেতৃত্বের সাথে সংগ্রাম বিবর্জিত, অন্ধ আনুগত্য; গুর"বাদ মনে করে, অথরিটি কখনো ভুল করতে পারে না; অথরিটি সকল সমালোচনার ঊর্দ্ধে, অর্থাৎ অথরিটিকে শেষ পর্যন্ত একবারে দেবতা বানিয়ে ফেলে। অথরিটি সম্পর্কে এই যে যুক্তিহীন অন্ধ ধারণা এর সঙ্গে অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণাকে কোনোমতেই এক করে দেখা চলে না। অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ধারণা নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াকে বাদ তো দেয়ই না বরং এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়াকে আবশ্যিক পূর্ব-শর্ত বলে মনে করে।"

পয়েন্ট ১৯ :

শিবদাস ঘোষ দেখালেন–'চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদের এই সময়ে কমিউনিস্ট চরিত্রের উন্নত মান অর্জনের জন্য এবং বিপণ্ঢবের পর সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগ করাই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেণী, দল ও বিপণ্ঢবের সাথে একাত্ম হতে হবে।' ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনকে সামনে রেখে কমরেড ঘোষ এ ধারণাটি দেন। এখান থেকেই আসে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের তিনটি শর্তের মধ্যে পেশাদার বিপ্লবীর গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি। তিনি দেখান, আজকের দিনে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের চরিত্রটি কেমন হবে, ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে কোন বিশেষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

শিবদাস ঘোষের এই চিন্তাটি কোনো নতুন বিষয় নয় দাবি করে প্রেক্ষাপট বিচ্ছিন্ন করে স্ট্যালিন ও ডিমিট্রফের উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

'শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি' রচনায় স্ট্যালিন বলেছিলেন, "যেহেতু পার্টি হলো নেতাদের সংগঠন, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে একমাত্র তাদেরই এই পার্টির ও সংগঠনের সভ্য বলে গণ্য করা চলে যারা এই সংগঠনে কাজ করেন এবং স্বভাবতই পার্টির ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেওয়াকে এবং পার্টির সঙ্গে একাত্মভাবে কাজ করাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করেন। " স্ট্যালিনের এই উক্তিটি প্রেক্ষাপট বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্ট্যালিন ওই রচনায় লেনিন বর্ণিত পার্টি সভ্যের ৩টি বৈশিষ্ট্যকে (কর্মসূচি সমর্থন, নিয়মিত চাঁদা প্রদান, কোনো নির্দিষ্ট ফ্রন্টে কাজ করা) সমর্থন করেন। আলোচনার এক অংশে ব্যক্তিস্বার্থকে পার্টি স্বার্থের সাথে মিলিয়ে দেবার কথা বলেন। শিবদাস ঘোষ বর্ণিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী সংগ্রাম করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেবার এই উপলব্ধি স্ট্যালিনের ওই আলোচনা থেকে মূর্তভাবে আসে না। ১৯৫৩ সালে ১৯তম কংগ্রেসে প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টালিটি বলে যে কথাটি যে প্রেক্ষিতে বলেছেন তাতে বোঝা যায় – তিনি সোভিয়েত সমাজে এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই সমস্যাকে পার্টির অভ্যন্তরের একটি সমস্যা হিসেবে দেখেননি।

ডিমিট্রফ ১৯৪৬ সালের ২৭ ফেব্র"য়ারি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় ওয়ার্কার্স পার্টিও কংগ্রেস অধিবেশনে বক্তব্যটি রেখেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে ওয়ার্কার্স পার্টি জয়লাভ করে। এরপর পার্টি সুযোগ সন্ধানী মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে এবং সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ ছাপিয়ে যায়। উদ্ভূত সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার তাগিদ থেকে এই আলোচনায় ডিমিট্রফ সদস্যদের মানের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই প্রেক্ষাপটে ডিমিট্রফ দলের শৃঙ্খলা রক্ষার

প্রশ্নে "আমাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার সবটাকেই পার্টিও স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থেও কাছে বিসর্জন দিতেই হইবে" আলোচনাটি করেন।

ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিলেও যে আজকের দিনে যথার্থ কমিউনিস্ট মান অর্জন করা যায় না এটি আলোচনা করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ দেখান যে, এ যুগে বিপ্লব ও দলের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃশর্তে সারেন্ডার করাই সর্বোন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান হতে পারে না, ব্যক্তিকে বিপ্লব ও দলের সাথে একাত্ম বা বিলীন করে দেয়াই কমিউনিস্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ মান। তিনি বলেন, "... যখন ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেয়ার কথা বলছি, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ব্যক্তিস্বার্থের একটা আলাদা অস্তিত্ব থাকছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করতে পারলে ব্যক্তিস্বার্থের এই আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। ... এই সংগ্রাম আসলে রুচি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংগ্রাম।" [চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম ও দশম কংগ্রেস]

পয়েন্ট ২০ :

বুর্জোয়া ও সর্বহারা গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা। ফলে সেই ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসেবে যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সেটি আসলে গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। ফলে এই গণতন্ত্রের চরিত্র ফর্মাল। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা ক্রিয়াশীল। ফলে তার উপরিকাঠামো হিসেবে সর্বহারা গণতন্ত্রের ধারণা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। সেই যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপের মধ্য দিয়ে দলের অভ্যন্তরে যেমন গ্রুপইজম, ব্যক্তি নেতৃত্ব ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে খতম করা সম্ভব হয় তেমনি প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করা যায়। একইসাথে দলের অভ্যন্তরে সর্বহারা গণতন্ত্র কার্যকর করা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'পার্টির অভ্যন্তরে সর্বহারা গণতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা একমাত্র তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন পার্টি কর্মীদের চেতনার মান একটা ন্যূনতম উচ্চস্তরে পৌঁছেছে। যে স্তরে পৌঁছালে সমস্ত কর্মী, অন্তত বেশিরভাগ কর্মী তাদের চিন্তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। অর্থাৎ মতবিনিময়ের মাধ্যমে তারা পার্টির অভ্যন্তরে তর্ক-বিতর্ক এবং আদর্শগত সংগ্রামে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম।

অন্যদিকে কমরেড লেনিনের উদ্বৃত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া ও সর্বহারা গণতন্ত্রের ধারণা এবং সর্বহারা গণতন্ত্র যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র অপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিক তা বোঝা যাচ্ছে। বলছেন, "দুনিয়ায় এমন একটি দেশও কি আছে, যেখানে গড়পড়তা সাধারণ সারির শ্রমিক, গড়পড়তা সাধারণ সারির কৃষি-মজুর বা সাধারণভাবে গ্রামীণ আধা-সর্বহারারা (অর্থাৎ নিপীড়িতদের, জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশের প্রতিনিধিরা) এমন কোন স্বাধীনতার কাছাকাছিও পৌঁছতে পেরেছে যাতে তারা সর্বোত্তম অট্টালিকাগুলোতে সভা-সমিতি করতে পারে, এমন কোন স্বাধীনতা কি পেয়েছে যেখানে নিজেদের ভাবাদর্শ প্রচারের ও নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে সবচেয়ে বড় ছাপাখানাগুলো ও কাগজের মজুতগুলো ব্যবহার করতে পারে, এমন কোন স্বাধীনতা কি পেয়েছে যেখানে স্ব-শ্রেণীর পুরুষকে শাসনকার্য পরিচালনা ও রাষ্ট্রকে 'গড়ে পিটে রূপদান' করার কাজে উন্নীত করতে পেরেছে, যেমন হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ায়?"

লেনিন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে সর্বহারা গণতন্ত্রের ধারণা সুনির্দিষ্টরূপে বোঝার জন্য শিবদাস ঘোষ এই আলোচনা করেছেন। সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে সর্বহারা গণতন্ত্র এর প্রয়োজনীয়তা শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। একটি বিপ্লবী পার্টির অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের দায়বদ্ধতা, পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ নির্মাণ করতে সর্বহারা গণতন্ত্র আয়ত্ত করতে হয়। এটি ব্যতিত পার্টির অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে না। লেনিন এবং শিবদাস ঘোষের সর্বহারা গণতন্ত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা।

পয়েন্ট ২১ :

শিবদাস ঘোষের এই কথাকে যথার্থ বললেও ইতিহাসের কিছু ঘটনার কথা উলেণ্টখ করে তাঁর আলোচনায় উঠে আসা যথার্থ উপলব্ধির ঘাটতি তৈরি করা হয়েছে।

পয়েন্ট ২২ :

২০তম কংগ্রেসের রিপোর্টে কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব কর্তৃক স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ইত্যাদি পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। আবার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়ম– এসকল ব্যাপারে ঠিক আছে বলেও তিনি উলেণ্টখ করেন। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলে যেভাবে ব্যক্তি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বাস্তবে এর মাধ্যমে যে সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটিকেই যে অস্বীকার করা হয়, তাও শিবদাস ঘোষ উলেণ্টখ করেছেন। তিনি দেখালেন, একজন ব্যক্তির বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকাকে যদি স্বীকার না করি, তবে উগ্র গণতন্ত্রের ধারণার জন্ম দেবে-যা আবার দলের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের বিশেষীকৃত ধারণার অবলুপ্তি ঘটাবে।

শিবদাস ঘোষের এই মূল্যায়নের পরও তাঁর বক্তব্যের কথিত সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে এই বলে, "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের রিপোর্ট প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ শোধনবাদের স্বরূপ নানা দিক থেকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তের জায়গায় পৌছতে পারেননি।" সেই সময় কি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তে যাবার বাস্তবতা ছিল?

কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৫৬ সালে রিপোর্ট প্রকাশিত হবার ৩ মাসের মাথায় সংশোধনবাদের কিছু উপসর্গ উলেণ্ঢখ করে মূল্যায়নটি তুলে ধরেন। সেদিন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন সামনে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে যতটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তার ভিত্তিতেই ছিল এই মূল্যায়ন। আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এনভার হোজ্জা ১৯৫৬ সালে বিংশতি কংগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে সমালোচনা করলেও 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান', 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ'এর মতো বিষয়গুলোতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা হাজির করেননি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫৬ সালে রিপোর্টের ভূয়সী প্রশংসা করলেও পরবর্তীতে সেখান থেকে সরে আসে। ১৯৫৭ সালে একটি মূল্যায়ন 'সংশোধনবাদের আভ্যন্তরীণ উৎস হচ্ছে বুর্জোয়া প্রভাবের অস্তিত্ব আর এর বহিঃস্থ উৎস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে আত্মসমর্পণ' দাঁড় করানো হয়। যদিও এই মূল্যায়ন থেকে সোভিয়েট পার্টি সম্পর্কে যথার্থ বিশেণ্ঢষণ পাওয়া যায় না। সেদিন বিশ্বের বেশিরভাগ কমিউনিস্ট পার্টির সোভিয়েত নেতৃত্বের প্রতি স্তুতি আর সমর্থনের ভীড়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে উপসর্গগুলোর কথা উলেণ্ঢখ করেছিলেন তা পরবর্তীতে বিকট রূপ লাভ করে এবং সোভিয়েট নেতৃত্বকে পুরোপুরি শোধনবাদী নেতৃত্বে পরিণত হয়েছিল। এই মূল্যায়নও আমরা পরবর্তীকালে শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন লেখায় পাই। তবে এই প্রসঙ্গে শিবদাস ঘোষ একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন – 'নেতৃত্ব পুরোপুরি শোধনবাদীতে পরিণত হলেও গোটা পার্টি সাথে সাথে অমার্কসবাদী পার্টিতে পরিণত হয় না। কারণ যথার্থ শ্রমিক শ্রেণীর দলের নেতৃত্ব শোধনবাদী নেতৃত্বে পরিণত হলেই শ্রমিক শ্রেণীর দলের মূল শ্রেণীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায় না।' এটিই শিবদাস ঘোষের বিশেণ্ঢষণের বিশিষ্টতা। মূলত এই কথাটিকে ধরে এই পয়েন্টে বলা হয়েছে শিবদাস ঘোষ পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এ ধরনের ভ্রান্ত বিশেণ্ঢষণ ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর।

পয়েন্ট ২৩ :

কমরেড শিবদাস ঘোষ আধুনিক শোধনবাদ নিয়ে কথা বলেছেন। এই শোধনবাদ ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ায় পরিচালিত হয়েছে। সংশোধনবাদ নিয়ে মার্কসের সময় থেকেই নানা আলোচনা ছিল। পরবর্তীতে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং ও এই আলোচনা করেন। তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে কমরেড শিবদাস ঘোষ আধুনিক সংশোধনবাদ সম্পর্কে এই আলোচনা করেন। শিবদাস ঘোষ আধুনিক সংশোধনবাদের কারণ হিসেবে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ ও চেতনার নিম্নমানকেই দায়ী করেন এবং সেই সম্পর্কে বিশদ বিশেণ্ঢষণ তুলে ধরেন।

পয়েন্ট ২৪ :

স্ট্যালিনের ব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত একটি সাধারণ আলোচনা থেকে কথাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাঁর এই আলোচনাকে আরও বেশি বিশেণ্ঢষণাত্মক, বিস্তৃত করেছেন শিবদাস ঘোষ। যা আধুনিক সংশোধনবাদের এই কালে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। শিবদাস ঘোষ যখন 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ'এর কথা বলেন তা স্ট্যালিনের 'ব্যক্তিবাদ' এর থেকে তাৎপর্যে ভিন্ন হয়ে যায়।

শিবদাস ঘোষ যাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ বলেছেন তা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমাজতন্ত্র থেকে অধিকতর ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা নেয়ার ক্রমবর্ধমান ঝোঁক। এটি পুঁজিবাদী ব্যক্তিবাদী মানসিকতা যেটা বাড়তে বাড়তে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেয়।

একইভাবে এই পয়েন্টের শেষে বলা হল "... ... সচেতন সংগ্রামের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তা (ব্যক্তিবাদ) মোকাবেলা করা যাবে।" এর মাধ্যমে ব্যক্তিবাদ মোকাবেলার যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির কথা বলা হলো তার মর্মার্থ একমাত্র লেখক নিজেই বলতে পারবেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকে দুর্বল, মূলত সুপারস্ট্রাকচারে পুঁজিবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পয়েন্ট ২৫ :

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতি অনুসারে বিকাশের পথে অবলুপ্তির ও অবলুপ্তির পথে বিকাশ এই সত্যের উপর ভিত্তি করে কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন রাষ্ট্রের নিজস্ব যে নিয়ম আছে তাকে ক্রমাগত অকার্যকর করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে। মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক নয়। বরং তাঁদের শিক্ষাকে ভিত্তি করে শিবদাস ঘোষ দেখান যে ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের অবসানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে। ব্যক্তিও সেদিন সকল প্রকাশ সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করবে। ব্যক্তির মুক্তি এবং রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রশ্নে শিবদাস ঘোষের এই দার্শনিক ব্যাখ্যাটি গভীর অর্থবহ।

পয়েন্ট ২৬ :

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্ট্যালিন বলেছিলেন, The feature that distinguishes soviet society today from any capitalist society is that it no longer contains antagonistic, hostile classes … is free of class conflicts …(18^{th} congress report). অষ্টাদশ কংগ্রেসের রিপোর্টে স্ট্যালিন সোভিয়েট ইউনিয়ন শ্রেণীহীন সমাজ ঘোষণা করায় তার প্রেক্ষাপটে শিবদাস ঘোষ এই আলোচনা করেন। এখানে স্ট্যালিনের যে উক্তি তুলে ধরা হয়েছে সেটা তার রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রশ্নে বক্তব্য। যদিও বক্তব্য দুটি পরস্পর সম্পর্কিত কিন্তু তা এক নয়। এখানে প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। কেউ মনোযোগ দিয়ে পড়লে পার্থক্য স্থাপন করতে পারবে।

পয়েন্ট ২৭ :

শিবদাস ঘোষ যা বলেছেন এখানে সে প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই নেই। চীনের আকার, জনসংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে সাংস্কৃতিক বিপণ্ঢবের তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার যৌক্তিকতা নির্ণয় হয় না। এখানে শিবদাস ঘোষকে ভুল প্রমাণিত করার যথেচ্ছা চেষ্টার কারণেই এমন মূল্যায়ন দাঁড় করানো হয়েছে।

পয়েন্ট ২৯ :

প্রথম লাইনে "এভাবে মন্তব্য বা অভিযোগ আনাটা সঠিক হবে না" – এ কথা বলে এখানে চীনা পার্টির যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তাতে একটি দেশে বিপণ্ঢব আমদানি বা রপ্তানি করা যায় না এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই বক্তব্যের দ্বারা বাস্তবে এটাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হলো যে, তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর বিপণ্ঢবের স্তর জনগণতান্ত্রিক বলে শিবদাস ঘোষ যে বক্তব্যটি রেখেছেন সেই তথ্যটিই সঠিক নয়। অর্থাৎ চীনের পার্টি এমন কথা কখনো বলেনি। বাস্তবে এই কথার দ্বারা তাঁর সততাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হলো। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস-এর ওপর আলোচনায় কমরেড ঘোষ বলেছিলেন, "... চীনের পার্টির পুরনো বিভিন্ন দলিল থেকে আমরা পেয়েছি যে, তাঁরা সমস্ত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোকে ঢালাওভাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ফেলেছেন।" বাস্তব ঘটনাবলী থেকেও এর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। চীনের পার্টি কর্তৃক স্বীকৃত ভারতবর্ষের সিপিএম ও সিপিএমএল উভয়েরই বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক। বিশ্বজুড়ে মাওবাদী বলে পরিচিত পার্টিগুলোর প্রায় সবারই বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক। যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এখানে সেটা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে না।

পয়েন্ট ৩০ :

গত কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরে পার্টি সাধারণ সম্পাদক রচিত 'সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে' বইয়ের ৩৩ পৃষ্ঠায় '১২ পার্টি ও ৮১ পার্টি ব্যর্থ হয়েছিল' শিরোনামে যে মূল্যায়ন তা সম্পূর্ণরূপে শিবদাস ঘোষের বিশেণ্ঢষণের অনুরূপ। সেখানে বলা হয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ক্রুশ্চেভের নয়া শোধনবাদিতার বির"দ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়েছিল। শিবদাস ঘোষ এ সম্পর্কে আরও বলেছিলেন, 'আদর্শগত ক্ষেত্রে আপোষ কোনো কিছুর বিনিময়ে করা যায় না। আদর্শগত বিরোধ আসলে তা প্রয়োজনে জনগণকে সাথে নিয়ে করতে হয়। কিন্তু এর কোনো কিছুই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি করেনি। সোভিয়েট পার্টির সাথে তাদের যতটুকু আদর্শগত ঐক্য ছিল তার ভিত্তিতেই এই সংকট মোকাবেলা করা যেত। কিন্তু তা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।' এই ছিল গত ২০১২ সালেও আমাদের মূল্যায়ন। কিন্তু আজ শিবদাস ঘোষকে অন্ধভাবে বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজেদের ঘোষিত বক্তব্যকেও অস্বীকার করা হচ্ছে।

১৯৫৭ সালে ১২টি সমাজতান্ত্রিক দেশের পার্টির দলিলে বলা হয়েছিল, "সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম রিপোর্টে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহ শুধু যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজম গঠনের ক্ষেত্রেই বিপুল গুরুত্বপূর্ণ তাহা নহে, ইহা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত করিয়াছে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারায় ইহার বিকাশের পথে আরেকধাপ রচনা করিয়াছে।" "এইভাবে ১২ পার্টি ও ৮১ পার্টির দলিলের নামে সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ এবং বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছিল।" [সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে (খসড়া), পৃষ্ঠা-৪৪]

পয়েন্ট ৩১ :

উপর উপর ভাসা ভাসা কিছু কথা বলে আচরণবিধি সম্পর্কে কি মূল্যায়ন দাঁড় করানো হলো বোঝা গেল না। তবে বর্তমান সময় পর্যন্তও কমিউনিস্ট আচরণবিধি সম্পর্কে বুঝতে শিবদাস ঘোষ রচিত 'বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি' বইটি কমরেডদের পড়তে দেয়া হয়। যার কোনো উলেণ্ঢখ এখানে নেই।

পয়েন্ট ৩২ :

শিবদাস ঘোষ যা বলতে চেয়েছেন তা হলো রাজনীতিবিদরা যে বড় চিন্তা আনেন সাহিত্যিকরা তা সামাজিক বাস্তবতায় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নানা চরিত্রে রূপায়ন করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন। এগুলো করার মধ্য দিয়ে যে রসবোধ তৈরি হয়, অভাববোধ তৈরি করে তার জন্য রাজনীতিবিদরা সাহিত্যিকদের কাছে যায়। একইসাথে বড় চিন্তার জন্য সাহিত্যিকরা রাজনীতিবিদদের কাছে আসে। শিবদাস ঘোষ বলেছেন বড় মানুষদেরও অভাব থাকে। একজন আরেকজনের কাছে ঋণী থাকে।

পয়েন্ট ৩৩ :

যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন সম্পর্কে শিবদাস ঘোষের আলোচনায় না গিয়ে এসইউসিআই-এর যুক্ত আন্দোলন সম্পর্কে একটি সমালোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

পয়েন্ট ৩৪ :

৪০ পয়েন্টের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আলোচনা আছে–রাশিয়ার 'সোভিয়েত'গুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আজকের দিনে গণআন্দোলনে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

পয়েন্ট ৩৬ :

এখানে শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের সাথে কেন ভিন্নমত পোষণ করা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে শুধুমাত্র মন্তব্য করা হয়েছে। পঞ্চম দ্বন্দ্বের সিদ্ধান্ত ঠিক কি বেঠিক ছিল তৎকালীন প্রেক্ষিতে (যদিও বর্তমানে এটি ক্রিয়াশীল নেই) সে সম্পর্কে এখানে ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন করা হয়নি।

পয়েন্ট ৩৭ :

এখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ জাতি গঠন, ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তৈরি হওয়ার ঐতিহাসিক কারণ উদ্ঘাটন, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন ও সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে কোথায় কি ঘটনা ঘটেছে তা তার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না। পরবর্তীতে সৃষ্ট ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এই আলোচনা 'কতটা অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশে সহায়ক ছিল' এভাবে প্রশ্ন তুলে তাঁর এই মূল্যায়নকে নাকচ করার চেষ্টা হয়েছে।

পয়েন্ট ৩৮ :

এই বিষয়গুলো তাঁর মৌলিক চিন্তা হিসেবে বলা হয়নি কিন্তু নিজেদের শিক্ষিত হবার প্রয়োজনে এই চিন্তাগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত বক্তব্য আমরা গ্রহণ করেছি এবং ১৯৮৪ সালে ছাত্র ফ্রন্টের ঘোষণায় শিক্ষা সার্বজনীন, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক এই দাবিগুলো উচ্চারণ করে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে বিশিষ্ট চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

পয়েন্ট ৩৯ :

পার্টি প্রকাশিত পুস্তিকা 'বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র, একটি মতবাদিক বিতর্ক' থেকে উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে। একসময় যে পুঁজিপতি শ্রেণী জাতীয় সার্বভৌমত্বের পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছিল আজ মুনাফার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সহযোগী হয়ে নিজেদের বাজার খুলে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

পয়েন্ট ৪০ :

পার্টি প্রকাশিত 'সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন' পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে। এই আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনীয় বিশেণ্ডষণে নূতন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে তা তুলে ধরেন। লেনিন দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বাজার দখলের জন্য যুদ্ধের সৃষ্টি করত। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই দেশগুলো তাদের নিজেদের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই অর্থনীতির সামরিকীকরণ করেছে। ফলে তারা এখন সমরাস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রি করে নিজের অর্থনীতিতে কৃত্রিম তেজীভাব এনে সাময়িকভাবে সংকট কাটানো ও নিজেদের মুনাফা নিশ্চিত করেছে। ফলে লেনিন যখন বলেছিলেন "সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়" – এ কথাটি তাদের বাজার দখলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছিলেন। আর আজকের দিনে তার কাছে মুখ্য হলো অস্ত্র বিক্রি করে তার মুনাফা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা। এর জন্যই সে দেশে দেশে যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করতে চায়।

মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব (প্রকৃতি বিজ্ঞান ও দর্শন) বিষয়ক শিবদাস ঘোষের আলোচনা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে কিছু সংযোজন

আরোহী এবং অবরোহী যুক্তি

অভিযোগ তোলা হয়েছে, আরোহী এবং অবরোহী যুক্তির মধ্যে আরোহী যুক্তিকে 'প্রায়র' (prior) বলার মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। এই দুই যুক্তিধারার মধ্যে complementary-supplimentary (অনুপূরক-সম্পূরক) আন্তঃসম্পর্কের বদলে আরোহী যুক্তিকে প্রায়র বলে তিনি দর্শনগতভাবে ভুল অবস্থান নিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে তিনি এঙ্গেলসের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন।

অভিযোগগুলিকে বিশ্লেষণ করার আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ ঠিক কী বলেছেন তা দেখা যাক। 'জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে' পুস্তিকাটি যে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের আলোচনা থেকে সংকলিত, সেই আলোচনায় তিনি প্রথমে আরোহ এবং অবরোহ যুক্তিধারা কী তা কর্মীদের কাছে রেখেছেন : "বিশেষ ঘটনা থেকে শুরু করে তাকে সাধারণীকরণ (generalise) করতে করতে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতি, যুক্তিশাস্ত্রের সেই পদ্ধতিকে বলা হয় আরোহ শাস্ত্র (inductive logic)। আর যে সাধারণ সত্য বা ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তার আলোকে কোনো বিশেষ ঘটনাকে বিচার করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় অবরোহ শাস্ত্র (deductive logic)।" এরপর তিনি এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন : "আরোহ শাস্ত্র ও অবরোহ শাস্ত্র এই দুটো একে অপরের পরিপূরক, একে অপরকে সাহায্য করে – অনুপূরক-সম্পূরক (complementary-supplimentary)। শুধু তাই নয়, মানুষ আসার পর যেমন যেমন চিন্তা করার ক্ষমতা সে অর্জন করেছে তেমন তেমন করে গড়ে উঠেছে তার যুক্তি করার ক্ষমতা, গড়ে উঠেছে আরোহ ও অবরোহ এই দুটো প্রক্রিয়া। তারা যেমন পরিপূরক-অনুপূরক চরিত্র অর্জন করেছে, আবার একথাও ঠিক, আরোহের মধ্যে অবরোহ আছে এবং অবরোহের মধ্যে আরোহ আছে।" এখানে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা কোথায়? এই দুই যুক্তিধারাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান ও দর্শনের আধুনিক ধারণাই কর্মীদের কাছে তুলে ধরেছেন তিনি।

তারপর তিনি একটি মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন। দেখিয়েছেন, আরোহ ও অবরোহ যুক্তিধারার মধ্যে আরোহ যুক্তিই প্রায়র। তাঁর যুক্তি হল, "মানুষ আসার পর চিন্তাপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার একেবারে প্রথম অবস্থায় তার সামনে কোনো কিছুই জানা ছিল না। এবং স্বাভাবিকভাবেই চিন্তাপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সেই প্রথম অবস্থায় মানুষের সামনে এমন কোনো সাধারণ সত্য ধারণা গড়ে ওঠেনি যার সাহায্যে বা আলোকে সে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বিচার করতে পারে। ফলে সভ্যতার শুরুতে, আমার মতে, মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াতে লজিকের যে বিচারপদ্ধতি কাজ করেছে সেটা প্রধানত আরোহ। তাই আমি বলতে চাইছি, এ দুয়ের মধ্যে আরোহ হচ্ছে প্রায়র – তার বিকাশের ধারায় এসেছে অবরোহ। অর্থাৎ অবরোহ এসেছে মূলত আরোহের পর।" মূল প্রশ্ন হচ্ছে, এই বক্তব্য সঠিক না ভুল?

আরোহী যুক্তিতে সাধারণ (general) সিদ্ধান্তে আগে না পৌঁছালে বিশেষ (particular) ঘটনাকে বিচার করা বা অবরোহ যুক্তি প্রয়োগ আদৌ সম্ভব কি? যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, তারা এই মৌলিক বিষয়টা এড়িয়ে গিয়ে শুধু অভিযোগ করেছেন যে কমরেড ঘোষের বক্তব্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। বিনীতভাবে জানাই, যা সত্য তা কখনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। সত্য স্বীকার না করলেই সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি, সে দিকে কমরেড ঘোষই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : "একথা না বুঝলে মেনে নিতে হয় যে মানুষ প্রথম থেকেই এমন কিছু চিন্তা নিয়ে এসেছে যার সাহায্যে সে অবরোহের রূপেই চিন্তা করতে পারত। এর অর্থ দাঁড়ায়, গোড়া থেকেই চিন্তা কোনো না কোনো রূপে তার মস্তিষ্কে নিহিত ছিল। এভাবে ভাবলে ভাববাদের খপ্পরে পড়তে হয় যার সাথে বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই।" খালেকুজ্জামানরা আসলে সঠিক যুক্তিকে অস্বীকার করার মাধ্যমে এই বিভ্রান্তিরই শিকার হয়েছেন।

তারা আরও অভিযোগ এনেছেন যে, কমরেড ঘোষ নাকি এঙ্গেলসের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। আসলে বিজ্ঞান-দর্শনের ইতিহাসের কয়েকটি দিক না বুঝলে এঙ্গেলস এবং কমরেড ঘোষ কী প্রেক্ষিতে কথাগুলো বলেছেন তা বোঝা যাবে না। রেনেসাঁসের যুগে, যখন আগের যুগের বিশ্বাসগুলির উপর ভরসা না রেখে বিজ্ঞানকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রশ্ন এসেছিল, তখন ইংল্যান্ডের দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন একটা দিকনির্দেশ রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এখন প্রয়োজন প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা, আর আরোহী পদ্ধতিতে সেই তথ্য থেকে সাধারণ সত্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করা। যেমন বহু স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে স্তন্যপায়ী জীবগোষ্ঠীর সাধারণ চরিত্র নির্ণয় করতে হবে। বহু মাছ, পাখি ও সরীসৃপ পর্যবেক্ষণ করে সেই সব জীবগোষ্ঠী সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বাস্তবে জীববিদ্যার যাত্রা শুরু হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত থেকেই। শুধু জীববিদ্যা নয়, কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম, এসিড, অ্যালকালি, ধাতু, অধাতু ইত্যাদির সাধারণ ধর্ম বার করা এবং পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল আরোহী যুক্তি প্রয়োগ করেই। একসময় বিজ্ঞান বলতে এই আরোহী যুক্তি প্রয়োগই বোঝাত; বিজ্ঞানকে বলা হত 'inductive science'।

বিজ্ঞান যত এগোল, শুধুমাত্র আরোহী যুক্তিকে ভিত্তি করে জ্ঞান-সৃষ্টির সমস্যাগুলি সামনে আসতে লাগল। দেখা গেল, আরোহী যুক্তিকে ভিত্তি করে জীবজগৎ ও পদার্থের নানা শ্রেণীবিভাগে এক একটা শ্রেণীর সাধারণ চরিত্র যা জানা গিয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে। মৌলপদার্থগুলিকে ধাতু এবং অধাতু – এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। এমন কিছু মৌল পাওয়া গেল যাতে ধাতু এবং অধাতু – দুটির গুণই বর্তমান। সরীসৃপের সাধারণ ধর্ম ভাবা হয়েছিল যে তারা ডিম পাড়ে। দেখা গেল কিছু কিছু সাপ আছে যারা সরাসরি বাচ্চা দেয়। এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এঙ্গেলস ওই কথাগুলি লিখেছিলেন, যা খালেকুজ্জামানরা উদ্ধৃত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি আরোহী যুক্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা দেখালেন, এবং শুধুমাত্র আরোহী যুক্তিতে তত্ত্বনির্মাণের সমস্যাগুলিকে সামনে এনে অবরোহী যুক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজনটিও চিহ্নিত করলেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-দার্শনিকদের একটি অতি আরোহবাদী ঝোঁকের সমালোচনা করে তিনি দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করেছিলেন। সে যুগে সেটার প্রয়োজন ছিল। লক্ষণীয়, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের কোনো বিরোধ নেই।

তাহলে, শিবদাস ঘোষের বক্তব্য আর এঙ্গেলসের বক্তব্য দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সমস্যা ও পরিপ্রেক্ষিতে (context)। প্রতিপাদ্য বিষয় দুটিই আলাদা। এঙ্গেলস আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতি – দুটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শুধুমাত্র আরোহী পদ্ধতিতে তত্ত্বনির্মাণের সমস্যাগুলি চিহ্নিত (point out) করেছেন, আর শিবদাস ঘোষও দুটিকেই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন (deal) ইতিহাসে কোনটি আগে এসেছে সেই প্রশ্নটা নিয়ে। সে কারণে শিবদাস ঘোষকে বিরোধিতা করতে এঙ্গেলসের বক্তব্যটা উদ্ধৃত করা সম্পূর্ণ অবান্তর।

শিবদাস ঘোষের বক্তব্য থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হল, আরোহী যুক্তির প্রয়োগ ছাড়া অবরোহী যুক্তির প্রয়োগই সম্ভব নয়। মানুষের প্রথম চিন্তার স্ফুরণ আরোহী যুক্তির ভিত্তিতেই হয়েছিল। বহু বিশেষ ক্ষেত্রে আগুনের চরিত্র থেকে আগুনের সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে না পারলে আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বহু বিশেষ বীজ মাটিতে পড়ে আঙ্কুরোদগম এবং তা থেকে গাছের সৃষ্টি দেখে আরোহী প্রক্রিয়ায় যুক্তি না করলে কৃষি আবিষ্কার সম্ভব নয়। এমনকি ভাষার ব্যবহারের মধ্যে যে abstruction (বিমূর্তায়ন) নিহিত থাকে তাও আরোহী যুক্তিরই সৃষ্টি। 'ফল' শব্দটি তৈরিই হতো না, যদি আম, লিচু, কলা, আপেল প্রভৃতি বহু আলাদা আলাদা ফল থেকে ফলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি সম্বন্ধে ধারণা না জন্মাতো।

বিষয়টি শুধু আদিম মানুষের চিন্তার স্ফুরণে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরোহী যুক্তির প্রয়োগ ব্যতিত এস্ট্রোফিজিক্স (astrophysics) সম্ভবই নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীকে ধরে নিতেই হয় পৃথিবীর বুকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে বস্তুর যা ধর্ম আমরা জেনেছি, সুদূর নক্ষত্রে সেই নিয়মকানুনই খাটে। ম্যালেরিয়া রোগটির সাধারণ ধর্ম ও প্রতিষেধক সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে চিকিৎসক প্রত্যেকটি বিশেষ রোগীর চিকিৎসা করতেই পারতেন না। সেরকমই, বিজ্ঞানী তাঁর নিজের গবেষণার ক্ষেত্রে এক পাও ফেলতে পারেন না আরোহী সিদ্ধান্তের সাহায্য ছাড়া।

আজকের যুগেও তাই আরোহী ও অবরোহী যুক্তি দুটি নিয়েই চলতে হয়। একটিকে অন্যটির পরিপূরক-সম্পূরক হিসেবে দেখতে হয়। কিন্তু আরোহী সিদ্ধান্ত ছাড়া অবরোহী যুক্তির প্রয়োগ যেহেতু সম্ভব নয়, তাই আরোহীই আগে আসে। সেটাই প্রায়র। শুধু, আরোহী যুক্তিতে পৌঁছানো সিদ্ধান্তের ব্যাপক সত্যতা যাচাই করতে করতেই এগোতে হয় বিজ্ঞানীকে, যেটির দিকে আঙুলি নির্দেশ করেছিলেন এঙ্গেলস।

মানুষ সবসময়ই পর্যবেক্ষণ করতে পারে particular (বিশেষ)-কে। তার থেকে general (সাধারণ) সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হয়, আবার সেই general (সাধারণ) সিদ্ধান্তকে অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে হয়।

গুণগত পরিবর্তন থেকে পরিমাণগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা

বস্তুজগতের নানা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন, কোনো বস্তুরই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সরলরৈখিক পথে এগোয় না। তার মধ্যে সূক্ষ্ম পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে চলতে একসময় বস্তুটির গুণগত পরিবর্তন হয়ে যায়। পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা যেমন থাকে, ছেদও থাকে। বিজ্ঞান দেখিয়েছে, বিবর্তনের কোনো প্রক্রিয়াকেই পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের সমন্বয় হিসেবে না দেখলে চলে না। এই সাধারণ সত্যটি সূত্রবদ্ধ হয়েছিল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সিদ্ধান্তে : "quantitative change to qualititave change and vice vrersa."

এর মধ্যে প্রথমটা, অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে যে গুণগত পরিবর্তন হয় – এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতেই মার্কস এবং এঙ্গেলসকে বহু যুক্তি, তথ্য এবং সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। ফলে তাঁদের লেখায় এই দিকটিই সিংহভাগ অধিকার করে আছে। vice vrersa অংশটা, অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তন যে পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটায় (পরিবর্তনকেও প্রভাবিত করে) সেটা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা তাঁদের লেখায় পাওয়া যায় না। এর ব্যাখ্যা লেনিন, স্ট্যালিন বা মাও এর লেখাতেও খুব একটা পাওয়া যায় না।

এই ফাঁকটুকুই (vice vrersa) পূরণ করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ এবং মার্কস-এঙ্গেলসের যুক্তিধারা অবলম্বন করে, এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করেন। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে দিকটির প্রতি তা হল, যে কোনো বস্তুই ক্ষুদ্রতর বস্তুর সমাহার, যেমন এক গ্লাস জল অসংখ্য জলের অণু দিয়ে গঠিত; মানব শরীর অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত; সমাজ সংখ্য মানুষের সমাহার। যখন কোনো macroscopic বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন হয়, সেটা হয় তা যে গঠন একক (building block) দিয়ে গঠিত সেগুলির গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমেই। অর্থাৎ কোনো বস্তু যখন পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তনের দিকে চলেছে তখন deeper স্তরে তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন হয়, এবং সেই অর্থে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন interpenetrating।

খালেকুজ্জামানরা প্রশ্ন তুলেছেন এই বক্তব্যের সঠিকতা সম্পর্কে। তাই আমাদের বিচার করতে হবে, কোনো বস্তুর গুণগত পরিবর্তন হওয়ার পথে যখন পরিমাণগত পরিবর্তনের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছে, তখন ক্ষুদ্রস্তরে সে যে গঠন একক (building block) দিয়ে গঠিত তাদের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন সত্যিই ঘটে কি? সেই পরিবর্তনগুলি বৃহৎ বস্তুটির গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে কি? কয়েকটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি দেখা যাক।

ধরা যাক কপার সালফেট বা তুঁতের ঘন দ্রবণ উষ্ণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। প্রথমে তুঁতে আছে তরল দ্রবীভূত অবস্থায়, কেলাসীভবন হলে তা কঠিন অবস্থা ধারণ করবে; অর্থাৎ তার গুণগত পরিবর্তন হবে। যখন তুঁতে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে, তখন কপার আয়ন আর সালফেট আয়ন আলাদাভাবে জলের মধ্যে রয়েছে। জলের অণু এবং এইসব আয়নগুলি সচল। তাদের মধ্যে নিরন্তর ধাক্কাধাক্কি চলছে এবং গতিশক্তির বিনিময় চলছে। যতক্ষণ তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মাত্রার উপরে আছে ততক্ষণ কপার আয়ন এবং বিপরীত চার্জসম্পন্ন সালফেট আয়ন ধাক্কা খেলেও জুড়ে যেতে পারছে না। তাদের গতির কারণেই আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে গড় গতিশক্তি ধীরে ধীরে কমছে। এবার দেখা যাবে কোনো কোনো কপার এবং সালফেট আয়ন জুড়ে যেতে পারল, আবার আলাদা হয়ে গেল না। অর্থাৎ microscopic scale-এ তার গুণগত পরিবর্তন হল। পুরো দ্রবণটার অর্থে কিন্তু সেটা পরিমাণগত পরিবর্তনই।

এরপর দেখা যাবে যে অণুগুলিতে এই গুণগত পরিবর্তন ঘটছে তারা কেলাসীভবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। অন্য কপার এবং সালফেট আয়ন তার গায়েই জমাট বাঁধছে, বহু অণু একত্র হচ্ছে, দানাগুলি আস্তে আস্তে বড় হয়ে কেলাসের চেহারা নিচ্ছে। এটা প্রমাণ করে যে, যে অণুগুলির প্রথম গুণগত পরিবর্তন হল তারা অন্যদের গুণগত পরিবর্তন ঘটতে সাহায্য করছে, অর্থাৎ পুরো দ্রবণটির কেলাসীভবনে বা সেই অর্থে macroscopic scale-এ গুণগত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে।

এবার কমরেড শিবদাস ঘোষের দেওয়া উদাহরণটিতে ফিরে আসা যাক। "যেমন ধরুন জল। যখন তাপ দিতে থাকবেন, ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে বাটির পুরো জলটা বাষ্প হওয়ার আগেই বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বাটির সমস্ত জলটা একসঙ্গে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছায় না। কোনো কোনো বিন্দুতে যেখানে যেখানে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তৈরি হয় সেখানে সেখানে জল একটু একটু করে বাষ্প হয়, তরল জলের পরিমাণও একটু একটু করে কমতে থাকে। পরিমাণ একটু একটু করে কমছে, একটু একটু করে বাষ্প ওপরে উঠে যাচ্ছে, সেই অনুপাতে তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে পুরো জলটাই ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে বাষ্প হচ্ছে।"

এই প্রক্রিয়াটিতে সূক্ষ্মস্তরে কী ঘটছে এবার দেখা যাক। পাত্রের জলটুকুতে আছে কোটি কোটি জলের অণু। তারা সবাই সচল, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তরল অবস্থায় তাদের গতি এমনই যে তাদের ঘোরাফেরা জলের আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় জলকে তাপ দেওয়া হচ্ছে, ফলে অণুগুলির গতিশক্তি বাড়ছে। সবকটিতে সমানভাবে বাড়ছে তা নয়। বিভিন্ন অণু বিভিন্ন গতিতে চলমান, কিন্তু তাদের গড়পড়তা গতি বাড়ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ – বিশেষত যারা পাত্রের নিচে আগুনের কাছাকাছি আছে – তারা বাষ্প হবার মতো গতিশক্তিপ্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের গুণগত পরিবর্তন সূচিত হল। আবার পুরো জলটুকুর অর্থে তা তাপমাত্রার একটু বৃদ্ধি – অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন।

যখন পরিস্থিতি অনুকূল নয়, অর্থাৎ তাপমাত্রা যথেষ্ট বাড়েনি, তখন এই বাষ্প-অণুগুলি উপরে ওঠার পথেই অন্য অণুদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে গতিশক্তি হারাবে, পুনরায় তরল জলে পরিণত হবে। তাপমাত্রা আরও বাড়লে যে অণুগুলি অধিক গতিশক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে তারা অন্য অণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে গতিশক্তির আদানপ্রদান করলেও যথেষ্ট গতিশক্তি থেকে যাবে। অর্থাৎ তারা বাষ্প অবস্থাতেই উপরে উঠতে থাকবে। এই অবস্থায় দেখা যায় আরও অনেক জলের অণু তাদের সংস্পর্শে বাষ্পে পরিণত হয় এবং শত শত বাষ্প-অণু একত্রে বুদবুদের আকার নেয়। এই বুদবুদ সৃষ্টিই প্রমাণ করে যে, যে অণুগুলির গুণগত পরিবর্তন আগে হয়েছে তারা অন্য অণুদের গুণগত পরিবর্তনে সাহায্য করে, এবং সেই অর্থে পুরো জলটুকুতে গুণগত পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে।

খালেকুজ্জামানরা প্রশ্ন তুলেছেন, বাষ্প তো লীনতাপ বা latent heat নিয়ে বেরিয়ে যাবে। ফলে তার গুণগত পরিবর্তন জলটুকুকে ঠাণ্ডা করতেই সাহায্য করবে। ফলে তাঁদের বক্তব্য, অণুগুলির বাষ্পীভবন পুরো জলটুকুর গুণগত পরিবর্তনে সাহায্য করে না।

বিষয়টিকে দু'ভাবে বোঝা দরকার। প্রথমত, আলোচনার ভিত্তিই এই ছিল যে জলটুকুতে বাইরে থেকে তাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে তার তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছায়। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছে, বাষ্প যে লীনতাপ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তার থেকে বেশি তাপ প্রযুক্ত হচ্ছে। সেইজন্যই তাপমাত্রা বাড়ছে। এক মিনিটে তাপমাত্রা কতটা বাড়বে তা নির্ভর করে জলের পরিমাণের ওপর। যে জল

বাষ্প হয়ে বেরিয়ে গেল ততটাই জলের পরিমাণ কমে গেল। অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ যদি একই থাকে তবে বাকি জলটার তাপমাত্রা আরও দ্রুত বাড়বে। তাই microscopic scale-এ গুণগত পরিবর্তন macroscopic scale-এ পরিমাণগত পরিবর্তনে সাহায্যই করছে।

দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে বাইরে থেকে তাপ দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে যে লীনতাপ নিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যাবে, বাকি জলটুকুর সংগৃহীত তাপ ততটাই কমবে। ফলে জলটুকুর তাপমাত্রা কমবে। এটিও একটি পরিমাণগত পরিবর্তন। অর্থাৎ জলের অণুগুলির গুণগত পরিবর্তন এক্ষেত্রেও পুরো জলটুকুর পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

অসীমের (infinite) ধারণা আপেক্ষিক

অসীমের ধারণা যে আপেক্ষিক, তা বিজ্ঞানে বিশেষত অঙ্কশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ধারণা। যদি প্রশ্ন করা যায় ০ এবং ১ এর মধ্যে কয়টি সংখ্যা (rational বা irrational) আছে? উত্তর হবে অসীমসংখ্যক। আবার যদি প্রশ্ন করা যায় ০ এবং ১০০ এর মধ্যে কয়টি সংখ্যা আছে? তারও উত্তর হবে অসীমসংখ্যক। এই দুটো অসীম কি একই? না তা নয়, কারণ দ্বিতীয় অসীমের মধ্যে এমন অনেক সংখ্যা আছে যা প্রথম অসীমে নেই। তাই দ্বিতীয় অসীমটা অপেক্ষাকৃত বড় অসীম। এই উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে অসীমেরও ছোট-বড় আছে। অসীমের ধারণা আপেক্ষিক।

বহুকাল আগে, যখন দূরবীণ আবিষ্কৃত হয়নি, তখনও কিছু দার্শনিক অনুমান করেছিলেন যে জগৎ বা মহাবিশ্ব অসীম। যখন দূরবীণে চোখ রেখে দূর নক্ষত্রের দিকে তাকানো শুরু হল, তখনও বিজ্ঞানীরা বললেন, মহাবিশ্ব অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর যখন বোঝা গেল মহাবিশ্বে শুধু নক্ষত্রই নেই, কোটি কোটি নক্ষত্র মিলে তৈরি এক একটি গ্যালাক্সি, আর কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে এই মহাবিশে, তখনও বিজ্ঞানীরা বললেন, মহাবিশ্বের কোনো শেষ নেই, তা অসীম। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে অসীম মহাবিশ্বের এই যে অসীমতার ধারণা, তা কি এক? না তা নয়। অসীম, অনন্ত – কথাগুলি এক হলেও মানুষের ধারণা স্তরে স্তরে অনেক পাল্টে গেছে।

এই কথাগুলিই কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রকাশ করেছেন দর্শনের প্রেক্ষিতে, নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গিমায় : "যে বিশ্বজগৎকে আমরা জানছি সে নিজেই তো অনন্ত। আবার এই অনন্তের ধারণাও এক থাকতে পারে না। সেটাও পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তনশীল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে infinite বা অনন্তের পুরনো ধারণা সীমায়িত হয়ে যায়। তার ফলে দেখা যায়, এই সীমায়িত অনন্তও সীমাহীন অনন্তের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বসংঘাত ক্রমাগত কাজ করছে।"

অর্থাৎ কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ধারণাটার দর্শনগত তাৎপর্য সাধারণ কর্মীদের ধরিয়ে দেওয়া। এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রথম বলেছেন বা এটা তাঁর মৌলিক অবদান – এমন দাবি কেউ করেনি।

প্রোবাবিলিটি, ডিটারমিনিজম্ এবং আনসারটেইনিটি প্রিন্সিপল্

(১) প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ে শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রসঙ্গে আলোচনা যে দুটি রচনার ভিত্তিতে করা হয়েছে, সে দুটিই এসইউসিআই(সি) পার্টির সাধারণ কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে শিবদাস ঘোষের আলোচনার প্রতিলিপি। এগুলির সঙ্গে এঙ্গেলস বা লেনিনের রচনার তুলনা করা চলে না। এঙ্গেলসকে Dialectics of Nature, Anti Duhring ইত্যাদি লিখতে হয়েছিল তাঁদের আবিষ্কৃত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে তদানীন্তন অন্যান্য দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও তা প্রমাণ করার জন্য। তাই তাঁকে নানা দিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতে হয়েছে। লেনিনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আর শিবদাস ঘোষের আলোচনার উদ্দেশ্য, কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। তা করতে গিয়ে তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার নিয়ে বিভিন্ন মহলে এমনকি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও যে ভাববাদী চিন্তা বা mysticism এর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল, তাকে fight করে কর্মীদের মধ্যে সঠিক স্বচ্ছ চিন্তার জন্ম দেওয়ার চেষ্টাও করতে হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে এ ধরনের চিন্তা ছিল, তা বোঝা যায় যখন হাইসেনবার্গের (Werner Heisenberg) মতো বিজ্ঞানীকে বলতে দেখি, "The atoms or elementary particles are not real; they form a world of potentialities or possibilities rather than one of things or facts." (Quoted in G. Venkatrama, Quantam Revolution III, What is Reality, P.9)। এইখানে শিবদাস ঘোষের বক্তব্য, "হাইসেনবার্গের uncertainty principle নিয়ে কোনও ধরনের মিস্টিসিজমের সৃষ্টি করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।" (রচনাবলী, পৃ: ১৪৯, খণ্ড-২) আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দর্শনগত তাৎপর্য সাধারণ কর্মীদের কাছে সহজবোধ্যভাবে এরকম করে তিনি আলোচনা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেছেন। সে বিষয়ে আমরা পরে আসছি। এখানে এটা উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক যে লেনিন পরবর্তী সময়ে স্ট্যালিন বা মাও সেতুঙ যাঁদের আমরা মার্কসবাদের অথরিটি (authority) বলে স্বীকার করি, তাঁরা কেউই এসব বিষয়ে কোনো আলোচনা রাখেননি। যে পণ্ডিতমন্য বুদ্ধিজীবীরা দর্শন

সংক্রান্ত কোনও লেখা reference কণ্টকিত না হলে তার মূল্য দিতে চান না তাঁরা বিপ্লবী আন্দোলন ও জ্ঞানজগতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

(২) প্রশ্ন তোলা হয়েছে শিবদাস ঘোষের লেখা সমকালীন বিজ্ঞানী মহলে কি প্রভাব ফেলেছে? এ প্রশ্নটিও অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। সমকালীন বিজ্ঞানীদের লেখায় এমনকি পরবর্তীকালেও বিজ্ঞানী মহলে এঙ্গেলস এমনকি লেনিন প্রায় অনুচ্চারিত। তার থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্ত করব যে বৈজ্ঞানিক দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অকিঞ্চিৎকর? নাকি সেটা অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দার্শনিক তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা করার অনীহার পরিচায়ক? বলা হয়েছে, ১৯০৮ সালে যখন লেনিন Materialism and and Empirio Critism লিখছেন তখন বোর আইনস্টাইন সামগ্রিক ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে প্রভাবিত। আইনস্টাইনের চিন্তা ওই সময়ে কীভাবে ধোঁয়াশা দ্বারা প্রভাবিত এটা আমরা বুঝতে পারলাম না। এটা সর্বজনবিদিত যে আইনস্টাইনের চিন্তায় মূলত বস্তুবাদই প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তিনি ছিলেন না। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বর্হিজগতের বাস্তবতায় দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে গেছেন। আর বোর ১৯০৮ সালে বিজ্ঞানের কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কার বা বিজ্ঞানের দর্শন সম্বন্ধে উন্নত কিছু লেখা প্রকাশ করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই।

এই ধরনের আলোচনা থেকে কি এটা মনে করা অস্বাভাবিক হবে না যে কমরেড খালেকুজ্জামান এগুলি করছেন শিবদাস ঘোষের অবদান সম্পর্কে তাদের পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের (preconceived notions) ভিত্তিতে?/শিবদাস ঘোষের অবদানকে হেয় বা খারিজ করার সিদ্ধান্তমূলক অবস্থান থেকে?

এরপদর বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ে শিবদাস ঘোষের কি বক্তব্য তা একটু পর্যালোচনা করা যাক।

(৩) হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মূল বৈজ্ঞানিক সূত্রটি শিবদাস ঘোষ খুব সহজ কথায় পার্টি কর্মীদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। এবং এই অনিশ্চয়তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি তাও বলেছেন। Microworld-এর ক্ষেত্রে কোনো কণার অবস্থান ও ভরবেগ যে একত্রে নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় না, এবং এই দুটির অনিশ্চয়তার মান যে একটি inequation মেনে চলে, তা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, একে অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শিবদাস ঘোষের লেখার মধ্যেও সে স্বীকৃতি আছে (বিষয়টি সেভাবেই উল্লেখ আছে)। সমালোচকের কেন মনে হল যে শিবদাস ঘোষ বলেছেন যে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হলে এই অনিশ্চয়তা আর থাকবে না? এটা কি শিবদাস ঘোষকে ভুল প্রমাণ করার অত্যধিক আগ্রহ থেকে? শিবদাস ঘোষ প্রকৃতই যা বলেছেন তা হল : "এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণাকে জানবার মতো উপযুক্ত সূক্ষ্মযন্ত্রের যত আবিষ্কার হবে তত এইসব বিষয় সম্পর্কে মানুষ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ ধারণা আয়ত্ত করবে।" বাস্তবে ঘটেছেও তাই। সাম্প্রতিককালে Alin Aspect বা Masanao Ozawa বা Lee Rozema-র experiment যাকে তারা উদ্ধৃত করেছেন তা uncertainty principle সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।

(৪) শিবদাস ঘোষের আলোচনার বিষয়বস্তু Uncertainty Principle-এর বৈজ্ঞানিক যর্থার্থতা প্রতিপাদ্য করা ছিল না। তিনি যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল, এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে দর্শনগত ক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিরোধিতা করা। তিনি দেখিয়েছেন, Uncertainty Principle মেনে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, micro world-এ কোনো নিয়মই কাজ করছে না। "সব নিয়মের বাইরে এটা একটা পুরোপুরি নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা" – ব্যাপারটা এমন নয়। "কোন নিয়মই যদি কাজ না করে, তাহলে এই প্রিন্সিপলকে ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন-এর সাহায্যে প্রকাশ করা কি করে সম্ভব হল।" কাজেই এখানকার ঘটনাও নিয়ম শাসিত (law governed)। Quantum Mechanics-এর methamatical formalism-এর যথার্থতা কোনো বিতর্কিত বিষয় নয়। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও যাঁরা quantum mechanics সম্বন্ধে reservation (আপত্তি) ব্যক্ত করেছেন তাঁরাও কেউই quantum mechanics-এর methamatical formalism নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। The point that is being debated is the philosophical implication of quantum mechanics (বিতর্ক হয়েছে এর দার্শনিক তাৎপর্য ও উপলব্ধি নিয়ে)। আইনস্টাইন (Albert Eainstine) খুব সুন্দরভাবে লিখেছিলেন, "Even the great success of the Quantum *Theory does not make me believe in the fundamental* dice-game"। (Albert Einstein to Max Born, 1947, 'The Born-Einstein Letters'Max Born, translated by Irene Born, Macmillan 1971)

শিবদাস ঘোষের অবদান হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে Uncertainty Principle-এর দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা। কাজেই কোন কোন আধুনিক পরীক্ষা (experiment) হাইসেনবার্গের Uncertainty Principle-এর যথার্থতা প্রমাণ করেছে তাকে উদ্ধৃত করে শিবদাস ঘোষের চিন্তার সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করার চেষ্টা করা শূন্যে তলোয়ার ঘোরানোর মতন। শুধু তাই নয়, মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে আড়াল করে পাঠককে বিভ্রান্ত করার চতুর প্রয়াস মাত্র।

(৫) Quantum Mechanics প্রতিপাদ্য অনুসারে ইলেকট্রন ও মৌলকণাগুলোর (electron ও elementary particle-এর) আচরণ (behavior) probabilistic এবং সে কারণেই অনেকে মনে করেন determinism ও causality এখানে

কাজ করছে না। এ প্রসঙ্গে শিবদাস ঘোষ বলেন, "probability is also law governed। ইলেকট্রন বা মাইক্রোপার্টিকল যেহেতু প্রচণ্ড গতিশীল, তাছাড়া মুহূর্তের ধারণাও যেখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেখানে সমস্ত ফ্যাক্টরকে অ্যাকাউন্টে নিয়ে, অর্থাৎ হিসাবের মধ্যে ধরে, তবে প্রোবাবিলিটি ইকুয়েশন-এর সাহায্যে পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে হচ্ছে। কিন্তু, একথার মানে এরকম হতে পারে না যে, এর দ্বারা ডিটারমিনিজমকে বিরোধিতা করা হচ্ছে। বিষয়টা ঠিক সেরকম নয়। কেননা ধরুন, যাকে আমরা A বললাম, সেই A নামক পদার্থটা পরিবর্তনের ফলে B অথবা C অথবা D অথবা অন্য কিছু যাই হোক না কেন – আমাদের একটা কথা বুঝে নিতে হবে যে, শেষপর্যন্ত যখন এই পরিবর্তনটা ঘটছে, সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনডিটারমিনিজম কাজ করছে না। ডিটারমিনিজমের পথ বেয়েই এই পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। অর্থাৎ, A নামক পদার্থটি B হবে, কি C হবে, সেটা আগে থেকে বলা সম্ভব না হলেও যখন পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থাৎ, পরিবর্তনের পথ বেয়ে A হয় B হচ্ছে, না হয় C হচ্ছে, বা এরকম কিছু হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটা নিয়ম মেনেই ঘটছে – বেনিয়মে কিছু হচ্ছে না। সেই কারণেই বলছি, সেই পরিবর্তনটা ডিটারমিনিজম মেনেই হচ্ছে, তাকে বিরোধিতা করে নয়। এই প্রোবাবিলিটি থিওরির সাথে ডিটারমিনিজম-এর কোনো সংঘাত আছে বলে আমার মনে হয়নি।" (রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৫)। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বললে তাঁর বক্তব্য হল, A থেকে B-তে যাবে না C-তে বা D-তে যাবে, প্রত্যেকটিরই নির্দিষ্ট প্রোবাবিলিটি আছে, এবং এই প্রোবাবিলিটি determined। তা নিয়ম মেনেই চলে। বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, "এতদিন ধরে নির্ধারণবাদ সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিকতা ছিল। নির্ধারণবাদের এই ধারণা আসলে পূর্ব-নির্ধারণবাদের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ কারণেই অনেকে নির্ধারণবাদকে নিয়তিবাদ (fatalism) মনে করতেন। সুতরাং আমি মনে করি, আধুনিক বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তাতত্ত্ব এবং মাইক্রোপরিমণ্ডলের নানা বিষয়কে ভিত্তি করে প্রোবাবিলিটির এই ধারণা আসার পর সেটা নির্ধারণবাদকেই উড়িয়ে দিল বা কার্যকারণ সম্পর্কের মূলে আঘাত করল বিষয়টা মোটেই সেরকম নয়। এই বিষয়টি আমাদের এ ভাবে বোঝা দরকার যে, ল অব প্রোবাবিলিটির নিয়ম আসলে নির্ধারণবাদকে পূর্বনির্ধারণবাদের হাত থেকে মুক্ত করে তাকে আরও শক্ত ভিতের দাঁড় করাল।" [জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে]

বিজ্ঞানে সাধারণভাবে ডিটারমিনিজমের যে ধারণা প্রচলিত, তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে লাপ্লাস (Marquis Pierre Simon de Laplace) codify করেছিলেন, "We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause of its future. An intellect which at a certain moment would know all forces that set nature in motion, and all positions of all times of which nature is composed, if this intellect were also vast enough to submit the data to analysis, it would embrace in a single formula the movements of the greatest bodies of the universe and that of the tiniest atom, for such an intellect nothing would be uncertain and the future just like the past would be present before its eyes." (Laplace, *A Philosophic Eassy on Probability*)

এই ধরনের চিন্তাকে যান্ত্রিক এবং পূর্ব-নির্ধারণবাদ বলে শিবদাস ঘোষ চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞানী মহলে প্রায়শ determinism ও probability-কে counterpose করা হয় – অর্থাৎ deterministic process-এ probability-র স্থান নেই এবং probabilistic process মানেই সেখানে indeterminism কাজ করছে – এইভাবে ভাবা হয়। সে জায়গায় probability, determinism and causality সম্বন্ধে শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিঃসন্দেহে বিষয়টির ওপর মৌলিক অবদান।

(৬) Uncertainty Principle ও সাধারণভাবে Quantum mechanics-এর দর্শনের দিক থেকে আলোচনা অনেকেই করেছেন। শিবদাস ঘোষই প্রথম নয়, সে দাবি উনি কখনো করেননি। বিজ্ঞানীদের মধ্যে আইনস্টাইন, শ্রোয়েডিঙ্গার (Erwin Schrödinger), ডি ব্রগলি (L. De. Broglie) quantum mechanics-এর philosophical foundation সম্বন্ধে তাঁদের reservation (আপত্তি) ব্যক্ত করেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁদের আপত্তির মূলে ছিল quantum mechanics-এর indeterminism of reality সম্বন্ধে ধারণা। যেমন আইনস্টাইন বলেছেন, "I still believe in the possibility of giving a model of reality which shall represent events themselves and not the probability of their occurrence." মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেকে quantum mechanics-এর philosophical foundation সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন ক্রিস্টোফার কডওয়েল (Christopher Caudwell), জে. বি. এস. হ্যালডেন (JBS Haldane), পওল ম্যাটিক (Paul Mattick), জে. ডি. বার্নাল (J. D. Bernal)।

ফুয়াদ মাহমুদ বিশেষ করে বার্নাল এবং হ্যালডেনের কথা উল্লেখ করেছেন। বার্নাল quantum mechanics-এর indeterminacy-কে সমালোচনা করে বলেছেন, "Actually the construction put on the quantum theory is altogether arbitrary and uncalled for, depending as it does on a particular meaning of physical quantity. Even if it were true on the atomic level it would not justify all its extension to the fields of far more complicated biological and social system." (Science and Society - J. D. Bernal, 3rd edition, p. 751, Vol 3)। কিন্তু quantum mechanics-এর দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে বিশদ আলোচনা

তিনি করেননি। Quantum mechanics-এর একটি প্রধান conceptual formulation হচ্ছে, elementary particle observation-এর ক্ষেত্রে act of observation affects the observed particle, তাই observer ও observed এক সূত্রে গ্রথিত। এ প্রসঙ্গে হ্যালডেন বলেন, "That is an extremly general principle of Marxism. Marx continually pointed out that observers of society are also active members of society, that either they are producers or do not produce. In each case it will make a difference in their outlook. … Mind is always actor as well as passive. And perception always involves physical process." (The Marxist Philosophy and the Science, JBS Haldane, 1946, Indian Edition, P-79) Determinism সম্পর্কে তিনি বলছেন, "The Doctrine of determinism, the doctrine that the future is certain, was originally not a scientific but a theological doctrine, arising from the theory that God knows everything. … But the question of whether all future events are absolutely determined today seems to me meaningless unless if can be tested. And unless it can be tested by reference to the knowledge of an omniscient being I can see no method of checking it as ordinary scientific theories are checked. And therefore, according to Einstine's principle, or if you like according to the principle of the unity of theory and practice, we had better scrap the idea of determinism at least as understood by Laplace. This does not of course; mean that a very high degree of accuracy is not possible in the prediction both of physical and social happenings. … Actually, although we certainly cannot predict the future the movement of a given electron we can predict distribution of the member of electrons is big enough. This principle is constantly applied by Marx and Engels to society."

Determinism, pre-determinism ও probability সম্পর্কে শিবদাস ঘোষের স্বচ্ছ বিশ্লেষণের মধ্যে যে উন্নত চিন্তা আমরা দেখি তা কি বার্নাল ও হ্যালডেনের রচনায় পাওয়া যায়?

খালেকুজ্জামানরা জানতে চেয়েছেন, ডি ব্রগলির মধ্যে দর্শনগত বিভ্রান্তি কী ছিল। আসলে, কোয়ান্টাম জগতের নিয়মগুলি স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রকৃতির বা প্রোবাবিলিটি ভিত্তিক হওয়ার ফলে যে বিতর্ক দেখা দেয়, তার মধ্যে ডি ব্রগলিও determinism বলতে বুঝতেন Laplacian determinism। মনে করতেন, probability-র নিয়ম মান্য করলে প্রকৃতি হয়ে যায় indeterministic। পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও indeterministic interpretation মেনে নেন। ডি ব্রগলি এক নিবন্ধে লিখেছেন, "after first having tried to work out concrete and determinist interpretation largely in accordance with classical concepts [I] was finally driven to adopt the indeterminist view of Bohr and Heisenberg." (L. De. Broglie, '*Will quantum physics remain indeterminist?'* in his book *New Perspective of Physics*, 1962)।

শিবদাস ঘোষ তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলেছেন, যেখানে তিনি probability-র ভিত্তিতে গঠিত বিজ্ঞানকে indeterminist হিসেবে দেখেছেন। আমরা সংক্ষেপে যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

(এক) Uncertainty Principle বা সাধারণভাবে Quantum mechanics-এর scientific formulation বা methamatical formulation-এর যথার্থতা নিয়ে শিবদাস ঘোষ কোনো প্রশ্ন তোলেননি।

(দুই) Quantum mechanics-এর তত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে যে বিভ্রান্তি নানা মহলে দেখা যাচ্ছে, তিনি সেগুলিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন এবং দেখিয়েছেন, quantum mechanics-এর আবিষ্কার থেকে এটা বলা যায় না যে micro world-এ কোনো নিয়ম (law) কাজ করে না। এখানে eventগুলোও নিয়ম-শাসিত (law governed), probability law এখানে ক্রিয়াশীল (operative)।

(তিন) প্রোবাবিলিটি নিয়ম ক্রিয়াশীল (probability law operative) হলে determinism কাজ করছে না এটা বলা যায় না। বরঞ্চ pre-determinism-এর ধারণা থেকে মুক্ত করে determinism-কে আরও শক্ত ভিতের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(চার) বিষয়গুলির ওপর শিবদাস ঘোষ প্রথম বক্তব্য রেখেছেন বিষয়টা সেরকম নয়। তিনি দলের কর্মীদের কাছে দর্শনগত বিষয়গুলি বোঝার মতন করেই আলোচনা করেছেন ও মার্কসীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে উন্নত ও বিকশিত করেছেন।

এক্সপ্যানডিং ইউনিভার্স প্রসঙ্গে

কমরেড শিবদাস ঘোষ বিগ ব্যাঙ নিয়ে কিছু বলেননি, বলেছেন এক্সপ্যানডিং ইউনিভার্স (expanding universe) সম্পর্কে। আমাদের অসাবধানতাবশত বিগ ব্যাঙ (Big Bang)-এর কথা চলে এসেছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে expanding universe বা সেই চিন্তাধারায় বিগ ব্যাঙ-এর যে মডেল (model) এসেছে তাদের কোনোটাই প্রমাণিত বা পরীক্ষিত সত্য নয়। কোনো যন্ত্রপাতি দিয়ে বিজ্ঞানীরা ইউনিভার্সের এক্সপানশন (expansion) পর্যবেক্ষণ (observation) করেননি। observation যেটা আছে তা'হল গ্যালাক্সিগুলির (galaxy) রেড শিফট (red shift)-এর একটা বিশেষ প্যাটার্ন (pattern)। এই রেড শিফটের প্যাটার্ন ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানীরা এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সের মডেল প্রস্তাব করেছেন। বলা হয়, "it is the most convenient interpretation of galaxies red shift" (Nature News, 16 July, 2013)। এবং সে কারণেই অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে (precisely) বলতে গেলে এক্সপ্যান্ডিং স্পেস (expanding spece)-এর তত্ত্বকে মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু এই মডেলের সমস্যাও আছে। সেজন্য বিজ্ঞানী মহল থেকেই বিকল্প মডেলের প্রস্তাবও এসেছে। ২০১৩ সালেও এক পদার্থবিজ্ঞানী একটি একটি বিকল্প ম্যাথামেটিক্যাল মডেল (alternative mathematical model)-এর প্রস্তাব করেছেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা Nature-এ তার সংবাদও বেরিয়েছে। সেখানে দেখা যায় এই মডেল সম্বন্ধে আর এক পদার্থবিদ বলছেন, "The field of cosmology these days is converging on a standard model, centred around inflation abd the Big Bang. This is why it is as important as ever, before we get too comfortable, to see if there are alternative explanations consistent with all known observations." (www.naturecom/midfinder/10.1038/nature 2013.1337 & and Nature News, 16 July, 2013)

কাজেই খালেকুজ্জামানরা যে বলছেন এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স এখন প্রমাণিত, সেভাবে বলা যায় না।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স সংক্রান্ত বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সের যে ধারণা প্রচলিত আছে তার দার্শনিক তাৎপর্যের প্রতি দিকনির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স (সম্প্রসারণশীল বিশ্ব) বললে স্বাভাবিকভাবে যেটা চলে আসবে, তা হচ্ছে বিশ্ব এখন যা আছে, আগে তার চেয়ে ছোট ছিল। তার আগে আরও ছোট ছিল, এভাবে যেতে যেতে গোটা বিশ্বের গোড়ার প্রশ্নটি এসে যেতে বাধ্য, যে ধারণা অবৈজ্ঞানিক এবং সেই অর্থে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী।" অর্থাৎ তাঁর মূল বক্তব্য ছিল গোটা বিশ্বের গোড়া বলে কিছু হতে পারে না, এ ধরনের চিন্তা অবৈজ্ঞানিক। এখানে উল্লেখ করতে পারি আধুনিক কালের কিছু বিজ্ঞানী এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স মেনে নিয়েও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন মডেল প্রস্তাবনা করেছেন যাতে বিশ্বের তাবৎ বস্তুর একটাই সৃষ্টি-মুহূর্ত ধরে নিতে হয় না। অবশ্যই এগুলির কোনোটিই এখনও প্রমাণিত নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে সময়ে তাঁর বক্তৃতা করেছিলেন, তখনো এইসব চিন্তা আসেনি।

প্লুরালিটি অব কজেস

'প্লুরালিটি অব কজেস' (plurality of causes) এই পয়েন্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে, "প্রাচীনকালে ভারতে এবং গ্রিসে দার্শনিকরা মনে করতেন, কারণ হচ্ছে চার প্রকার। ... উত্তরকালে ইংল্যান্ডে বেকন আর ইতালিতে গ্যালিলিও প্রথম দুটিকে মিলিয়ে দিয়ে একটাই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, আর পরের দুটিকে বাদ দিয়ে দেন। এই হচ্ছে বহুকারণের পরিবর্তে কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ইতিহাস।" এরপর মাও সেতুং-এর 'দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রসঙ্গে' থেকে উদ্বৃত্তি দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে, "ফলে শিবদাস ঘোষের পূর্বেই এ সম্পর্কিত আলোচনা মার্কসবাদী দার্শনিকরা করেছেন। ফলে এ বিষয়ে শিবদাস ঘোষের মৌলিকতা দাবি করা যথার্থ নয়।"

কার্যকারণ সম্পর্ক হল বিজ্ঞানের একটা মৌলিক ধারণা। বিজ্ঞানের ভিত্তিই হল এই বিশ্বাস যে কারণ বিনা কোনো ঘটনাই ঘটে না। বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতের প্রতিটি ঘটনার পিছনেই কারণ খোঁজেন, আর যা উত্তর পান তার ভিত্তিতেই (প্রকৃতির নিয়ম দাঁড় করান এবং এভাবেই) গড়ে ওঠে বিজ্ঞান। যখন গাছ থেকে আপেল পড়ে, বিজ্ঞানী প্রশ্ন করেন আপেলটা নিচের দিকেই পড়ল কেন? চাঁদকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে দেখে তাঁরা প্রশ্ন করেন, কেন ঘুরছে? কোনো মানুষ অসুস্থ হলে তাঁরা অসুখটার কারণ খোঁজেন। বিজ্ঞানের সমস্ত অনুসন্ধানেরই শুরু বিজ্ঞানীর মনে জাগা কোনো ঘটনার কারণ কাকে বলব এই প্রশ্নটাকে নিয়ে। কারণের সংজ্ঞা কী হবে এবং কোনও ঘটনার ঠিক কোনটি কারণ তা খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া কী হবে – এই দুটি ধারণাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পাল্টে গেছে। তাই কোন পরিপ্রেক্ষিতে শিবদাস ঘোষ কথাগুলি বলেছেন, তা বুঝতে এই ধারণার বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন।

প্রত্যেক ঘটনার যে কিছু না কিছু কারণ থাকে এই ধারণা অতি প্রাচীন। মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই সে এই ধারণায় পৌঁছে থাকবে সভ্যতার ঊষালগ্নে। বাঘের কারণে মৃত্যু হয়, অতএব বাঘ থেকে দূরে থাকো, ছোট্ট বীজটার কারণে ভবিষ্যতে এতবড় গাছটা তৈরি হয়, অতএব যেখানে গাছটাকে চাও সেখানেই বীজ পোঁতো। আদিম মানুষের এইসব দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের পেছনে কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকতেই হবে।

ধারণাটা পরিপূর্ণতা লাভ করে গ্রিকযুগে। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের লেখায় প্রথম বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটলের মতে, যে কোনও ঘটনার চার রকম কারণ থাকতে পারে – material cause, formal cause, efficient cause এবং final cause। ধরা যাক একটা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য আছে। প্রশ্ন হল, এর পিছনে কারণ কী? অ্যারিস্টটল বললেন, কারণ খোঁজা যেতে পারে চার দিক থেকে। প্রথম, ভাস্কর্যটি ব্রোঞ্জ দিয়ে নির্মিত, যে বস্তু দিয়ে নির্মিত সেটি হল বস্তুগত কারণ যেহেতু সেই বস্তুটি না থাকলে ভাস্কর্যটি নির্মাণ সম্ভবই হতো না। তাই ব্রোঞ্জ হল ভাস্কর্যটির material cause। দ্বিতীয়, ভাস্কর্যটির একটি রূপ বা form আছে। ভাস্করের মাথায় সেই রূপটি ছিল, যেটি প্রকাশিত হয়েছে ভাস্কর্যটির মধ্য দিয়ে, সেই রূপটি হল ভাস্কর্যটির formal cause। তৃতীয়, ভাস্কর নিজে অবশ্যই ভাস্কর্যটি সৃষ্টির একটি কারণ, efficient cause। আর final cause হচ্ছে সেটি, যার উদ্দেশ্যে ভাস্কর্যটি নিবেদিত, যাকে উদ্দেশ্য করেই ভাস্কর শিল্পকর্মটি গড়েছেন।

এই শেষেরটি বা final cause ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। তাই গ্রিক যুগের অবসানের পর যখন মধ্যযুগ বা অন্ধকারময় যুগ এল, তখন চার্চ এই final cause-এর ধারণাটাকেই তার ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তি বানিয়ে ফেলল। সমস্ত কিছুর পিছনেই final cause হিসেবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও হস্তক্ষেপই হয়ে গেল মানুষের গভীর বিশ্বাসের বিষয়। মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে স্কলাস্টিসিজমের (scholasticism) চর্চা হত তার উদ্দেশ্য ছিল সবকিছুর পিছনে এই final cause-টি খুঁজে পাওয়া। অন্যগুলি হয়ে গেল গৌণ।

এই চার রকম কারণের কথাই খালেকুজ্জামানেরা তুলেছেন। লক্ষ করা দরকার, এটা হল কারণের শ্রেণীবিভাগ, বহুকারণবাদ বা 'প্লুরালিটি অব কজেস'-এর ধারণার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে ইউরোপের যে রেনেসাঁসের স্ফূরণ হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার প্রাণপুরুষ ছিলেন গ্যালিলিও গ্যালিলেই। টেলিস্কোপের মাধ্যমে তাঁর গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বকে প্রমাণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ সম্বন্ধে চার্চের বিশ্বাসকে ভুল প্রতিপন্ন করেছিল। পেন্ডুলাম এবং আনত তলে বস্তুর গতি সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষা আধুনিক বলবিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective) চিন্তাপদ্ধতির জায়গায় ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) চিন্তাপদ্ধতির প্রবর্তনও তাঁরই অবদান। এ হেন যে কার্যকারণ সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করবেন তা আশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর লেখায় এ বিষয়ে কোনো বিস্তারিত বক্তব্য পাওয়া যায় না। হয়তো শেষজীবনের বন্দিদশা এবং অন্ধতার কারণে এই লেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর 'Dialogue concerning the two chief world System' বইতে এ বিষয়ে মাত্র কয়েকটি বাক্য আছে যার থেকে তাঁর অবস্থানের আঁচ পাওয়া যায়।

এই বইয়ের একজায়গায় আছে, "from one uniform cause only one uniform effect can follow"। আরেকটি জায়গায় বলেছেন, "there is only one true and primary cause for one effect"। এক্ষেত্রে uniform cause এবং uniform effect বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তার ব্যাখ্যা না থাকায় নানারকম ব্যাখ্যার সুযোগ থেকে গিয়েছে। গ্যালিলিওর লেখায় এই কয়েকটি মাত্র বাক্য পাওয়া গেলেও বোঝা যায় যে তিনি অ্যারিস্টটলের কারণের প্রকারভেদের বিরোধিতা করেছেন এবং প্রতিটি ঘটনার একটাই 'true and primary cause'-এর কথা বলেছেন।

কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য কারণের প্রকারভেদের সঙ্গে সম্পর্কিতই নয়। তা পরবর্তীকালে কার্যকারণ সম্পর্ক ধারণায় যে বিবর্তন হয়েছিল এবং বহু অগ্রগতি সত্ত্বেও যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

স্টকল্যান্ডের দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume/ 1711-1776) রেনেসাঁস উত্তরকালে প্রথম কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য আলোচনা করেন তাঁর 'A treatise of Human nature' বইতে। হিউমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়টিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করে পরীক্ষা প্রমাণের আওতায় নিয়ে আসা। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের কোনো ঘটনার পিছনে দৈবশক্তি খোঁজার প্রবণতাকে সমালোচনা করে তিনি বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো ঘটনা ঘটছে বললে তা থেকে দৈবশক্তির চরিত্র এবং তার সঙ্গে সেই বিশেষ ঘটনার যোগাযোগ সম্বন্ধে কোনো ধারণা জন্মায় না। কোনও পরীক্ষাতেও সেই যোগাযোগ প্রমাণও করা যায় না। তাঁর মতে, কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণা এমন হবে যা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, A এবং B দুটি ঘটনাকে তখনই কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত বলা যাবে যখন তারা তিনটি শর্ত (criteria) মেনে ঘটবে –

- Precedence – সর্বদাই B-এর আগে A ঘটবে।
- Contiguity – A এবং B দুটি ঘটনা স্থান এবং কালে কাছাকাছি ঘটবে।

- Constant conjuction – A এবং B সর্বদাই একত্রে ঘটবে। A ঘটলে B ঘটবেই।

হিউমের তিনটি শর্তই যেহেতু পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাচাই করা যায়, তাই তাঁর বক্তব্য কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণাকে ভাববাদের প্রভাব মুক্ত করে বস্তুবাদী ভিত্তিতে দাঁড় করাল। এটা একটা বিরাট অবদান। নিউটন পরবর্তী যুগের বিজ্ঞান অনেকটাই হিউমের দেখানো পথেই এগিয়েছে।

তবুও হিউমের সংজ্ঞার নানা ভ্রান্তি ছিল যা অল্পদিনেই দার্শনিকদের চোখে পড়ে। দেখা গেল, হিউমের সংজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে 'দিনই রাত্রির কারণ'। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Cunt) 'Precedence'-এর দাবির সমালোচনা করে দেখালেন, যদি একটি নরম বিছানায় একটি ভারি লোহার বল রাখা যায় তবে জায়গাটা একটু ডেবে যাবে – বলের চাপের কারণে গর্তটা সৃষ্টি হয়। অথচ বলটা রাখা এবং গর্ত হওয়া – দুটো ঘটনা এক সঙ্গে ঘটে, একটা আরেকটার পরে নয়। 'Contiguity'-র শর্তটা সাধারণ বুদ্ধি থেকেই পাওয়া যায় – কেউ খুন হলে গোয়েন্দা তার কারণ খুঁজবেন কাছে পিঠেই, এক হাজার মাইল দূরে নয়। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। সুন্দরবনের জোয়ারভাঁটার কারণ কোটি কোটি মাইল দূরের একটা বস্তু – চাঁদ। 'Constant conjuction'-এরও অনুরূপ সমস্যা দেখা গেল। আজ জানা আছে কুইনাইন খেলে ম্যালেরিয়া সারে। অথচ একশো জন ম্যালেরিয়া রোগীকে কুইনাইন খাওয়ালে হয়তো ৯৫ জন সারবে, ৫ জনের সারবে না। তাই 'Constant conjuction'-এর দাবি মেনে নিলে বলা যাবে না যে ম্যালেরিয়ার রোগমুক্তির কারণ কুইনাইন।

এছাড়াও হিউমের বক্তব্য ছিল, কার্যকারণ সম্পর্ক মানুষের মনের সৃষ্টি, বস্তুজগতের ধর্ম নয়। মানুষ বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা বার বার প্রত্যক্ষ করলে এবং তার মধ্যে Precedence, Contiguity, Constant conjuction উপস্থিত থাকতে দেখলে মন দুটি ঘটনার মধ্যে কাল্পনিক যোগসূত্র গড়ে তোলে। তারপর কখনও A ঘটতে দেখলে মন আশা করে এরপর B ঘটবে। তার কাছে সেটাই কার্যকারণ সম্পর্ক বলে প্রতীয়মান হয়।

এই অবস্থানের বিরোধিতা করে ইমানুয়েল কান্ট বললেন, আমরা বিশেষ ঘটনা পরম্পরা বার বার ঘটতে দেখি তার কারণ কার্যকারণ যোগাযোগ প্রকৃতিতে বাস্তবেই বর্তমান। 'Critiqe of pure reason' বইতে তিনি যুক্তি দিলেন যে, বিশেষ মানুষের বিশেষ অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতি জগতেই কার্যকারণ সম্পর্ক যদি কাজ না করত, তাহলে সব মানুষ সবসময় B ঘটার আগে A ঘটতে দেখত না। একটা বাড়ির চারটি দিক আমরা যে কোনো পরম্পরাতে দেখতে পারি, কিন্তু জলপ্রপাতের কোনও জলকণাকে কোনও মুহূর্তে উপরের দিকে দেখতে পেলে পরবর্তীকালে তার তুলনায় নিচের দিকে দেখা যাবে। উল্টোটা কখনোই ঘটবে না। সময়ের পরম্পরা মেনে যেসব ঘটনা ঘটে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে তখনই বলা যাবে যদি পরেরটি প্রকৃতির কোনও নিয়ম অনুযায়ী আগেরটার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এতটা বিজ্ঞানসম্মত অবস্থান নেয়ার পরও কান্ট বলে বসলেন, প্রকৃতি জগতের সব ঘটনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – জ্ঞেয় (তাঁর ভাষায় things for us, বা phenomena), আর অজ্ঞেয় (তাঁর ভাষায় things in themselves, বা noumena)। আর কার্যকারণ সম্পর্ক খাটে শুধু জ্ঞেয় বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে। এটা বুঝতে মানুষের অনেক কাল লেগেছিল যে, বস্তুজগতে অজ্ঞেয় বলে কিছু নেই, অজানা বলে থাকতে পারে। আজ যেটা অজানা কাল সেটা জানা যাবে। বিজ্ঞানের সেটাই কাজ। আর জানা যে সম্ভব সেই প্রত্যয় না থাকলে বিজ্ঞান কাজ করতেই পারে না।

পূর্ববর্তী দার্শনিকদের পথে না এগিয়ে দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) মনোনিবেশ করলেন কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমাণ করার পদ্ধতিগত দিকে। তাঁর বক্তব্য – পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া দু'টি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা বোঝা সম্ভব নয়। আর পরীক্ষা করতে গেলে তার পরিকল্পনা চাই। তার পদ্ধতি কী হবে? তাঁর মতে, চার ভাবে কার্যকারণ সম্পর্কের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় (operational causality test)।

(১) The method of concomitant variation – যখন A-র পরিবর্তন ঘটে তখন যদি B-র ও কোনও এক বিশেষভাবে পরিবর্তন ঘটে (অর্থাৎ A-র যদি বৃদ্ধি ঘটে তবে সবসময়েই B-র বৃদ্ধি ঘটে অথবা সবসময়েই হ্রাস ঘটে), তাহলে A এবং B কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত।

(২) The method of diffenence – একটি অবস্থায় যদি B ঘটে এবং আরেকটি অবস্থায় B ঘটে না, আর যদি দেখা যায় এই দুটি অবস্থার মধ্যে সবকিছুই একরকম, পার্থক্য শুধু A-এর উপস্থিতিতে, তাহলে A হল B-এর কারণ, অথবা কারণটির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(৩) The method of residues – কোনও ঘটনার সেইসব অঙ্গগুলোকে বাদ দাও যেগুলির কারণ কী তা ইতোপূর্বেই জানা আছে। এইভাবে এগোতে এগোতে যা বাকি থাকে, তার কারণ হল, পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে ওইসব অঙ্গের কারণগুলিকে বাদ দিলে যা বাকি থাকে সেইটি। অর্থাৎ ধরা যাক, কোনও অবস্থায় A, B এবং C-কে ঘটতে দেখছি। আর তার পূর্ববর্তী অবস্থায় D, E আর F বর্তমান। আমরা ইতোপূর্বেই জানি B-এর কারণ E এবং C-এর কারণ F। সেক্ষেত্রে method of residues-এর সাহায্যে বলা যাবে A-এর কারণ D।

(4) The method of agreement – যদি কোনও একটা ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটে, আর দেখা যায় প্রত্যেকবার ঘটার পূর্ববর্তী অবস্থায় নানা পার্থক্য আছে, আর একটা মাত্র দিক প্রতি ক্ষেত্রেই বর্তমান, তবে ওই দিকটিই ওই ঘটনার কারণ।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই মিল-এর চারটি পদ্ধতির কোনও একটিকে অবলম্বন করে পরিচালিত হয়।

আধুনিক যুগের নানা দার্শনিকও কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণায় নানা সংযোজন করেছেন। কিন্তু এই ধারণার যে ভিত্তি হিউম, কান্ট ও মিল রচনা করেছিলেন, দুর্বলতাগুলি দূর করে সেই ধারণা আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

হিউমের বক্তব্যের মধ্যে precedence-এর কারণ এখন স্বীকৃত, শুধু একটা সংশোধন নিয়ে। এখন বিজ্ঞানীরা বলেন না কারণ কার্যের আগেই ঘটবে, বরং বলেন কার্য কারণের আগে ঘটতে পারে না (কান্টের আপত্তিটা স্মরণ করুন)। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব তৈরি করার সময় আগাগোড়া এই ধারণা মেনে এগিয়েছেন। Contiguity-র ধারণাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়নি (জোয়ার-ভাঁটার উপমাটা স্মরণ করুন)। Constant conjuction-এর ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে যখন বোঝা গেছে একটি কারণ (ধরা যাক ভাইরাসের আক্রমণ) সবসময় একই ফলাফল (রোগ) সৃষ্টি নাও করতে পারে। তাই পরিসংখ্যান বা statistics-এর প্রয়োগ করে কার্যকারণ সম্পর্ক যাচাই প্রচলিত হয়েছে।

কার্যকারণ সম্পর্ক যে mental construct নয়, প্রকৃতিজগতের নিয়ম – কান্টের এই বক্তব্য এখন বিজ্ঞানে স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় পার্থক্যটা বিজ্ঞান মেনে নেয়নি। আজ এটা স্বীকৃত যে বস্তুজগতের সবকিছুই জ্ঞেয় এবং কার্যকারণ সম্পর্ক মেনে চলে। আর, বিজ্ঞানীরা এখনও মিলের operational causality test -এর সূত্রগুলি মেনেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পরিকল্পনা করেন।

তবু একটা দর্শনগত সমস্যা রয়ে গিয়েছিল হিউমের পথে অথবা মিলের পথে এগিয়ে কোনও ঘটনার একাধিক কারণ পাওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, মাটিতে একটা চারাগাছ গজিয়ে উঠল। এর কারণ কী? কেউ বলবেন, এর কারণ বীজ ওই মাটিতে ছিল। কেউ বলবেন, শুধু বীজ থাকলেই কি চারাগাছ হতো? জলের প্রয়োজন নেই? সেই জলের উপস্থিতিও একটা কারণ। কেউ বলবেন, শুধু বীজ আর জল থাকলেই হবে? অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই? তাই অক্সিজেনের উপস্থিতিও একটা কারণ। এইভাবে দেখা যাবে, চারাগাছটি সৃষ্টির অনেক কারণ পাওয়া যাচ্ছে। লক্ষ করুণ, এর সবটাই হিউম, কান্ট ও মিলের ধারণা মেনেই পাওয়া যাচ্ছে। এ বক্তব্য মেনে নিয়ে সাধারণভাবে এটাও মানতে হয় যে কোনও ঘটনার একাধিক কারণ থাকতে পারে।

ফলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক যুগে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-দর্শনের অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও একটা সমস্যা রয়েই গিয়েছিল। যেখানে বিজ্ঞান বলছে, কোনও প্রশ্নের সঠিক উত্তর একটাই হতে পারে, সেখানে দার্শনিকদের দেখানো পথে এগোলে মানতে হবে, "X ঘটনার কারণ কী?" – এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে। বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে এই গলদটা রয়েই গিয়েছিল।

এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় দেখালো মার্কসীয় দর্শন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, কোনও ঘটনার কারণ হিসেবে যে নানা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো দর্শনগত সংজ্ঞায় 'কারণ' নয়। ওগুলো হচ্ছে কারণের উপাদান বা factors। চারাগাছ বেড়ে ওঠার পিছনে factors হচ্ছে বীজ, মাটি, জল অক্সিজেন ইত্যাদি। কারণ হচ্ছে ওইসব factors-এর সমাহারে তৈরি হওয়া অবস্থাটা। কোনও ঘটনার ঠিক পূর্বেকার অবস্থাটাই তার কারণ। তার মধ্যে অন্তর্নিহিত factors-গুলোকে জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেগুলিকে কারণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, "এটা ঠিক, মোটা অর্থে বা সাধারণভাবে অনেকেই বলে থাকেন, বহু কারণে এই ঘটনাটি ঘটছে বা একটি বিশেষ ঘটনার পিছনে বহু কারণ আছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা এক কথা, আর কথাটির দার্শনিক তাৎপর্য কী সেটা সঠিকভাবে বোঝা একেবারে ভিন্ন কথা। আমরা যখন কথাটা সাধারণভাবে বলি যে, ঘটনাটি ঘটার পিছনে বহু কারণ কাজ করেছে, এখানে কারণ কথাটাকে নানা বিষয় বা ফ্যাক্টর বা কন্ডিশন হিসাবে বুঝতে হবে। তার সাথে কারণের বহুত্ব কথাটার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"কিন্তু আমরা যখন দার্শনিক দিক থেকে বিচার করি তখন ঐরকম মোটা অর্থে বুঝলে চলবে না। .. পরিবর্তনের ধারায় যেটা কাজ করে সেটা হল multiplicity of conflicts (দ্বন্দ্ব সংঘাতের বহুত্ব), কারণের বহুত্ব নয়। যে ঘটনাই ঘটুক তার পিছনে একটা বিশেষ কারণ থাকে।"

"দর্শনে একটা সিদ্ধান্ত আছে, সেটা হল, কজ ইজ দি ইমিডিয়েট অ্যান্টিসিডেন্ট অব এফেক্ট (কারণ হচ্ছে কোনও ঘটনা ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তের পরিণত অবস্থা)। অর্থাৎ যেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘটনাটি ঘটার মতো অবস্থা তৈরি হয়। বহু কিছু ফ্যাক্টর বা পারিপার্শ্বিক কন্ডিশনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যখন পরিবর্তন সূচিত হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি দেখা যায়, যাকে বলা হয় পরিস্থিতি পরিণতি লাভ করেছে, সেটাই হল ঘটনাটি ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তের অবস্থা। আর এই ঘটনাটি ঘটবার ঠিক আগের মুহূর্তের অবস্থায় যখনই পৌঁছাল, তখনই আমরা ফলাফল পেয়ে গেলাম, এটাই হল সঠিক ধারণা।"

"বস্তুজগতে বা জীবজগতে যে সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেই পরিবর্তন একমাত্র তখনই ঘটে যখন সেটা ঘটাবার মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বা মার্কসবাদ যে প্রয়োজনের কথা বলে, তাহল, সেই প্রয়োজন যা সমস্ত গতি, সমস্ত কিছু

আসার পিছনে কাজ করে।" এক্ষেত্রে যে প্রয়োজনের কথা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন সেটা মোটা দাগের 'দরকার' অর্থে নয়, দর্শনে necessity কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে – "If the condition matures, the result will necessarily happen" – এই অর্থে। তাই তিনি বলছেন, "প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি গতি, প্রতিটি নিয়ম, প্রতিটি কার্যক্রমের মধ্যে যে প্রয়োজন আছে সেটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াটাই প্রয়োজনকে চিহ্নিত করছে। নিয়মের মধ্যে, নিয়মর পথ বেয়ে কার্যকারণ সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতে যে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে সেটাকেই আমরা যথার্থ প্রয়োজন বলি।"

অর্থাৎ কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখাচ্ছেন, বহু আলাদা ফ্যাক্টরের সমাহারে একটা বিশেষ অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়, যখন প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে একটি বিশেষ ফলাফল ঘটতে বাধ্য, তখন সেই পূর্বাবস্থাকেই বলা হয় ওই ঘটনাটির কারণ। এভাবে দেখলে দর্শনগত সমস্যাটি থাকে না। কারণের বহুত্বের সমস্যায় পড়তে হয় না। এই ধারণা নিয়ে না চললে সেটা বিশেষ করে বিপ্লবের ক্ষেত্রে কতবড় ভ্রান্তি ঘটাতে পারে সেটা তিনি আলোচনা করে দেখিয়েছেন। মাও সেতুঙ যেটা আলোচনা করেছেন তা হল বস্তুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্বের মধ্যে কোনটা প্রায়র। আর কমরেড ঘোষ যেটা আলোচনা করেছেন তা হল কারণের সম্যক ধারণা ও চরিত্র বিচার, যেটা ঠিক না হলে জীবনে এবং সমাজবিপ্লবে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

তিনি নিজেই বলেছেন, "দর্শনে একটা সিদ্ধান্ত আছে, সেটা হল, কজ ইজ দি ইমিডিয়েট অ্যান্টিসিডেন্ট অব এফেক্ট (কারণ হচ্ছে কোনও ঘটনা ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তের পরিণত অবস্থা)। অর্থাৎ যেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘটনাটি ঘটার মতো অবস্থা তৈরি হয় ..", অর্থাৎ কারণের একত্বের কথাগুলি যে তিনিই প্রথম বলেছেন এমন দাবি তিনি করেননি। কিন্তু দর্শনের বইয়ের মধ্যে চাপা পড়ে থাকা একটা চিন্তা বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বজগতে কার্যকারণ সম্পর্কের ক্রিয়া অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজনীয় তা সামনে নিয়ে এসে তিনি চিন্তানায়কের প্রকৃত ভূমিকাই পালন করেছেন।